নূতন

দ্রব্যগুণ-দর্পণ।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং কারণংপরং।
তস্মাদারোগ্য দানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ।,,

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগৃহীত এবং অনুবাদিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

প্রকাশক।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং ভবন।

সন১২৯৩ সাল

মূল্য ১ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

উপহার।

ধর্ম্মনিরত পরহিত পরায়ন দেশহিতৈষী
শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায়বাহাদুর।
জমীদার মহাশয় মহত্তাশয়েষু।

মহাশয়।

আপনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে এবং পরোপকারার্থে দেশহিতকর বিবিধ-কার্য্য করিয়া পৃথিবীর একটি ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন। একারন শ্রীমন্মহাশয়ের পবিত্র করকমলে এই " প্রবাঞ্জন-দর্পণ নামক " পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম নিবেদন ইতি।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক।

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

আপনার মুখ আপনি দেখ, কিছু কিছু বুঝি প্রহসন, প্রভাস খণ্ড ১ম ২য় ৩য় খণ্ড, পদ্য শ্রীমদ্ভাগবত ১ম ও ২য় স্কন্ধ, চিত্ত-রঞ্জন পাঁচালী, প্রভাস মিলন, মৈথিলী মিলন, কৃষ্ণান্বেষণ, নলদময়ন্তী, ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্ব্বাসার পারণ, রামের রাজ্যপ্রাপ্ত, কলঙ্ক-ভঞ্জন, মানভিক্ষা, বামনভিক্ষা, পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস নাটক, কবিতা-দর্পণ, কাব্যরত্ন সারসংগ্রহ, কাব্যসিন্ধু-তত্ত্ব-সার ও চিকিৎসা-দর্শনাদি পুস্তক প্রণেতা।

কলিকাতা আহীরিটোলা ১১৫ নং বাটী।

বিজ্ঞাপন।

লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করণার্থ দ্রব্যের দোষ গুণ বিদিত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। একারণ সুশ্রুত ও অন্যান্য কএকখানি চিকিৎসক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "দ্রব্যগুণ-দর্পণ নামক পুস্তক খানি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা কোন একখানি গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ নহে। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে ঐসকল গ্রন্থের যে যে অংশের আবশ্যক হইয়াছে, সেই সেই অংশই গ্রহণ করা হইয়াছে। শেষ ভাগে কতকগুলীন দ্রব্যের গুণ অকারাদিক্রমে লিখিত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়দিগের সুগমার্থে অকারাদিক্রমে ও বর্গানুযায়িক দুই প্রকার সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি কঠিন শব্দের অর্থও অকারাদিক্রমে লিখিত হইয়াছে। পরিশ্রম করিতে কোন ক্রমেই ত্রুটি করি নাই, এক্ষণে এই দ্রব্য-গুণ পুস্তকখানি ইহা পাঠকগণের পাঠোপযোগ্য এবং ইহার দ্বারা দেশের উপকার প্রদর্শিত হইলে শ্রম সফল অনুভব নিবেদন করিব ইতি।

বর্গ বিজ্ঞান।

বর্গ বিজ্ঞান সমাপ্ত।

আকারাদি ভেদে সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

বাতাম। বাদাম।
বাস্তুক। বেতোশাক।
বিদারিকন্দ। ভূমি কুষ্মাণ্ড।
বিক্রম। পলা।
বিল্বফল। বেলফল।
বিস। পদ্ম দির মৃণাল।
বীজপুরক। টাবালেবু।
বেত্রকরীর। বেতের ডগা।
ব্রণের সন্ধান। কাটা ঘা যুক্ত হয়।
বৃষপুষ্প। বাসকপুষ্প।
বৃকাদনী। পরগাছা।

ভ

ভব্য। চালতা।
ভূমিজাত উদ্ভিদ। ভূমি হইতে ছত্রাকার যে উদ্ভিদ জন্মে।
ভূস্তৃণ।
ভৃষ্টান্ন। মুড়ী চাউল ভাজা ইত্যাদি।

ম

মকুষ্ঠ। কলাই বিশেষ।
মণ্ডূকপর্ণী। মঞ্জিষ্ঠা।
মৎসণ্ডিক,খণ্ড। নিরস গুড়।
মদন ফল। ময়না ফল।
মধুশিগ্রু। রক্তসজিনা।
মধূকপুষ্প। মউল পুষ্প।
মধুলিকা। মউরি।
মধ্বালুক। মৌ আলু।
মাতুলুঙ্গ। টাবা লেবু।
মানক। মালকচু।
মাষ। মাষকলাই।
মুষ্কক। ঘণ্টাপারুল।
মোচাফল। কদলী ফল। রম্ভা।

র

রক্তবৃক্ষ। নম্ব, মুষ্কক, অর্ক এবং আসন।
রক্তালুক। রাঙ্গাআলু।
রাজক্ষবক। রাইসরিষা শাক।
রাজাদন ফল। পিয়াল ফল।
রাজিকা। শ্বেত সর্ষপ।

ল

লকুচ ফল। মাদার ফল।
লবলী ফল। নোয়াড় ফল।
লাজ খই।

শ

শঙ্খালুক। শাঁক আলু।
শতাবরী। শতমূলী।
শস্পক। সেঁদল।
শর্করা। চিনি।
শাল্মলী। শিমুল।
শিগ্রু। সজিনা।
শুণ্ঠী। শুঁঠি।
শীর্ণবৃন্ত। তরমুজ।
শৃঙ্গবের শুণ্ঠী।
শৃঙ্গাটক। পানিফল।
শ্লেষ্মাতক। বহুবার ফল।

স

সতীন। ক্ষুদ্রমটর।
সপ্তলা। পারুল।
সর্ষপ। সরিষা।
সিন্ধুবার পুষ্প। নিসিন্ধা পুষ্প।
সিম্বিতিকা। শমী ফল।
সুনিষন্নক সুষনি শাক।
সুবর্চলা। অতসী।
সুবহলা। ঐ
সুরস। শ্বেত তুলসী।
সূরণ। ওল।
সৌবীর। মহাবদর ফল।

হ

হরেণু। কলাই বিশেষ।
হরিমন্থ। ছোলাশাক।

ক্ষ

ক্ষবক। অপামার্গ আপাং।
ক্ষীরবৃক্ষ। বট যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শিরীষ এবং পাকুড়।

সমাপ্তঃ।

নূতন

দ্রব্যগুণ-দর্পণ

বেদ এবং আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম।

বেদ চতুর্ব্বিধ প্রকার। যথা,—ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব। বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম এবং ব্রহ্ম এতদুভয় প্রতিপাদক। এই বেদশাস্ত্র প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা,—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। ঋক্, যজুঃ এবং সাম, এই তিনকে মন্ত্রভাগ বলে। যে সকল মন্ত্র অর্থবশে পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট তাহাদিগকে ঋক্, যে ভাগ স্বরাদি সংযোগে গীতিবিশিষ্ট তাহাকে সাম, এবং যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক তাহাকে যজুঃ বলে; যেহেতু তাহা ছন্দোবিশিষ্ট পাদবদ্ধ অথবা স্বর সংযুক্ত গীতিবিশিষ্ট নহে।

বেদশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম বিধিরূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ এবং তৃতীয় উভয়বিলক্ষণ অর্থাৎ না বিধি না অর্থবাদ।

বিধির চারি প্রকার বিভাগ আছে, যথা,—উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি, বিনিয়োগ বিধি এবং প্রয়োগ বিধি।

বেদোক্ত যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তি-বিধি, যাগাদির ফলসম্বন্ধবোধক বাক্য অধিকারবিধি, কর্ম্মের অঙ্গসম্বন্ধবোধক বাক্য বিনিয়োগ-বিধি এবং উক্তত্রিবিধ বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগ-বিধি।

অর্থবাদও এক প্রকার বিধিস্বরূপ, কিন্তু তাহাতে প্রশংসা অথবা নিন্দা মাত্র প্রকাশ পায়। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা,—গুণবাদ, অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদ। যাহাতে অপর প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝা যায় তাহার গুণবাদ; যাহা প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায়, তাহার

নাম অনুবাদ এবং প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ কিম্বা তৎপ্রাপ্তি বর্জ্জিত অর্থ ভূতার্থবাদ।

উপরোক্ত ব্রাহ্মণ ভাগে অপর একটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে, তাহাকে বেদান্ত। তাহা উপনিষদ শব্দেও কথিত আছে। সেই ভাগ কেবল পর-ব্রহ্মের প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি ও অর্থবাদ, এই উভয় হইতে বিলক্ষণ, অথাচ বেদবিৎগণ তাহার ভাগ বিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা আছে।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ স্বরূপ সমুদায় বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সাধক হইয়াছে কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্ম, এবং কাম সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

অথর্ব্ববেদ কর্ম্মবিষয়ে উপযোগী নহে, উহাতে শান্তিক, পৌষ্টিক, অভিচারিক, আদি কার্য্যই প্রতিপন্ন হয়।

অথর্ব্ববেদের অঙ্গের অঙ্গ যে আয়ুর্ব্বেদ, ব্রহ্মা লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে রচনা করিয়াছিলেন। ঐ আয়ুর্ব্বেদ অষ্ট ভাগে বিভক্ত যথা। শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়-চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, এবং বাজীকরণতন্ত্র।

শল্যতন্ত্র।

বিবিধরূপ তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ পাংশু ও স্বর্ণপ্রভৃতি ধাতু, ইষ্টকপ্রভৃতি ক্ষুদ্র অংশ, অস্থি, কেশ, নখ ইত্যাদি দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ও পূয় প্রস্রাবাদি শরীরে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার এবং অনল প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানারূপ রোগের নির্ণয় করিবার উপদেশ শল্যতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

শালাক্যতন্ত্র।

স্কন্ধসন্ধির উপরিস্থিত রোগাদির (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়, নয়নেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মুখ জিহ্বা, দন্ত, অধর, গণ্ড, তালু এবং আলজিহ্বাদির) স্থানে যে সমূহ রোগোৎপন্ন হয়, তাহাদিগের প্রশমের উপদেশ শালাক্য তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

কায়-চিকিৎসাতন্ত্র।

সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপ্ত ব্যাধি সমূহের (অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোষ, উন্মাদ, অপস্মার, কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি ব্যাধি সমস্তের) উপশম করিবার উপায় কায়-চিকিৎসাতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

ভূতবিদ্যাতন্ত্র।

অমর, অসুর, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, ভাস্করাদি-নবগ্রহ ও স্কন্দাদি গ্রহ; ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সমুহ মানসিক রোগজন্য হয়; সেই সকল রোগের উপশম করিবার উপায় (শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ঔষধধারণ, রত্নাদি ধারণ, এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে রত্নাদি প্রদান) ভূতবিদ্যা তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

কৌমারভৃত্যতন্ত্র।

সদ্যোজাত বালক-বালিকার প্রতিপালনার্থ, ধাত্রীগণের স্তন্য সংশোধনের বিধি, দুষ্ট দুগ্ধ জন্য ব্যাধি সমূহের এবং স্কন্দাদি গ্রহগমনে বায়ু স্পর্শ জন্য, এই সমূহের উপশম করিবার উপায় কৌমার ভৃত্যতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

অগদতন্ত্র।

সর্পজাতি, কীটজাতি, ঊর্ণনাভিজাতি, বৃশ্চিকজাতি, ও মূষিকজাতি, প্রভৃতি বিষযুক্ত প্রাণি সকল কোন প্রাণিকে দংশন করিলে, সেই বিষ কোন জাতির তাহা জানিবার উপায় এবং ঐ সকল বিষ স্পর্শ করিয়া কিম্বা দ্রব্য সহযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ মৃত্যুপ্রায় হইলে, তাহার উপশম করিবার উপায় অগদতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

রসায়নতন্ত্র।

বয়ঃস্থাপন (অর্থাৎ মনুষ্যের যুবার সম বলিষ্ঠ হওনের উপায়) ও পরমায়ু, মেধা, বল প্রভৃতি উন্নতি করিবার উপায়, ও শরীর যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয়; সেই সকল রসায়ন তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

বাজীকরণতন্ত্র।

অল্প কিম্বা শুষ্ক শুক্রের উন্নতি করিবার বিধি, যে শুক্র বিকৃত হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার স্বভাব সম্পাদনের বিধি, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তির বিধি, ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি করিবার বিধি এবং চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ উৎপত্তি হওনের বিধি; বাজীকরণ তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

এই দ্রব্যবিজ্ঞান, পুস্তকখানিতে আয়ুর্ব্বেদানুযায়িক দ্রব্যসমূহের গুণাদি লিখিত হইবে বলিয়া প্রথমতঃ বেদ এবং আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্ম জ্ঞাপিত হইল।

ঔষধী বিজ্ঞান

আহার, প্রাণী সকলের শরীরের বল, বর্ণ এবং তেজের কারণ হয়। সেই আহার কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল এবং লবণ; এই ছয় রূপ রসে মিলিত হইয়া থাকে।

দ্রব্য সমূহ ঔষধি নামে কথিত আছে, সেই ঔষধি সমস্ত দুই প্রকার। যথা।—স্থাবর এবং জঙ্গম।

স্থাবর ঔষধি চারি প্রকার। যথা।—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ্ এবং ঔষধি। যাহাদিগের ফুল না হইয়া কেবল ফল উদ্ভব হয় তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যাহাদিগের ফল ও ফুল উভয়ই হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যাহারা কেবল তৃণের গোছার সম কিম্বা তুলার ন্যায়, তাহাদিগকে বীরুধ্ কহে। যাহা কেবল ফলের পরিপাক কাল অবধি জীবিত থাকে, তাহাদিগকে ঔষধি কহে।

জঙ্গম ও চারিপ্রকার। যথা।—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকারের মধ্যে মনুষ্যের এবং পশ্বাদি জরায়ুস্থান হইতে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষী সর্প ও মৎস্যাদি অণ্ড হইতে

জন্মে, তজ্জন্য তাহাদিগকে অন্তজ কহে। প্রাণীর মৃতদেহ ও মলাদি পরিপাকে যে উষ্ম জন্মে, তাহাকে স্বেদ কহে, সেই স্বেদ হইতে কৃমি, কীট ও পিপীলিকাদি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। বর্ষা ঋতুতে মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন রক্তবর্ণ সূতার সম আকার বিশিষ্ট ইন্দ্রগোপ নামে ক্ষুদ্র কীট এবং ভেকাদি (১) মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে।

স্থাবর হইতে,-ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল, শিকড়, কন্দ, আঠা এবং রস প্রয়োজনীয়। জঙ্গম হইতে, চর্ম্ম, নখ, লোম এবং শোণিত প্রয়োজনীয়।

পার্থিব বস্তুমধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য হীরকাদি, মুক্তা, মনছাল এবং শরাদি প্রয়োজনীয়;

কালসম্বন্ধীয় জ্যোতিজ্ঞান।

কাল সম্বন্ধে প্রকৃষ্টবায়ু, নির্ব্বাত, রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, এবং সম্বৎসর ইহারা স্বভাবতই বায়ু পিত্ত প্রভৃতির সঞ্চয়ের, প্রকোপের, প্রশমের এবং প্রতিকারের কারণ; তজ্জন্য এই সকলও প্রয়োজনীয় জানিতে হইবে।

কাল ও ঋতুবিজ্ঞান।

কালই শম্ভু। সূর্য্য গতি বিশেষের দ্বারা সেই কালের সংবৎসররূপ দেহকে, অক্ষি-নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর এবং যুগ; এই সকল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। একটী লঘু অক্ষরের উচ্চারণ (২) করিতে যে সময়ের আবশ্যক হয়, তাহাকে অক্ষি নিমেষ বলে। পঞ্চদশ অক্ষি-নিমেষে এক কাষ্ঠা বলা যায়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা। বিংশতি কলাতে এক মুহূর্ত্ত। ত্রিংশৎ

(১) এইরূপ মূলে আছে।

(২) লঘু-অক্ষর যথা "ক"

মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। পক্ষ দুই প্রকার। যথা। শুক্ল এবং কৃষ্ণ। দুই পক্ষে একমাস। দ্বাদশ মাসে এক বৎসর। দ্বাদশ মাসের দুই দুই মাসকে এক এক ঋতু বলা যায়। ঋতুর সংখ্যা ছয়। মাঘ ও ফাল্গুনমাস,-শিশির ঋতু; চৈত্র ও বৈশাখমাস বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাস, গ্রীষ্ম ঋতু; শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস, বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাস, শরৎ ঋতু; এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস, হেমন্ত ঋতু; বলিয়া কথিত আছে। শীত, উষ্ণ এবং বরষাই, ঋতু সকলের লক্ষণ জানিতে হইবে।

কাল, চন্দ্র এবং সূর্য্য কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটী অয়ন উৎপাদন করেন যথা। দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ন। বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত. এই ঋতুত্রয় দক্ষিনায়নের অধীন। এই কালে চন্দ্র তেজপুঞ্জ হয়েন, একারন অম্ল, লবণ এবং মধুর; এই ত্রিবিধ রসের ওষধিই বিশেষ রূপে উৎপন্ন হয়, এবং প্রাণীগণও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। শিশির বসন্ত এবং গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয় উত্তরায়ণের অধীন। এই কালে সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হয়েন, একারণ তিক্ত, কষায় এবং কটু এই ত্রিবিধ রসের দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয় এবং প্রাণিগণের বলও উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র এবং সূর্য্য তাহাতে শুষ্ক করেন। বায়ু ঐ উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণকে পালন করিয়া থাকেন।

কোন২ পণ্ডিত কহেন, যে দুই অয়নে এক সংবৎসর পাঁচ বৎসরে এক যুগ সংখ্যা হইয়া থাকে। সেই নিমেষাদি যুগপর্য্যন্ত কাল চক্রের সম পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া কালচক্র নামে কথিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে,-বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং প্রাবৃট; এই ষড়ঋতু দোষের সম্বন্ধে সঞ্চয়ের, প্রকোপের এবং প্রশমের কারণ হয়। এই ষড়ঋতু ভাদ্র মাস অবধি দুই দুই মাস ভোগ করিয়া থাকে। ভাদ্র এবং আশ্বিন বর্ষাঋতুর ভোগ, কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ন শরৎঋতুর ভোগ পৌষ এবং মাঘ হেমন্তঋতুর ভোগ, ফাল্গুন এবং চৈত্র বসন্তঋতুর ভোগ বৈশাখ এবং জৈষ্ঠ গ্রীষ্ম ঋতুর ভোগ এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রাবৃট ঋতুর ভোগ।

ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালে ঔষধি সমূহ নূতন উৎপন্ন হয়, সহজেই অল্পবীর্য্য (অর্থাৎ অল্প সার বিশিষ্ট) সলিল ক্লেদযুক্ত এবং পৃথিবী মল পূর্ণ হয়। ঐ বর্ষাকালে আকাশ মণ্ডল মেঘাবৃত ও ভূমি জলে আর্দ্র হইয়া থাকে এবং প্রাণি নিকরের দেহও আর্দ্র হয়। আর্দ্র দেহে শীতল বায়ু সংলগ্নে অগ্নিমান্দ্য জন্মে ; তাহাতে নূতন অল্প বীর্য্য ঔষধি ভক্ষণ করিলে কিম্বা অপরিস্কার সলিল পান করিলে, বিদাহ অজীর্ণ হয় অর্থাৎ পরিপাক কালে অম্লরস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে কোন স্থলে গলা জ্বলিয়া উঠে। সেই বিদাহ অজীর্ণ জন্য এই বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে।

শরৎ ঋতুতে আকাশমণ্ডল মেঘহীন হইলে এবং কর্দ্দম সমস্ত শুষ্ক হইলে সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণ দ্বারা সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পিত্তজ রোগ উৎপাদন করে।

হেমন্ত ঋতুতে সেই সমস্ত ঔষধি কাল যোগ জন্য পরিপক্ক এবং বলবান হইয়া থাকে, সলিলও নির্ম্মল হয়, সূর্য্যের কিরণ মান্দ্য হয়, সহজেই হিম এবং শীতল বায়ু কর্ত্তৃক প্রাণিগণের দেহও জড়ীভূত হইয়া থাকে।

হেমন্ত ঋতুতে পূর্ব্বোক্ত স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক ঔষধি ভক্ষণ এবং জল পান করিলে আমাজীর্ণ হয় অর্থাৎ গুরুপাক জন্য সম্যকরূপে পরিপাক হয় না। সহজেই সেই স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ঔষধি এবং জল দ্বারা হেমন্ত ঋতুতে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চার হইয়া থাকে।

বসন্ত ঋতুতে প্রাণি নিকরের কলেবর অল্প জড়ীভূত থাকে। সূর্য্যকিরণ দ্বারা হেমন্ত ঋতুর সঞ্চিত শ্লেষ্মা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্মজন্য ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়।

গ্রীষ্ম ঋতুতে সেই সমস্ত ঔষধি নিরস, রুক্ষ ও লঘু এবং জলও লঘু হয় এবং সূর্য্যকিরণে প্রাণি সমূহের শরীরও শুষ্ক প্রায় হইয়া থাকে, সহজেই এরূপ ঔষধি ভক্ষণ ও জলপান করিলে নিরস, রুক্ষতা এবং লঘুতা জন্য প্রাণিনিকরের দেহে বায়ুর সঞ্চয় হয়।

প্রাবৃট ঋতুতে ভূমি জলে আর্দ্র হইলে এবং প্রাণিনিকরের কলেবরও আর্দ্র হইলে দেহস্থ গ্রীষ্ম ঋতুর সঞ্চিত বায়ু বাহিরের শীতল বায়ুর এবং বর্ষার প্রভাবে প্রাণিসমূহের শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে বাতিক

জন্য ব্যাধি সকল উৎপাদিত হয়। সকল প্রকার দোষের (অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের) সঞ্চয় এবং প্রকোপের হেতু বলা হইল।

বর্ষা, হেমন্ত এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে যে সমস্ত দোষ সঞ্চিত হইয়া থাকে সেই সমস্ত সঞ্চিত দোষের—এবং শরৎ বসন্ত এবং প্রাবৃট ঋতুতে সে সমস্ত দোষ কুপিত হয় সেই সমস্ত কুপিত দোষের প্রতিকার করা বিধেয়। শরৎ ঋতুতে পৈত্তিক জন্য বসন্ত ঋতুতে শ্লেষ্মা জন্য এবং প্রাবৃট ঋতুতে বাতিক জন্য ব্যাধি সকলের প্রতিকার করিবে।

দিবারাত্রির মধ্যে ষড়ঋতুর ভোগ বিজ্ঞান।

প্রাতঃকালে বসন্তের লক্ষণ, মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের লক্ষণ, অপরাহ্নে প্রাবৃটের লক্ষণ, সন্ধ্যাকালে বর্ষার লক্ষণ, অর্দ্ধরাত্রে শরতের লক্ষণ এবং শেষরাত্রে হেমন্তের লক্ষণ জানিতে হইবে। সম্বৎসরের সম দিবারাত্রি মধ্যেও এইরূপে ষড়ঋতুর লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে, এবং সেই সেই সময়ে বাত পিত্ত এবং কফের সঞ্চয় প্রকোপ এবং উপশম হয়।

ষড়ঋতুর স্বভাব বিজ্ঞান।

হেমন্তঋতুতে,—উত্তর দিক হইতে শীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। সকল দিক ধূলি ও ধূমে ব্যাপ্ত হয়, রবি হিমকণাতে সমাচ্ছন্ন হন, এবং জলাশয় সমূহ হিমে আবৃত হইয়া থাকে। কাক, গণ্ডার, মহিষ, মেষ এবং হস্তি আদি বলবান হইয়া উঠে। লোধ্র প্রিয়ঙ্গু এবং পুন্নাগবৃক্ষসকল পুষ্পদ্বারা সুশোভিত হয়।

শিশির ঋতুতে অতিশয় শীত হয়, ঝড়বৃষ্টিতে সকল দিক আকুলিত হইতে থাকে এবং হেমন্তকালের লক্ষণ সকল ও এই ঋতুতে দেখা যায়।

বসন্ত ঋতুতে, দিক্‌ সকল নির্ম্মল হয়। পলাশ পদ্ম, বকুল, আম্র এবং অশোকাদি প্রস্ফুটিত হয়, ভ্রমর এবং কোকিলাদি পক্ষীগণ নিজরবে গান করিতে থাকে। চারিদিক্ সুশোভিত হইয়া উঠে দক্ষিণ হইতে বায়ু প্রবাহিত হয় এবং জলাশয়াদির ও শোভা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মঋতুতে,—দিবাকরের কিরণ বিশেষ তীক্ষ্ণ হয় এবং নৈঋত কোণ হইতে অসুখজনক বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। ভূমি উত্তপ্তা, নদ নদীতে অল্প জল, দিক সমস্ত প্রজ্বলিত সম, মৃগ সমূহ পিপাসিত, তৃণ ও লতাদি শুষ্ক এবং সমূহ পত্রশূন্য হইয়া পড়ে।

প্রাবৃটঋতুতে,—পশ্চিম দিকস্থ বায়ুদ্বারা মেঘ সঞ্চিত হইয়া আকাশ-মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে এবং তড়িৎ ও তুমুল গর্জ্জন সহকারে বারি বর্ষণ করে। এই ঋতুতে শ্যামবর্ণ কোমল শস্য এবং কদম্ব, কেলি-কদম্ব, কুটজ, শাল এবং কেতকী আদি বৃক্ষদ্বারা ক্ষিতি বিশেষ শোভান্বিতা হয়।

বর্ষাঋতুতে,—নদী সকল সলিলে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তীরস্থ বৃক্ষ সমূহ পতিত হয়। সরোবরাদি প্রফুল্ল কুমুদ ও নীলপদ্মাদিতে শোভিত হয়। ভূমির উপরিভাগ সলিলে পরিপূর্ণ হওয়াতে উচ্চ এবং নিম্ন ভূমির নিদর্শন রহিত হইয়া পড়ে, ক্ষিতি বহুবিধ শস্যযুক্তা হয়; মেঘ সমূহ অল্প গর্জ্জন করিয়া বর্ষণ করিতে থাকে। দিবাকর প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন।

শরৎঋতুতে দিবাকরের কিরণ প্রখর হইয়া থাকে, শ্বেতবর্ণ মেঘ জন্য আকাশমণ্ডল প্রায় নির্ম্মল দেখা যায়। সরোবরে পদ্ম প্রস্ফুটিত হয় এবং হংসগণ তাহাতে ক্রীড়া করিতে থাকে। ভূমি শুষ্কা হয় এবং তাহার সর্ব্বস্থলেই ছাতিম, বাঁধুলি, কেশে, আসন প্রভৃতি বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

প্রত্যেক ঋতুতে যে সমূহ লক্ষণ হইয়া থাকে, কোন ঋতুতে সেই সমুদায় লক্ষণ অধিকতর হইলে কিম্বা বিপরীত হইলে অথবা কোনরূপে তাহার অন্য রূপ হইলে, প্রাণিদিগের দেহে বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা কুপিত হয়। একারণ দেহে বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা বিকৃত হইবার অগ্রেই তাহার উপশম করা বিধেয়। বসন্ত ঋতুতে শ্লেষ্মার শান্তি, শরৎ ঋতুতে পিত্তের শান্তি এবং বর্ষাঋতুতে বায়ুর শান্তি করা কর্ত্তব্য।

বায়ু বিজ্ঞান।

পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা মধুর এবং লবণ-রসবিশিষ্ট; স্নিগ্ধ ভার, অম্ল-পিত্তজনক এবং রক্তপিত্তবর্দ্ধনকর। বিশেষতঃ

যাহারা ক্ষতরোগ, বিষরোগ কিম্বা ব্রণরোগবিশিষ্ট কিম্বা যাহাদিগের দেহ শ্লেষ্মাবিশিষ্ট ; পূর্ব্বদিকস্থ বায়ুদ্বারা তাহাদিগের রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং ব্রণের পূযাদি বাড়িয়া উঠে। যাহারা বায়ুরোগবিশিষ্ট, শ্রান্ত কিম্বা যাহাদিগের দেহে কফের অংশ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বদিকস্থ বায়ু বিশেষ উপকারী।

দক্ষিণদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা, মধুর এবং কষায় রসবিশিষ্ট, লঘু, নেত্রের দীপ্তিকারী ও বলবর্দ্ধনকারী। দক্ষিণদিগের বায়ুতে অম্লপিত্ত জন্মায় না এবং বায়ুরও প্রকোপ উদ্ভব হয় না।

পশ্চিমদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা বিশদ, রুক্ষ, কঠিন, খরস্পর্শ, তীক্ষ্ণ, কফ এবং মেদ শোষণকারী এবং দেহের চিক্কণতা এবং বলক্ষয়কারী। ইহার দ্বারা দেহ শুষ্ক হয় এবং জীবন নষ্টও হইয়া থাকে।

উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর কষায় রসবিশিষ্ট এবং শীতল। এই বায়ুদ্বারা কোন দোষের (অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের) প্রকোপ হয় না। বরং বল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দেহে ক্লেদ জন্মে। ক্ষীণ এবং ক্ষয়রোগ ও বিষরোগবিশিষ্ট জনগণের প্রতি এই বায়ু বিশেষ হিতকারী।

আহারীয় দ্রব্যের পথ্যাপথ্য বিজ্ঞান।

ধান্য।

রক্তবর্ণ ধান্য, ষষ্টিক (ষাট ধান্য) গন্ধক, মুকুন্দ, পাণ্ডু, পীত, প্রমোদ, কাল, অশন, পুষ্প, কর্দ্দম, শকুনাহৃত, সুগন্ধ, কলমা, নীবার (উড়ি) ও উদ্দালক ; এই সমস্ত প্রকার ধান্য শ্যামাধান্য, গোধুম ও যব প্রভৃতি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই পথ্য জানিবে।

মাংস

সকল প্রকার মৃগ, কালসার, কুক্কুর, (খৈরী,) কপোত, লাব (ছাতারা তিত্তির, কপিঞ্জল, বর্ত্তী ও অবর্ত্তী, এই সকল পশু এবং পক্ষীদিগের মাংস সামান্যতঃ সকলের পক্ষেই পথ্য জানিবে।

কলাই।

মুগ, বনমুগ, ছোলা, মসুর, হরেণু, অরহর ও সতীন (তেওড়া) এই সকল কলাই সামান্যতঃ পথ্য জানিবে।

শাক।

চিল্লি, বেতো, সুষনি, জীবন্তী, নটে ও মূলকুটী; এই সকল শাক সামান্যতঃ পথ্য জানিবে।

দুগ্ধ, ঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী; সামান্যতঃ পথ্য জানিবে।

ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, বায়ুশূন্য স্থানে শয়ন, উষ্ণোদক পান রাত্রিনিদ্রা এবং ব্যায়াম হিতকর জানিবে।

কোন কোন দ্রব্য কোন কোন দ্রব্যের সহিত ভোজন নিষিদ্ধ।

বল্লীফল (লতাগাছের ফল অর্থাৎ লাউ কুমুড়া প্রভৃতি) কবক (ফল-বিশেষ) অম্ল ফল (চালতা আমড়া প্রভৃতি) লবণ, কুলথ কলাই, পিনাক (তিল কিম্বা সরিষা বাটা) তৈলে ভর্জ্জিত পিষ্টক, শুষ্ক-শাক, গাছ কিম্বা মেষমাংস, মদ্য, জামফল, চিংড়ীমৎস্য, গোধামাংস ও বরাহমাংস এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবেনা।

নূতন ধান্যের অন্নের সহিত কিম্বা বসা, মধু, গুড, দুগ্ধ কিম্বা মাষ-কলাইয়ের সহিত গ্রাম্য অথবা নির্জ্জল দেশজাত পশুর মাংস ভোজন করিবে না।

দুগ্ধ কিম্বা মধুর সহিত রোহিনী (কটফলশাক) কিম্বা জাতু (হিঙ্গুশাক ভোজন করিবে না।

কাঞ্জী, কিম্বা সুরার সহিত বলাকার মাংস (বালহংসের মাংস) পিপ্পলী কিম্বা মরীচের সহিত কাকমাচী (গুড়কামাই) কিম্বা নাড়ীভঙ্গশাক, কুক্কুট-মাংস এবং দধি একত্রে ভোজন করিবে না।

মধু পান করিয়া তৎক্ষণে উষ্ণ জল পান করিবে না।

পিষ্টের সহিত মাংস পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

মদ্য, তিল-মিশ্রিত পিষ্টক ও পায়স ভোজন করিবে না।

কাঞ্জির সহিত তিলের পিষ্টক, মৎস্যের সহিত গুড় চিনি প্রভৃতি ইক্ষু-বিকার, গুড়ের সহিত কাকমাচী, মধুর সহিত মূলক এবং গুড় কিম্বা মধুর সহিত বরাহ মাংস ভোজন করিবে না।

দুগ্ধের সহিত মূলক, আম্র, জাম্ব, শূকরমাংস, গোসাপ, কোন প্রকার মৎস্য বিশেষতঃ চিড়ীমৎস্য এবং দুগ্ধ, দধি কিম্বা তালফলের সহিত কদলী ফল ভোজন করিবে না।

দুগ্ধ, দধি, মাসকলায়ের দাউল, মধু কিম্বা ঘৃতের সহিত লকুচফল (মাদার) ভোজন করিবে না।

যে সকল দ্রব্য দুগ্ধ সহযোগে পান ভোজন করিতে নিষিদ্ধ সেই সকল দ্রব্য দুগ্ধপান করিয়া তদন্তে পান-ভোজন করিবে না।

কপোত মাংস সরিষার তৈলে ভাজিয়া ভোজন করিবে না।

কপিঞ্জল, ময়ূর, ছাতরা, তিত্তির এবং গোসাপ; এই সকলের মাংস এরণ্ডকাষ্ঠের অগ্নিতে পাক কিম্বা এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া ভোজন করিবে না।

ঘৃত কিম্বা মধু দশরাত্র কাঁসার পাত্রে রাখিয়া পান করিবে না।

উষ্ণ দ্রব্যের সহিত গুড়কামাই পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

তিলবাটার সহিত কলমীশাক পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

নারিকেল এবং বালহংসের মাংস একত্রে শূকরের চর্ব্বিতে ভাজিয়া ভোজন করিবে না।

কুক্কুটমাংস লোহার সিক বিঁধিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

মধু এবং জল কিম্বা মধু এবং ঘৃত তুল্যপরিমাণে পান করিবে না।

দুই প্রকার স্নেহ দ্রব্য, মধু ও কোন প্রকার স্নেহ দ্রব্য এবং জল ও কোন প্রকার স্নেহদ্রব্য একত্র পান করিবে না।

মধু কিম্বা কোন প্রকার স্নেহ পান করিয়া তৎপরক্ষণেই বর্ষার জল পান করিবে না।

মধুর এবং অম্লরস একত্রিত হইলে রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর এবং লবণরস; ও মধুর এবং কটুরস একত্রিত হইলে রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর এবং তিক্তরস একত্রিত হইলে, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর এবং কষায়রস; এবং অম্ল ও লবণরস একত্রিত হইলে রসে বিরুদ্ধ হয়।

অম্ল এবং কটুরস একত্রিত হইলে, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

অম্লতিক্ত এবং অম্লকষায় একত্রিত হইলে রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

লবণ এবং কটু-রস পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

লবণ এবং তিক্ত-রস; এবং লবণ ও কষায় রস রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

কটু ও তিক্ত-রস,—রসে এবং বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়।

কটু এবং কষায়-রস এবং তিক্ত ও কষায়-রসে বিরুদ্ধ হয়। জানিবে।

পূর্ব্বোক্ত যে সকল নিষিদ্ধ এবং বিরুদ্ধ পানাহারের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে অভ্যাস থাকিলে, পরিমাণ অল্প হইলে, অগ্নিদীপ্তি থাকিলে, তরুণ বয়স্ক হইলে, দেহ স্নিগ্ধ থাকিলে কিম্বা ব্যায়ামশীল অথবা বলিষ্ঠ হইলে বিরুদ্ধ পানাহার ক্লেশদায়ক হয় না।

ব্যায়াম গুণ।

ঘৃতাদি ভোজন দ্বারা বলবান ব্যক্তির ব্যায়াম বিধেয়, বিশেষতঃ বসন্ত ও শীতকালে বিশেষ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির ব্যায়ামদ্বারা হিতবোধ হয়, তাহার সদাকাল ব্যায়াম পথ্য। কিন্তু কুক্ষিতে, ললাটে, গ্রীবাতে ঘর্ম্ম এবং অতিশয় শ্বাস হইলে ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম করিলে শ্রম বোধ,

ক্লেশসহ্য, বাত, পিত্ত এবং কফের সমতা, অগ্নিবৃদ্ধি এবং বিরুদ্ধ ভোজন করিলেও সহজে পরিপাক হয়, রক্তপিত্ত রোগী, ক্ষুধাতুর ব্যক্তি, ভুক্তবান ব্যক্তি, স্ত্রীলোক এবং ক্ষীণ ব্যক্তি; ইহাদিগের ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে।

প্রভাতে অগ্ন্যাদি সেবন গুণ।

প্রভাতে অগ্নি সেবন করিলে,—বায়ু স্তম্ভিত কফ, শীত এবং কম্প নষ্ট হয়; এবং আম ও রক্তপিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ধূম সেবন করিলে,—বায়ু এবং পিত্তের বৃদ্ধি হয়। হিম সেবন করিলে; কফ এবং বায়ুর বৃদ্ধি হয়। শিশির সেবন করিলে,-শীতল, ধাতুপুষ্টি, কফ এবং বায়ুর বৃদ্ধি হয় এবং কোয়াসা সেবন করিলে,-অত্যন্ত কফ এবং কফ ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়।

তৈলাভ্যঙ্গ গুণ।

তৈল মর্দ্দন করিলে, শরীর আর্দ্র হয়, কফ এবং বায়ু নষ্ট হইয়া থাকে এবং ধাতুপুষ্টি, তেজঃ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পাদাভ্যঙ্গ,-নিদ্রাকর, চক্ষুর হিতকর অথচ পাদরোগঘ্ন; কিন্তু কফরোগাদিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে হিতকর নহে। তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে,-বল বৃদ্ধি হয়, এবং লোমকূপে এবং শিরমুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে নাড়ী তৃপ্ত হয়। তৈলদ্বারা মস্তক আর্দ্র করিয়া রাখিলে,-শির শূল, খালধরা, মাংসশোষিত এবং টাকরোগ উৎপন্ন হয় না; কেশ,-ঘন, শক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি প্রসন্ন ও মুখ শ্রীযুক্ত হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে,-কর্ণরোগ বধির হওন নষ্ট হয়।

স্নানগুণ।

স্নাত হইলে,—শরীর শীতল এবং পবিত্র হয়, শ্রম এবং মলা দূর ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কৃষ ব্যক্তির ও তেজ, উৎপন্ন হয়। উষ্ণজলে স্নান করিলে,—শরীরে সেক এবং মলা দূর, মস্তকের এবং চক্ষুর হিতসাধন এবং বলাধান হয়। উষ্ণজলে মস্তক ডুবাইয়া স্নান করিলে,—তৃষ্ণা তালু ও ওষ্ঠ-শোষ নিবারিত হয় এবং কণ্ঠ, শিরোরোগ এবং পিত্তজনা রোগ নষ্ট

হইয়া থাকে। বচ বালা এবং নিম্বছাল দিয়া জল উষ্ণ করিয়া স্নান করিলে-শ্লেষ্মা নষ্ট এবং নেত্রের জ্যোতি হয়। কৃষ্ণতিল দিয়া জল উষ্ণ করিয়া স্নান করিলে,—চক্ষু এবং কেশের উপকারী এবং বায়ু উপশমিত হইয়া থাকে। অস্নাত ব্যক্তীর শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, স্নান করিলে শরীর সুন্দর এবং অগ্নি দীপন হইয়া থাকে।

অর্দ্দিতরোগী, নেত্ররোগী, মুখরোগী, কর্ণরোগী অতিপিনাসরোগী এবং অজীর্ণরোগী; ইহাদিগের পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ জানিবে।

গাত্রমার্জ্জন।

শ্রীভ্রষ্টতা, দুর্গন্ধ, গুরুতা, মলা, কণ্ডু এবং ঘর্ম্ম নষ্ট হয়।

বস্ত্রধারণ গুণ।

নির্ম্মল বস্ত্র ধারণ করিলে,—কান্তিযুক্ত, যশস্বী অলক্ষ্মী নষ্ট এবং হর্ষ উৎপন্ন হয়।

সুগন্ধিদ্রব্য লেপন গুণ।

প্রীতিযুক্ত, ধাতুপুষ্টি এবং ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ, পাপ এবং শ্রম নষ্ট হয়।

চন্দন গুণ।

শীতল এবং তিক্ত শরীরের উত্তাপ ও রক্তপিত্ত নষ্ট হয়।

অগুরু চন্দন গুণ।

উষ্ণ, তিক্ত, কটু, ত্রণ, কফ এবং বায়ু নষ্ট হয়।

রক্তচন্দন গুণ।

রক্তপিত্তঘ্ন, বলবৃদ্ধিকর এবং চক্ষের হিতকর

কুমকুম গুণ।

শরীরের বিবর্ণতা, কণ্ডু এবং কফঘ্ন।

মৃগনাভি গুণ।

দুর্গন্ধ, রক্তপিত্ত এবং জ্বরঘ্ন ও উগ্রবীর্য্য।

কস্তুরী গুণ।

মনোহর, শীতল, তিক্তরস্ এবং মুখরোগের হিতকর।

জ্যোৎস্না গুণ।

কষায়, মধুর এবং দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

অন্ধকার গুণ।

ভয়দায়ক, তিক্ত এবং দৃষ্টিনাশক।

দিবানিদ্রা।

শীতল এবং অজীর্ণ রোগাদির মূল। তৃষ্ণাযুক্ত শূলী, হিক্কারোগী, অজীর্ণরোগী এবং অতিসারী; এই সকল ব্যক্তির প্রতি দিবানিদ্রা হিতকর জানিতে হইবে।

রাত্রি জাগরণ।

কফ এবং নিদ্রাতে স্নিগ্ধ হয়। কফরোগী, মেদরোগী এবং বিষরোগীর পক্ষে রাত্র জাগরণ হিতকর জানিবে।

মৈথন গুণ।

ধাতুক্ষয় এবং আপদজনক। অতি মৈথনে,—শ্বাস, কাস, এবং রুক্ষত্ব; উৎপন্ন হয়।

শ্লেষ্মা বিজ্ঞান।

শ্লেষ্মা,—গুরু, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। সেই শ্লেষ্মা মধুর-রসবিশিষ্ট হইলে অবিদাহী এবং লবণ-রসবিশিষ্ট হইলে বিদাহী হয়।

শোণিত বিজ্ঞান।

শোণিতের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। শোণিত উষ্ণ কিম্বা শীতল নহে স্নিগ্ধ রক্তবর্ণ, গুরু, মাংসগন্ধবিশিষ্ট এবং পিত্তের সম বিদাহী গুণবিশিষ্ট হয়।

বায়ু প্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি।

বলিষ্ঠের সহিত ব্যায়াম, অত্যন্ত ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, অধ্যয়ন, পতন, ধাবন, প্রপীড়ন, অভিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন, (জলে থাকা) সন্তরণ, রাত্রি জাগরণ, ভার-বহন; গজ, অশ্ব, রথাদি বাহন কিম্বা পদব্রজে গমন কটু-কষায়, তিক্ত কিম্বা রুক্ষদ্রব্য; লঘু কিম্বা শীতল তেজবিশিষ্ট দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, কোদ্দালক, কোরদূষক শ্যামাধান্য, উড়িধান্য, মুগ, মসূর, অরহর ও কলাই; এই সকল দ্রব্য ভোজন, অনশন, বিপরীত ভোজন; অধিক ভোজন: এবং বাত, মূত্র, পুরীষ, শুক্র, ছর্দ্দি, হাঁচি, উদ্গার এবং অশ্রু আদির বেগ ধারণ; এই সমস্ত কারণ জন্য বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

পিত্ত প্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি।

ক্রোধ শোক, ভয়, চিন্তা, উপবাস অগ্নিদাহ, মৈথুন, উপগমন কিম্বা কটু অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল তৈল, পিণ্যাক, কুলথ, সর্ষপ মসিনা হরিদ্বর্ণ শাক, গোসাপ, মৎস্য, ছাগ কিম্বা মেষমাংস, দধি, ঘোল, দধিমস্তু, ছানা, কাঁজি, সুরা কিম্বা কোন প্রকার মদ্য বিকৃতি এবং অম্ল রস বিশিষ্ট ফল এই সমস্তের দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। বিশেষত উষ্ণক্রিয়া করিলে কিম্বা উষ্ণকাল হইলে, মেঘের অবসান হইলে কিম্বা মধ্যাকাল কিম্বা অর্দ্ধরাত্র হইলে, কিম্বা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার সময়ে পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে।

কফ প্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি।

দিবানিদ্রা, শ্রমাভাব, আলস্য, মধুর-রস, অম্ল রস, লবণরস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল-দ্রব্যবস্থ, হৈমন্তিক ধান্য, যব, মাষ, গোধূম, তিলপিষ্টক দধি, দুগ্ধ, কৃশরা, পায়স, ইক্ষুবিকার, মাংস, বসা, মৃণাল, কেশুর, শীনীকল, মধুর-রসবিশিষ্ট অলাবু, এবং কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতাফল; সম্যক ভোজন অথবা অত্যন্ত ভোজন; এই সমূহের দ্বারা কফের প্রকোপ হইয়া থাকে। বিশেষত শীতল ক্রিয়া করিলে, কিম্বা শীত অথবা বসন্ত ঋতুতে এবং প্রাতঃ

প্রাতঃকালে, সায়ংকালে ও আহারের পরক্ষণে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে।

ঔষধ সংগ্রহার্থ ভূমি বিজ্ঞান।

যে ভূমি শর্করা, প্রস্তর বল্মীক, শ্মশান, আধুনিক দেবায়তন ও বালুকাদির দ্বারা দোষযুক্ত নহে এবং ছিদ্র বিশিষ্ট, লোনা ও ভঙ্গুর নহে অথচ স্নিগ্ধ বৃক্ষলতাদির অঙ্কুর বিশিষ্ট, কোমল, স্থির, সমতল এবং কৃষ্ণ, কিম্বা গৌরবর্ণ বিশিষ্ট, এমত ভূমি হইতে ঔষধ গ্রহণ করা বিধেয়।

ঔষধ সংগ্রহের লক্ষণ।

দোষ হীন ভূমিতে ঔষধ উৎপন্ন হইলেও কৃমি, বিষ, শস্ত্র, সূর্য্যাতপ, বায়ু, অগ্নি ও জলস্রোত আদির দ্বারা অনুপহত, স্বাভাবিক রস যুক্ত পুষ্ট স্থূল ও অবগাঢ় মূল বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করা বিধেয়।

সংশোধনীবর্গ বিজ্ঞান।

ময়নাফল, কুড়চি, দেবতাড়, তিতলাউ, আপাং, কোশাতকী, সর্ষপ, বিডঙ্গ, পিপ্পলী, করঞ্জ, চাকুন্দে, কাঞ্চনবৃক্ষ, শ্বেতকাঞ্চন, নিম্ব, অশ্বগন্ধা, অম্ল-বেতস, বান্ধুলী, অপরাজিতা, সনবৃক্ষ, তেলাকুচ, বচ, রাখালশশা, [illegible] চিতে; এই সকলের দ্বারা শরীরের উর্দ্ধভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ময়নাফল অবধি চাকুন্দে পর্য্যন্ত বৃক্ষ সকলের ফল এবং কাঞ্চন বৃক্ষ হইতে শেষ অবধি বৃক্ষ সকলের মূল গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

তেউড়ি, শ্যামলতা, দন্তী, মুষলীপর্ণী, সাতলা, [illegible], দেবদালী, গোমুক, বিষধড়ক, মনসাসিজ, স্বর্ণক্ষীরীকা, চিত্রক, আপাং, কুশ, কাশ, লোধ, কমলাগুড়ি, পটোলমূল, পাটলি, গুবাক, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, নীলী, সোঁদাল, এরণ্ড, করঞ্জ, পাঁকুড়, ছাতিম, অর্ক এবং নকটকী এই সকলের দ্বারা শরীরের অধোভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে তেউড়ি হইতে কাশ পর্য্যন্ত সমূহের মূল এবং লোধ হইতে পাটলি পর্য্যন্ত দ্রব্যের ত্বক, কমলাগুড়ি চূর্ণ, গুবাক হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত দ্রব্যের ফল, করঞ্জ এবং সোঁদালের পত্র, এবং অবশিষ্ট বৃক্ষাদির ক্ষীর লওয়া ব্যবস্থেয়।

কোশাতকী, সপ্তলা শঙ্খিনী, দেবদালী ও করলা; ইহাদিগের দ্বারা ঊর্দ্ধ এবং অধ উভয় ভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের রস গ্রহণ ব্যবস্থেয়।

পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, আপাং, সজিনা, শ্বেতসর্ষপ, শিরীষ, মরিচ, করবীর, বিম্বী, অপরাজিতা, আপাং, বচ, নকটনী, করঞ্জ, অর্ক, শ্বেত আকন্দ, রসুন, আতইচ, শুণ্ঠী, তালীশ, তমাল, রাস্না, বাবুই তুলসী, ইঙ্গুদী, টাবালেবু, মুরঙ্গী, পীলুজাতী, শাল, তাল, মধুক, লাক্ষা, হিঙ্গু, লবণ, মদ্য, গোময়রস এবং গোমূত্র। এই সকল শিরোবিরেচক। এই সকলের মধ্যে পিপ্পলী হইতে মরিচ পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমস্তের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমস্তের মূল, শ্বেত আকন্দ হইতে শুণ্ঠী পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমস্তের কন্দ, তালীশ হইতে বাবুইতুলসী পর্য্যন্ত উদ্ভিদ সমস্তের পত্র, ইঙ্গুদী ও মেষশৃঙ্গের ত্বক, টাবালেবু মুরঙ্গী ও পীলুজাতির পুষ্প, শাল, তাল, ও মধুকের সার, এবং হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্য্যাস গ্রহণ প্রশস্ত। লবণ আদি দ্রব্যে পার্থিব পদার্থ বিশেষ, মদ্য শব্দে আসবদ্রব্য বিশেষ ও গোমূত্র এবং গোময় রসকে মল কহে।

সংশমনী দ্রব্য কথন।

বাত-সংশমনী বর্গ।

দেবদারু, কুড়, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশৃঙ্গি, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, নীল ঝিণ্টী, গণিকারিকা, ভবানস্তু, সল্লকী, পারুল, অর্জ্জুনবৃক্ষ, পীতঝিণ্টী, শুলফা, এরণ্ড, পাথর-কোড়, অর্ক, শ্বেত-অকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা, সাম্ভার-লবণ, গজ পিপ্পলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামনহাটী, কার্পাস, বিচুটি, শালিঞ্চা-শাক, যব, কোল, কুলত্থ আদি এবং বিদারি গন্ধাদিগণ, স্বল্প এবং বৃহৎ পঞ্চমূলী এই সকল সামান্যতঃ বাত-সংশমনীবর্গ।

পিত্ত-সংশমনী বর্গ।

চন্দন, রক্তচন্দন, বালা, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ভূঁইকুষ্মাণ্ড, শঙ্খমূলী, পিয়ঙ্গু, শৈবাল, শ্বেতশুঁদী, কুমুদ, পদ্ম, কদলী, পদ্মবীজ,

তিক্ত-রস গুণ।

তিক্তরস,—ছেদনকর, রুচিকর, দীপ্তিকর, শোধনকর; কণ্ডু, কোঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা এবং জ্বরের শান্তিকর; স্তন্য-শোধনকর এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়ের শোষণকর।

এই তিক্তরস অত্যর্থ সেবন করিলে শরীরের স্পন্দরহিত, মন্যাস্তম্ভ, হস্ত পদাদির আক্ষেপ, শিরঃশূল, ভ্রম, তোদ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্য উৎপন্ন হয়।

কষায়-রস গুণ।

কষায়রস,—মল, মূত্র এবং রক্তাদি রুদ্ধকর, ব্রণের পূরণকর, শুক্রকর-শোধনকর, লেখনকর, শোষণকর, পীড়নকর ও ক্লেদশোষণকর। এই কষায়-রস অত্যর্থ সেবন, হৃৎপীড়া, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাক্‌রোধ, মন্যাস্তম্ভ, অঙ্গস্ফুরণ, কর্ণে চুম চুম শব্দ শ্রবণ এবং আক্ষেপ ও আকুঞ্চন প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

ষড়-বর্গ বিজ্ঞান।

মধুর-বর্গ।

কাকোল্যাদিগণ, দুগ্ধ ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, ষাটিধান্য, যব, গোধূম, মাষকলাই, পানিফল কেসুর, শশা, গোমুক, কর্কটি, অলাবু, তরমুজ কতকফল গিলোড্য (জম্বীরবিশেষ) পিয়াল, পদ্মবীজ, গাম্ভারীফল, মৌল-দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, ক্ষীরাই, তাল, নারিকেল, ইক্ষু বিকার, পীতবেড়েলা, শ্বেত-বেড়েলা, শালকুশী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পয়সা, গোক্ষুরী, মুর্ব্বালতা, মহুরি ও কুষ্মাণ্ড আদি; এই সকলকে সামান্যতঃ মধুরবর্গ বলা যায়।

অম্ল-বর্গ।

দাড়িম, আমলকী, জম্বীর, আমড়া, কপিত্থ, পানিআমলা, বড় কুল, তিন্তিড়ী, কোশাম্র, কামরঙ্গ, তিন্দুক, বেত্রফল, মাদার অম্লবেতস, জম্বীর (গোড়া লেবু) দধি, তক্র, সুরাবিশেষ, সাধারণ অম্লরস; কাঁজী, তুষোদক ধান্যাম্লাদি; এই সকলকে সামান্যতঃ অম্লবর্গ বলা যায়।

লবণ বর্গ।

সেন্ধব, স্বচ্ছ, বিট্‌, পাক্য, সাম্ভরী, সামুদ্র, পাক্তিম, যবক্ষার, উষক্ষার ও সুবর্চিকাদি এই সকলকে সামান্যতঃ লবণবর্গ বলা যায়।

কটু বর্গ।

পিপ্‌পল্যাদি, সুরসাদি, শিগ্রু, মধুশিগ্রু, রশুন, সুমুখ (শ্বেত তুলসী), মৌরী, কুড়, দেবদারু, রেণুক, সোমরাজীফল; মুথা, কাঁচড়, মুষাকানী, গুগ্‌গুল, সোনাপাত ও পীলু আদি, এই সকলকে প্রায় কটুবর্গ বলা যায়।

তিক্ত-বর্গ।

আরগ্বধাদিগণ, গুড়ুচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বরুণবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরহুলী, মূষিকপর্ণী, তেউড়ী, ঘোষাফল, কর্কোটক, কাকরোল, করেলা, বর্ত্তকু, করীর, করবীর, মালতী, শঙ্খহুলী, অপামার্গ, বালা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা, বিভূতি এবং জ্যোতিষ্মতি লতাদি; এই সকলকে সামান্যতঃ তিক্তবর্গ কহে।

কষায়-বর্গ।

ন্যগ্রোধাদিগণ, অম্বষ্ঠাদিগণ, প্রিয়ঙ্গু আদিগণ, রোধ্রাদিগণ, ত্রিফলা, জাম, বকুল, তিন্দুক, কতকশাক, পাষানভেদী, পুষ্পহীন বৃক্ষের ফল এবং ধুনাদি; এই সকল গুলি প্রায় কষায়বর্গ। [illegible], কাঞ্চনবৃক্ষ, জীবন্তী, চিল্লী পালঙ্ক, সুষুনিশাকাদি এবং উড়িধান্যাদি; এই সকলকে সামান্যতঃ কষায়বর্গ বলে।

জলবিজ্ঞান।

আকাশ হইতে যে জল বর্ষণ হয়, তাহা অমৃত তুল্য, জীবনীয় তৃপ্তিকর, ধারক, আশ্বাসজনক, শমন এবং ক্লান্তি; তৃষ্ণা, মদ, মূর্চ্ছা; তন্দ্রা, নিদ্রা এবং দাহের শান্তিকর এবং একান্ত হিতকর জানিবে।

ভৌমজল।

ভৌমজল,—সাতপ্রকার। যথা। কূপের জল, নদীরজল, সরোবরের জল, পুষ্করিণির জল, প্রস্রবণেরজল, উদ্ভিদজল, এবং ক্ষুদ্রকূপেরজল। বর্ষাকালে—আন্তরীক্ষ এবং ঔদ্ভিদজল সেবন করাই বিধেয়, ইহা বিশেষ উপকারী জানিবে।

ঋতুভেদে জলগুণ।

বর্ষ কালের জল;—গুরুপাক, মধুর এবং সারক; শরৎকালের জল,—লঘুপাক; হেমন্তকালের জল,—স্নিগ্ধ বলদায়ক, ধাতুপোশক, এবং গুরুপাক; শিশির কালের জল,—কফ এবং বায়ুনস্টকর এবং হেমন্তকালাপেক্ষা লঘুপাক; বসন্তকালের জল;—কষায়, মধুর এবং রুক্ষ এবং গ্রীষ্মকালের জল,—পাচক।

শরৎকালে,—সমস্ত জলই নির্ম্মল হয়, শরৎকালে সকল জলই সেবন করিতে পারা যায়।

হেমন্তকালে,—সরোবর এবং পুষ্করিণীর জল সেবন করাই কর্ত্তব্য। বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে,—প্রস্রবণ ও কূপের জল সেবন করিবে। প্রাবৃটকালে,—ক্ষুদ্র কূপের জল এবং নূতন বৃষ্টির জল না হইলে সকল জলই সেবনীয় হইয়া থাকে।

বিকৃতজল।

কীট, মূত্র, বিষ্ঠা, শব কিম্বা বিষ, দ্বারা দুষ্ট অথবা তৃণ পত্রাদির দ্বারা দূষিত যে নূতন জল; তহাতে যে ব্যক্তি অবগাহন করে কিম্বা সেই জল পান করে, তাহার বাহ্যিক এবং আন্তরিক বিবিধ প্রকার রোগোৎপন্ন হয়।

—যে জল শৈবাল পঙ্ক, তৃণ ও পদ্মপত্রাদির দ্বারা আচ্ছন্ন জ্যোৎস্না রৌদ্র এবং বায়ুর দ্বারা সেবিত নহে এবং গন্ধ, বর্ণ এবং রসবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুর, অম্ল কিম্বা লবনাদির আস্বাদনবিশিষ্ট, সেই জলকে বিকৃত জানিতে হইবে। সেই জল স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ বীর্য্য এবং বিপাক; এই ছয় প্রকার দোষ যুক্ত হয়। খরতা পিচ্ছিলতা; উষ্ণতা এবং দন্তগ্রাহিতাই জলের স্পর্শদোষ; পঙ্ক সিকতা, শৈবাল ও বিবিধ বর্ণ হওয়াই জলের রূপ দোষ

মধুর অম্ল ও লবণাদি কোন প্রকার আস্বাদ থাকাই রসদোষ, কোনরূপ গন্ধ থাকাই গন্ধদোষ; পান করিলে,—পিপাসা, গুরুতা, শূল এবং কফ-প্রসেক জন্মিলে বীর্য্যদোষ, এবং অধিক বিলম্বে পরিপাক হইলে কিম্বা চার হইয়া থাকিলে বিপাক দোষ জানিতে হইবে। আন্তরিক্ষজল—সর্ব্ব প্রকার দোষ রহিত।

শোধিত জল।

দোষিত জল হইলে অগ্নিতে কিম্বা সূর্য্যকিরণে সিদ্ধকর তপ্ত লৌহ-পিণ্ড বালুকা, কিম্বা ইষ্টপিণ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া শীতল করিবে, এবং নাগকেশর, চম্পক, উৎপল এবং পাটল পুষ্পাদির দ্বারা তাহা অধিবাসিত করা বিধেয়।

জলের লঘু গুরু এবং দোষাদোষ কথন।

যে নদী পশ্চিম বাহিনী তাহার জল লঘু বলিয়া সেব্য জানিবে।

যে নদী পূর্ব্বাবাহিনী তাহার জল গুরু বলিয়া সেবন যোগ্য নহে।

যে নদী দক্ষিণ বাহিনী তাহার জল লঘু কিম্বা গুরু নহে।

যে সমস্ত নদী সহ্য-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ ও পাণ্ডু রোগ উৎপন্ন হয়।

যে সকল নদী মলয়-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে কৃমি রোগোদ্ভব হয়।

যে সকল নদী মহেন্দ্র পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে শ্লীপদ এবং উদর রোগোদ্ভব হয়।

হিমবান পর্ব্বত হইতে যে নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে হৃদ্রোগ, শ্বয়থু, শিরোরোগ, শ্লীপদ এবং গলগণ্ড রোগোদ্ভব হয়।

যে নদী পারিপাত্র-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার জলে কলা রোগোদ্ভব হয়।

নদী বেগবতী হইলে কিম্বা জল নির্ম্মল হইলে লঘু হইয়া থাকে। মন্দগামী এবং তজ্জন্য শৈবাল সঙ্কিত হইয়া দোষিত হইলে জল গুরু

হয়। যে নদী মরুভূমিতে প্রবাহিত তাহার জল প্রায় তিক্ত এবং লবণ রসযুক্ত, ঈষৎকষায় ও মধুর রস হইয়া থাকে এবং লঘু ও বলের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

জল গ্রহণ করিবার কাল কথন।

সর্ব্বপ্রকার ভৌমজল প্রাতে গ্রহণ করাই বিধেয়, যে হেতু তৎকালে জল নির্ম্মল এবং শীতল থাকে। নির্ম্মল এবং শীতল, জলের এই দুইটী পরম গুণ জানিবে।

যে জলে দিবারাত্রে সূর্য্য এবং চন্দ্রের কিরণ পতিত হয়, সেই জল কফ কিম্বা নেত্ররোগকারী নহে। সেই জলকে বরষার জলের সম গুণকারী বলা যায়।

বৃষ্টি জল গুণ।

বৃষ্টির জল ত্রিদোষের শান্তিকর, বলপ্রদ, রসায়ন, মেধাজনক রক্ষোঘ্ন, শীতল প্রফুল্লকর এবং জ্বর, দাহ এবং বিষরোগের শান্তিকর জানিবে। বৃষ্টির জল পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা বিধেয়।

চন্দ্রকান্ত (প্রসিদ্ধ মণি বিশেষ) হইতে যে জলোৎপন্ন হয়, সেই জল পিত্তঘ্ন এবং বিমল, এবং মূর্চ্ছা, পিত্ত উষ্ণ হইয়া দাহ উৎপত্তি হইলে, বিষ-রোগ, রক্তসম্বন্ধীয়-রোগ, উন্মাদ রোগ, ভ্রম, ক্লান্তি, তমকশ্বাস বমন-রোগ এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত, এই সকলে শীতল জলই প্রশস্ত। পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে, বাতরোগে, গলদেশের রোগে, আধ্মানে, মূত্রকাচ্ছ্রে এবং নবজ্বর হইতে সদ্যমুক্ত হইলে, হিক্কা-রোগে অথবা স্নেহ দ্রব্য পান করিলে শীতল জল পরিত্যাগ করা বিধেয়।

নদীর জল,—বায়ুবর্দ্ধনকর, রুক্ষ, অগ্নির দীপ্তিকর, লঘু এবং লেখন-কর; নদীর জল মধুর-রসবিশিষ্ট এবং গাঢ় হইলে নেত্র রোগকারী, গুরু এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধনকর জানিবে।

সরোবরের জল,—পিপাসা-শান্তিকর, বলকর, কষায়, মধুর এবং লঘু।

তড়াগের জল,—বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় এবং কটুপাক।

বাপীর জল,—বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, সক্ষার, কটু এবং পিত্তবর্দ্ধন-কর।

কূপের জল,—সক্ষার, পিত্তবর্দ্ধনকর, কফঘ্ন, অগ্নির দীপ্তিকর এবং লঘু।

ক্ষুদ্র কূপের জল,—অগ্নিকর, কফঘ্ন, মধুর অথচ পিত্তকর নহে।

ঝরণার জল,—কফঘ্ন, অগ্নিকর দীপ্তিকর হৃদ্য এবং লঘু।

উদ্ভিদ-জল—মধুর, পিত্তঘ্ন এবং অবিদাহী।

বৃহৎ কূপের জল,—কটু, সক্ষার, কফঘ্ন, লঘু এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

ক্ষেত্রের জল,—মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক।

ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল,—মধুর, গুরু এবং দোষবর্দ্ধক।

সমুদ্রের জল—আমিষ-গন্ধ, লবণ রসবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার দোষবর্দ্ধনকর।

অনূপ দেশের জল (জলাভূমির জল)—বহু প্রকার দোষকর, নেত্ররোগকর এবং গর্হিত।

জঙ্গল প্রদেশের জল,—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার [illegible] রহিত, [illegible] গুণবিশিষ্ট, বিদাহী ও [illegible] প্রশমিকর, [illegible] এবং লঘু।

উষ্ণ জল পাক।

যত জল পাক করিবে, তাহার অৰ্দ্ধাবশিষ্ট কিম্বা পাদাবশিষ্ট অথবা পাদহীন করিলে, তাহাকে উষ্ণোদক বলে।

উষ্ণজলের গুণ।

পাদহীন উষ্ণোদক,—বায়ু নষ্টকর; অর্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণোদক,—পিত্ত নষ্টকর এবং পাদবশিষ্ট উষ্ণোদক,—কফ নষ্টকর, লঘুপাক এবং অগ্নির বৃদ্ধিকর। শিশির কালে,—পাদহীন উষ্ণোদক; বসন্ত কালে,—পাদবশেষ, এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে,—অৰ্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণোদক ব্যবহার করা বিধেয়; বিশেষতঃ বর্ষাকালে জল দোষিত হয় বলিয়া তৎকালে অৰ্দ্ধাবশিষ্ট উষ্ণোদক পান করিবে।

দিবাপক্ক জল দিবাতে এবং রাত্রিপক্ক জল রাত্রে পান করা কর্ত্তব্য। উষ্ণোদক সকল ঋতুতেই পথ্য। উষ্ণোদক—কাস, জ্বর, কোষ্ঠবদ্ধ,—কফ, বায়ু এবং আমদোষ নষ্টকর; পাচক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সকল প্রকার শ্লেষ্মা-

নাশক এবং বায়ুর সমতাকারক। রাত্রিকালে উষ্ণোদক পান করিলে, ও এবং আশু অজীর্ণাদি রোগ উপশমিত হয়।

উষ্ণোজল সিদ্ধ হইয়া বেগহীন, ফেনাহীন, নির্ম্মল এবং লঘু হইলে এ চতুর্থাংশের একাংশ অবশিষ্ট থাকিলে গুণকারী হয়।

বাসি উষ্ণজল, অম্ল কৃত হইয়া হৃদয়দেশে শ্লেষ্মার সঞ্চয় করে।

নারিকেল জল গুণ।

স্নিগ্ধ, স্বাদু, হিম, মুখপ্রিয়, অগ্নিকর, বস্তিশোধনকর, বৃষ্য, তেজস্কর পিত্তজন্য পিপাসার শান্তিকর এবং গুরু।

কোমল নারিকেল জল,—পিত্তঘ্ন অথচ ভেদক। পক্ক অর্থাৎ ঝুনা নারিকেলের জল,—গুরুপাক, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং কোষ্ঠবর্দ্ধক। শীতকালের নারিকেল জল,—মদমত্ততা, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, পিত্তজ্বর, শ্রমজন্য গ্লানি, তৃষ্ণা, দাহ এবং বিষনাশক; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগে নারিকেল জল মহৌষধির সম হয় এবং জীর্ণতেও ফলদায়ক হইয়া থাকে। আহার কালীন নারিকেল জল পান করিলে বায়ুর সমতা হয় কিন্তু নিশিভোজনান্তে অদ্ধরাত্রের পরে পান করা বিধেয় নহে।

দুগ্ধ বিজ্ঞান।

গো, ছাগী, উষ্ট্রী, মেষী, মহিষী, অশ্বিনী, নারী এবং হস্তিনী; ইহারা নানারূপ ঔষধ ভক্ষণ করে, তজ্জন্য ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন, স্বাস্থ্যজনক, গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সারক, এবং মৃদু হইয়া থাকে। দুগ্ধ,—বিবিধ রোগ শ্রম এবং ক্লমাদির শান্তিকর, পাপনাশক, বলকর, বৃষ্য, বাজীকর, রসায়ন, মেধাজনক, সন্ধানস্থাপন, বয়স্থাপনা (শরীর জীর্ণ হয় না) আয়ুষ্কর, জীবনীয় পুষ্টিকর, বমন এবং বিরেচনের তুল্য হিতকর এবং ওজঃবর্দ্ধন করে।

গাভিদুগ্ধ গুণ।

গাভীদুগ্ধ,—নেত্রের রোগকারী নহে, স্নিগ্ধ, গুরু; রসায়ন, রক্তপিত্তঘ্ন, শীতল, রসে ও পাকে মধুর, জীবনীয় এবং বাতপিত্তঘ্ন।

ছাগীদুগ্ধ গুণ।

ছাগীদুগ্ধ,—গাভীদুগ্ধ সম গুণবিশিষ্ট, সকল রোগের বিশেষতঃ শোষ-রোগে বিশেষ হিতকর।

উষ্ট্রী দুগ্ধ গুণ।

উষ্ট্রী দুগ্ধ,—রুক্ষ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ লবণ-রসবিশিষ্ট, অম্ল এবং লঘু। শোফ, গুল্ম, উদর, অর্শ, কৃমি কুষ্ঠ এবং বিষ, এই সকল রোগে উষ্ট্রী দুগ্ধ বিশেষ হিতকারী।

মেষীদুগ্ধ গুণ।

মেষীদুগ্ধ,—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও পিত্ত-শ্লেষ্মাজনক। মেষদুগ্ধ কেবল বাতজ কাসরোগে ব্যবহার্য্য।

মাহিষদুগ্ধ গুণ।

মাহিষদুগ্ধ,—অতিশয় নেত্ররোগকর, মধুর, অগ্নিনাশক, নিদ্রাকর, শীতল কর এবং গব্যদুগ্ধাপেক্ষা স্নিগ্ধতর।

একশফ গুণ।

যাহাদিগের খুর দ্বিখণ্ডিত নহে, তাহাদিগকে একশফ কহে অর্থাৎ গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর-শরভ এবং চমরী। যথা।

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌর শরভশ্চমরী তথা।
এতেচৈকশফাঃ ক্ষত্ত শৃণু পঞ্চ নখান্ পশূন্!

একশফ জন্তুর দুগ্ধ—উষ্ণ, বলকর, হস্তপাদের বাতরোগঘ্ন, মধুর অম্ল এবং পশ্চাৎ লবণ-রসবিশিষ্ট, রুক্ষ এবং লঘু।

নারীদুগ্ধ গুণ।

নারীদুগ্ধ,—মধুর পশ্চাৎ কষায়, হিম, জীবনীয়, লঘু ও অগ্নির দীপ্তি কর।

হস্তিনীদুগ্ধ গুণ।

হস্তিনীদুগ্ধ,—মধুর পশ্চাৎ কষায়, তেজস্কর, গুরু, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর এবং বলকর।

প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হয়। অপরাহ্নকালের দুগ্ধ বায়ু অনুলোমকর, শ্রান্তিনাশক এবং চক্ষুর দীপ্তিকারী।

কাঁচাদুগ্ধ প্রায় ভার এবং নেত্রের রোগকারী। দুগ্ধ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে লঘু হয়। অপর দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট, দোহনের পশ্চাৎ শীতল হইলে বিপরীত গুণ হইয়া থাকে।

নারির দুগ্ধ অপক্ক বস্থায় হিতকর।

সকল প্রকার দুগ্ধ অধিক সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর হয়।

দুগ্ধে অনিষ্ট গন্ধ কিম্বা অম্লরস জন্মিলে অথবা তাহা বিবর্ণ, বিরস, লবণ-যুক্ত কিম্বা বিগ্রথিত (ছিঁড়ে যাওয়া) হইলে পরিত্যাজ্য জানিবে।

দধি বিজ্ঞান।

দধি ত্রিবিধ। যথা; মধুর, অম্ল এবং অত্যম্ল। সর্ব্বপ্রকার দধিই পশ্চাৎ কষায়। দধি,—স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, পীনস, বিষম জ্বর, অতিসার, অরুচি এবং মূত্র-কৃচ্ছ্ররোগের শান্তিকর, বৃষ্য, প্রাণকর এবং মঙ্গলজনক।

মধুর-রস দধি,—নেত্ররোগ উৎপাদক এবং কফ ও মেদের বৃদ্ধিকর; অম্ল-রস দধি,—শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর, এবং অত্যম্ল-রস দধি,—রক্ত দুষ্টকর জানিবে।

দধি মন্দজাত হইলে অর্থাৎ উত্তমরূপে না বসিলে,—বিদাহী হয় অর্থাৎ গলা জ্বলে এবং মল, মূত্র, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গব্যদধি গুণ।

গব্যদধি,—স্নিগ্ধ, মধুর, অগ্নিকর, বলকর, রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি গুণ।

ছাগদধি,—লঘু, কফ-পিত্ত এবং বাতজকর রোগঘ্ন, অর্শ, শ্বাস এবং কাস রোগের হিতকর এবং অগ্নি বর্দ্ধনকর।

মাহিষদধি গুণ।

মাহিষদধি,—মধুর, তেজস্কর, বায়ু পিত্তের শান্তিকর, কফবর্দ্ধনকর এবং স্নিগ্ধ।

উষ্ট্রীদধি গুণ।

উষ্ট্রদধি,—পাকে কটু রস, ক্ষারযুক্ত, গুরুপাক এবং ভেদকর, বাত, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদরী রোগঘ্ন।

মেষদধি গুণ।

মেষদধি,—বাতশ্লেষ্মা এবং অর্শরোগের প্রকোপকর, রসে এবং পাকে মধুর, চক্ষুরোগের এবং দোষের বর্দ্ধনকর।

অশ্বিনীদধি গুণ।

অশ্বিনীদধি,—অগ্নিকর, নেত্রের অহিতকর, বাতবর্দ্ধনকর, রুক্ষ, উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মূত্রঘ্ন।

নারিদধি গুণ।

নারীদধি,—স্নিগ্ধ, বিপাকে মধুর বলকর, তর্পণকর, আর চক্ষুর হিতকর ও দোষঘ্ন।

হস্তিনীর দধি গুণ।

হস্তিনীর দধি,—লঘুপাক, কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, অজীর্ণকর এবং মূল, বর্দ্ধনকর।

গব্যাদি যে সমস্ত দধির বিষয় বলা হইল, তাহার মধ্যে গব্যদধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গব্যদধি,—স্বাদু ও পরিশ্রুত অর্থাৎ বস্ত্রে ছাঁকিত হইল শরীরের পুষ্টিসাধন করে, বায়ুর শান্তি করে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি করেনা।

পক্বদুগ্ধের দধিগুণ।

সিদ্ধ দুগ্ধে যে দধি উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু পিত্তঘ্ন, রুচিকর এবং ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর।

দধির সর গুণ।

দধির সর,—গুরুপাক, তেজস্কর, বায়ুর শান্তিকর, অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর।

অসার দধি গুণ।

দধি অসার হইলে অর্থাৎ স্নেহযোগ না থাকিলে,—রুক্ষ, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধনকর, অগ্নিকর, লঘু, কষায় এবং রুচিকর জানিবে।

দধির মাত গুণ।

দধির মাত অথবা দধি নিঃসৃত জল,—তৃষ্ণা এবং ক্লান্তিহারক, লঘু শরীরের দ্বার শোধনকর অম্ল, কষায়, মধুর; বাতকফঘ্ন কিন্তু বৃষ্য নহে। প্রহ্লাদকর, মলের ভেদকর, বলকর এবং রুচিকর।

দধি যদিচ ত্রিবিধ কিন্তু প্রকার ভেদ সপ্ত প্রকার জানিতে হইবে যথা; স্বাদু, অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত পক্বদুগ্ধজাত, দধি-রস, এবং অসার দধি; এই সপ্তপ্রকারই লিখিত হইল।

দধিবিজ্ঞান সমাপ্ত।

তক্র বিজ্ঞান।

তক্র,—মধুর এবং অম্ল রসবিশিষ্ট এবং পশ্চাৎ কষায়। শুক্র,—উষ্ণবীর্য্য লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকর; গরল শোফ, অতিসার, গ্রহণী পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমন, প্রসেক, শূল মেদ শ্লেষ্মা ও বায়ু; এই সকল রোগঘ্ন; পাকে মধুর, সুখপ্রিয়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পান কিম্বা ভক্ষণ জনিত রোগ হইলে তাহার শান্তিকর; তেজের উদ্দীপক নহে।

তক্র গুণ।

অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রিত যে দধি হবতে নবনীত গ্রহণ করা যায়, সেই দধি অতি গাঢ় কিম্বা অত্যন্ত তরল না হয় তাহাকে তক্র কহে।

জলরহিত দধি মন্থন করিয়া নবনীত গ্রহণ করিলে, সেই দধিকে ঘোল কহে। সেই ঘোল ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে, এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্ত পিত্তরোগে এবং গ্রীষ্মকালে সেব্য নহে। অগ্নিমান্দ্যে, কফজরোগে, ইন্দ্রিয় দ্বারের অবরোধে অর্থাৎ মলমূত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্য সরল না থাকিলে এবং বায়ু দুষ্ট হইলে ও শীতকালে বয়ু সেব্য জানিবে।

তক্র মধুর হইলে,—শ্লেষ্মা কুপিত ও পিত্তের শান্তি হয়; অম্ল হইলে,—বায়ুর শান্তি ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়।

বায়ুর প্রকোপে অম্লরস বিশিষ্ট তক্র সৈন্ধবের সহিত সেবন বিধেয়। পিত্তের প্রকোপে মধুর রস বিশিষ্ট তক্র শর্করা সংযোগে সেব্য এবং কফের প্রকোপে শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ এবং যবক্ষার যোগে তক্র সেবন বিধেয়।

তর্ককুচ্চিকা গুণ।

তর্ককুচ্চিক অর্থাৎ ছানা,—মল মূত্র রোধক, বায়ুবৃদ্ধিকর, কফ এবং অতিশয় গুরুপাক।

তক্রাপেক্ষা-মণ্ড (ঘোলের) এবং ছানা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর।

কিলাট গুণ।

(অর্থাৎ ক্ষীর) গুরুপাক, বাতল, পুংস্ত্ব বৃদ্ধিকর এবং নিদ্রাপ্রদ।

সদ্য প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এবং মোরট গুণ।

মধুর, পুষ্টিকর, এবং তেজস্কর।

সদ্যোজাত নবনীত গুণ।

লঘু, কোমল, মধুর, কষায়, ঈষৎ অম্ল, শীতল, [illegible], বীর্য্য বৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, মলমূত্রসংগ্রাহক, বায়ুপিত্তঘ্ন, তেজস্কর, অগ্নিমান্দ্য ও ক্ষয়কাস, শ্বাস, ব্রণ এবং অর্শরোগের শান্তিকর, কফ এবং মেদের অধিক বর্দ্ধনকর, বলকর; পুষ্টিকর এবং শোষরোগনাশক। সদ্যোজাত নবনীত বালকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর জানিবে।

অপক্ক দুগ্ধজাত নবনীত গুণ।

অত্যন্ত স্নিগ্ধকর, মধুর, শীতল, কোমলতা সম্পাদক, [illegible], দীপ্তিকর, মলের সংগ্রাহক, রক্তপিত্ত এবং চক্ষুরোগের শান্তিকর এবং [illegible]কর।

দুগ্ধের সর গুণ।

বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর, বলকর, তেজস্কর, স্নিগ্ধকর, রুচিকর, [illegible], পাকে মধুর, রক্তপিত্তের শান্তিকর এবং গুরুপাক।

পূর্ব্বোক্ত দধি, তক্র এবং নবনীত প্রভৃতির মধ্যে গব্যই উৎকৃষ্ট; ছাগমহিষাদির দুগ্ধে যে সকল দধি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য স্ব স্ব দুগ্ধের গুণানুরূপ কার্য্যকর জানিবে।

যে যে রোগে দধি দেওয়া যায়।

পীনসরোগে, অতিসার রোগে, শীত-জ্বরে, বিষম-জ্বরে, অরুচিতে, মূত্রকৃচ্ছ্রে এবং ক্ষীণ রোগে, বিবেচনানুসারে দধি দেওয়া যাইতে পারে। শরৎকালে, গ্রীষ্মকালে এবং বসন্তকালে প্রশস্ত, কিন্তু রক্তপিত্তাধিকারে এবং কফেতে দধি দেওয়া বিধেয় নহে।

যে যে রোগে তক্র দেওয়া যায়।

শোথরোগে, উদরীরোগে, অর্শরোগে, গ্রহণী রোগে, মূত্রাঘাতরোগে, অরুচিতে, পাণ্ডুরোগে এবং বিষরোগে বিবেচনানুসারে তক্র দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষয়রোগে এবং দুর্ব্বল রোগে তক্র দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফরোগে, উদরকম্পরোগে এবং দুষ্ট বায়ু জন্য পথরোধ রোগেও তক্রবিবেচনা পূর্ব্বক দেওয়া বিধেয়।

ঘৃত বিজ্ঞান।

ঘৃত।—সৌম্য, শীতবীর্য্য, মৃদু, মধুর, অল্প, অভিষ্যন্দি, স্নিগ্ধকর, উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, মৃগী, শূল, জ্বর, আনাহ ও বাত-পিত্তের শান্তিকর, অগ্নির দীপ্তিকর, স্মৃতি মতি, মেধা, কান্তি, স্বর, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, তেজঃ, বল এবং আয়ুর বর্দ্ধনকর শুক্রধাতু বর্দ্ধনকর, পবিত্র, বয়ঃস্থাপক (শরীর সবল থাকে) গুরুপাক, দৃষ্টি-হিতকর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধনকর, পাপ ও অলক্ষ্মী শান্তিকর, বিষঘ্ন ও ক্ষয়-নাশক।

গব্যঘৃত গুণ।

পরিপাকে মধুররস, শীতল, বাত-পিত্ত ও বিষঘ্ন, দৃষ্টির হিতকারী, বলকর এবং গুণে সর্ব্বপ্রকার ঘৃতাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ছাগাঘৃত গুণ।

অগ্নিকর, দৃষ্টির হিতকর, বলবর্দ্ধনকর, কাস, শ্বাস এবং ক্ষয়রোগের উত্তম পথ্য এবং লঘুপাক।

মাহিষঘৃত গুণ।

মধুর-রস গুরুপাক-রক্ত-পিত্তঘ্ন শ্লেষ্মাকর, বাতপিত্তের শান্তিকর এবং শীতল।

মেষী ঘৃত গুণ।

লঘু, পিত্তের প্রকোপকর নহে; কফরোগে, বায়ুরোগে, যোনি দোষে, শোষরোগে এবং কম্পো-বিশেষ হিতকর।

একশফ জন্তুর ঘৃত গুণ।

লঘু, উষ্ণবীর্য্য কষায়, কফঘ্ন, অগ্নির দীপ্তিকর এবং মূত্ররোধকর।

নারী দুগ্ধের ঘৃত।

অমৃত তুল্য, অগ্নি ও শরীরের বর্দ্ধনকর, লঘু এবং বিষের শান্তিকর।

হস্তিনীর ঘৃত গুণ।

কষায়, মল-মূত্ররোধক, তিক্ত, অগ্নিকর, লঘু; কফ, কুষ্ঠ, বিষ ও কৃমির হিতকারী।

ক্ষীর ঘৃত গুণ।

মলরোধক, রক্তপিত্ত, ভ্রম এবং মূর্চ্ছার শান্তিকর এবং চক্ষুরোগের হিতকর।

ঘৃতের মল গুণ।

মধুর, সারক, যোনিশূল, কর্ণশূল, নেত্রশূল এবং শিরঃশূলের শান্তিকর। ঘৃতের মল,—বস্তিক্রিয়া, নস্য এবং অক্ষিপূরণে উপদিষ্ট হয়।

পুরাতন ঘৃত গুণ।

সারক, পরিপাকে কটু-রস, ত্রিদোষনাশক, মূর্চ্ছা, মেদ, উন্মাদ, উদর-রোগে, জ্বর, গরল, শোফ, মৃগী এবং যোনিশূল, কর্ণশূল ও নেত্রশূলের শান্তিকর এবং অগ্নির দীপ্তিকর। পুরাতন ঘৃত—বস্তিক্রিয়া, নস্য এবং অক্ষি-পূরণেও উপদেশ করা গিয়া থাকে।

পুরাতন ঘৃত,—তিমির, শ্বাস, পীনস ও জ্বর-কাসের শান্তিকর, এবং মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ; বিষ, উন্মাদ, গ্রহ এবং অপস্মারনাশক।

একাদশ শত বৎসরের রক্ষিত পুরাতন ঘৃতকে কুম্ভসর্পি কহে, তাহা রক্ষোঘ্ন; উহাপেক্ষা অধিক কালের রক্ষিত ঘৃতকে মহাঘৃত কহে। মহাঘৃত কফঘ্ন এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর; পবিত্র, মেধাজনক এবং তিমিরনাশক; এই ঘৃত সকল প্রাণির শান্তিকর।

তৈল বিজ্ঞান।

স্নেহ,—আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পাকে মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, প্রীণন, ব্যবায়ি, সূক্ষ্ম, বিশদ, গুরু, সারক, বিকাসি, তেজস্কর ত্বক্‌কর প্রসন্নতা সম্পাদক, মেধা, দেহের কোমলতা এবং মাংসের দৃঢ়তাকারী, বর্ণকর, বলকর, দৃষ্টির হিতকর, মূত্ররোধক, লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাত কষায়, পাচক, বাতশ্লেষ্মাহারী, কৃমিনাশক; শীত-পিত্তজনক নহে; যোনিশূল, শিরঃশূল এবং কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভাশয়ের শোধনকর, ছিন্ন ভিন্ন উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, চ্যুত, মথিত, ক্ষত, পিচ্চিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, ক্ষারদগ্ধ, অগ্নিদগ্ধ বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, দুর্ভগ্ন, মৃগ, ব্যালাদি কর্ত্তৃক দংশন; এই সমূহ স্থলে পরিষেচন, মর্দ্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই ব্যবস্থেয়।

বস্তিক্রিয়াতে, পানে, নস্যে, কর্ণপূরণে ও অন্নপানের সহযোগ ও বায়ু শমনার্থে তৈল ব্যবস্থেয়।

এরণ্ড তৈলস্য গুণ।

মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কটু পশ্চাৎ কষায়, সূক্ষ্ম, নাড়ীশোধনকর, ত্বক্‌কর হিতকর, বৃষ্য, পাকে মধুর এবং বয়ঃস্থাপন (দেহ শীঘ্র জীর্ণ হয় না) যোনি এবং শুক্রের শোধনকর আরোগ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি এবং বলে উৎপাদক, বাত, শ্লেষ্মা ও দেহের অধোভাগের দোষহারক।

নিম্বাদি তৈল গুণ।

নিম্ব, অতসী, শণ, কুসুম্ভ, মূলক, দেবতাড়, ঘোষাফল, অর্ক কম্পিল্ল শাল, বড় এলাইচ, পীলু, করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শিগ্রু, সর্ষপ, সুবর্চলা, তিসী বিড়ঙ্গ এবং জ্যোতিষ্মতী; এই সমূহের বীজের এবং ফলের তৈল।

তীক্ষ্ণ, লঘু, অনুষ্ণ-বীর্য্য, রসে এবং পাকে কটু, সারক এবং বাত শ্লেষ্মা কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ এবং শিরোরোগের শান্তিকর।

শণ বীজের তৈল গুণ।

বাতঘ্ন, মধুর, বলকর, কটুপাক, নেত্রের অহিতকর স্নিগ্ধ, উষ্ণ, গুরুপাক এবং পিত্তপ্রকোপকর।

সার্ষপ তৈল গুণ।

কৃমিনাশক, কণ্ডু এবং কুষ্ঠনাশক, লঘু, কফ, মেদ এবং বায়ুর শান্তিকর, লেখনকর, কটু এবং অগ্নির দীপ্তিকর।

ইঙ্গুদী তৈল গুণ।

কৃমিনাশক অল্প তিক্ত, লঘু, কুষ্ঠরোগ এবং কৃমিঘ্ন, এবং দৃষ্টি, শুক্র এবং বলের ক্ষয়কর।

কুসুমবীজের তৈল গুণ।

পরিপাকে কটু, সর্ব্বপ্রকার দোষবর্দ্ধনকর, রক্তপিত্তজনক, তীক্ষ্ণ, নেত্রের অহিতকর এবং বিদাহী।

চিরাতাদি তৈল গুণ।

চিরাতা, তিনিশ, বহেড়া, নারিকেল, কুল, পীলু, জীবন্তী, পিয়াল কর্ব্বুদার, সূর্য্যবল্লী, ত্রপুষ, এর্ব্বারুক, কর্কারুক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল। মধুর-বীর্য্য এবং পাকে মধুর, বায়ুপিত্তের দমনকর, শীত-বীর্য্য, নেত্রের অহিতকর মলমূত্রজনক এবং অগ্নিমান্দ্যকর।

মধুকাদি তৈল গুণ।

মধুক গাম্ভারী এবং পলাশের তৈল।
মধুর কষায় ও কফ-পিত্তঘ্ন।

তুবরক এবং ভল্লাতক তৈল।

উষ্ণ, মধুর, কষায়, পশ্চাৎ তিক্ত, বায়ু, কফ, মেদ, কুষ্ঠ, মেহ এবং কৃমিঘ্ন, এবং ঊর্দ্ধ ও অধোভাগের দোষ নাশক।

সরল ও দেবদারু আদি তৈল গুণ।

সরল, দেবদারু, গাম্ভীর শিংসপা এবং অগুরু; ইহাদিগের সারের তৈল।

তিক্ত, কটু, কষায়, দুষ্টব্রণেকর, শোধনকর, ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ এবং বায়ুনাশক।

তুম্বি আদি তৈল গুণ।

তুম্বী, কোষাম্র, দন্তী, দ্রবন্তী, শ্যামা, সপ্তলা, নীলি, কম্পিল্ল ও সঙ্খিনী; ইহাদিগের তৈল।

তিক্ত, কটু, কষায়, দেহের অধোভাগের দোষঘ্ন; ক্রিমি; কফ, কুষ্ঠ এবং বায়ুর শান্তিকর ও দুষ্টব্রণের শোধনকর।

যব তিক্ত তৈল গুণ।

সর্ব্বপ্রকার দোষের শান্তিকর, অল্প তিক্ত, অগ্নির দীপ্তিকর, লেখনকর, পথ্য, পবিত্র এবং রসায়ন।

ঐকৈষিকা তৈল গুণ।

ঐকৈষিকা তৈল অর্থাৎ বকপুষ্পের তৈল,—মধুর, অতি শীতল, পিত্তঘ্ন, বায়ুর দ্ধিকর এবং শ্লেষ্মার বর্দ্ধনকর।

আমবীজের তৈল গুণ।

অল্প তিক্ত, অতি দুর্গন্ধি, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, রুক্ষ, মধুর, কষায় এবং ইহার রসের সম অত্যন্ত পিত্তকর।

সকল তৈলের মধ্যে তিলতৈলই উৎকৃষ্ট জানিবে।

বসা, মেদ এবং মজ্জা বিজ্ঞান।

গ্রাম্য, অনুপ এবং জলচর জন্তুর বসা, মেদ এবং মজ্জা,—গুরু; উষ্ণ, মধুর এবং বাতনাশক।

এক-শফ, মাংসভোজী ও জাঙ্গল পশুদিগের বসা, মেদ এবং মজ্জা, লঘু, শীতল, কষায় এবং রক্তপিত্তনাশক।

প্রতুদ অর্থাৎ শীকারী পক্ষী কিম্বা সাধারণ পক্ষী সকলের বসা, মেদ এবং মজ্জা,—শ্লেষ্মানাশক।

ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ এবং মজ্জা; এই সকল উত্তরোত্তর গুরুপাক এবং বায়ুর শান্তিকর জানিবে।

মধু বিজ্ঞান।

মধু।—মধুর পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ, শীতল, অগ্নিকর, বর্ণকর, বলকর, লঘু, কান্তিকর, লেখনকর, স্বাদু, সন্ধানকর, শোধনকর, রোপণকর সংসর্গ-শক্তির বর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী, দৃষ্টীর হিতকর, সূক্ষ্মপথগামী, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেদ, মেহ, হিক্কা, শ্বাস, অতিসার, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, কৃমি এবং বিষঘ্ন, প্রকুল্লকর এবং ত্রিদোষঘ্ন। মধু,—লঘুতাহেতু কফঘ্ন এবং পিচ্ছিলতা, মাধুর্য্য ও কষায় ভাবপ্রযুক্ত বাত-পিত্তঘ্ন।

মধু অষ্টবিধ। যথা; পৌত্তিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক এবং দাল।

পৌত্তিক মধু গুণ।

ইহা পিঙ্গল বর্ণ পুত্তিকা নামক বৃহৎ মক্ষিকা সংগৃহীত; ইহার বর্ণ মক্ষিঘৃতের ন্যায়, এই পৌত্তিক-মধু সকল প্রকার মধু অপেক্ষা রুক্ষ এবং উষ্ণ, কার বিষ সংযোগজন্য বাতরক্ত এবং পিত্তের প্রকোপকর, ছেদনকর, বিদাহী এবং মাদক।

ভ্রামর মধু গুণ।

ইহা ভ্রমর সঞ্চিত; এই ভ্রামর মধু,—পিচ্ছিল এবং অত্যন্ত মধুর জন্য গুরুপাক।

ক্ষৌদ্র মধু গুণ।

ইহা পিঙ্গল বর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত; ইহার বর্ণ কপিল। এই ক্ষৌদ্র মধু,—শীতল, লঘু এবং লেখনকর।

মাক্ষিক মধু গুণ।

ইহা নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকাকৃত, ইহার বর্ণ তৈলের সম এই মাক্ষিক মধু, লঘুতর এবং রুক্ষ; ইহা সকল প্রকার মধুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শ্বাসাদি রোগে ইহা বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়। [illegible] গুরুপাক, হিম, পিচ্ছিল এবং রক্ত-পিত্তঘ্ন।

ছাত্রমধু গুণ।

ইহা বোলতার চাক সঞ্চিত; এই বহুটীক্ষ্ন মধু নানা প্রকার মেহের শান্তিকর, কৃমিঘ্ন এবং অত্যন্ত হিতকারী।

আর্ঘ্যমধু গুণ।

ইহা অর্ঘ্য নামক দীর্ঘ [illegible] ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকাকৃত; ইহা নেত্রে বিশেষ হিতকর, কষায় কটু [illegible], [illegible] বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

ঔদ্দালক মধু গুণ।

ইহা উইপোকাকৃত; রুচিকর, স্বরের হিতকর, কুষ্ঠ এবং বিষঘ্ন; কষায় উষ্ণ, অম্লপিত্তকর এবং পাকে কটু।

দাল মধু গুণ।

ইহা ইন্দ্রনীলের সম সূক্ষ্মা মক্ষিকা উৎপন্ন, বৃক্ষের কোটরজাত; এই [illegible] রুক্ষ।

নূতন মধু গুণ।

পুষ্টিকর, সারক এবং সমধিক শ্লেষ্মানাশক নহে।

পুরাতন মধু গুণ।

মেদ ও স্থূলতানাশক সংগ্রাহী ও লেখন কর।

পক্ক মধু গুণ।

ত্রিদোষের শান্তিকর।

অপক্ক মধুগুণ।

ত্রিদোষের বর্দ্ধকর।

মধু নানা প্রকার দ্রব্যের সহযোগে নানারূপ রোগ নষ্ট করে। নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ মিলিত জন্য ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য। দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, এবং বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ; নানাপ্রকার পুষ্পের রস [illegible] উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং সবিষ মক্ষিকা হইতে জাত হেতু হইতে [illegible] উপচার অর্থাৎ সমস্ত পীড়ার পক্ষে অনুষ্ণ প্রতীকার করে।

মক্ষিকার বিষ সংযোগ জন্য সর্ব্ব প্রকার মধুই উষ্ণ সংযোগে বিরুদ্ধ গুণ প্রাপ্ত হয়। স্বয়ং উষ্ণ হইলে কিম্বা উষ্ণ মিলিত হইলে ইহা বিষের সম হইয়া থাকে। সুকুমার শীতল এবং বিবিধরূপ ঔষধের রস হইতে উৎপন্ন জন্য উষ্ণ সহযোগে ইহার বিপরীত গুণ হয়। বৃষ্টির জলের সহিত মধু মিলিত হইলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। উষ্ণদ্রব্য মিলন [illegible] বমন কার্য্যে প্রশস্ত; পরিপাক হয় না এবং উদরেও থাকে না। এখানে বমন সঙ্গে পূর্ব্বের সম বিরুদ্ধ গুণ হয় না। অপক্ক মধু অত্যন্ত বলকর।

ইক্ষুবিজ্ঞান।

ইক্ষু—মধুর, পাকেও মধুর, গুরুপাক, শীতল, [illegible] বলকারক, বৃষ্য, মূত্রবৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তঘ্ন ক্রিমি এবং কফজনক।

ইক্ষু বিবিধ প্রকার। যথা।—পৌণ্ড্রক (পুঁড়িইক্ষু) ভীরুক, বংশক (সোম-শাড়া ইক্ষু) শতপোরক, কান্তার (কাজলীইক্ষু) তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু সূচীপত্র, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর এবং কোশকৃৎ। কেবল স্থূলতার তারতম্যে ইক্ষুর জাতিভেদ জানা যায়।

পৌণ্ড্রক এবং ভীরুক ইক্ষু গুণ।

সুশীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর শ্লেষ্মসারক, অবিদাহী, গুরুপাক এবং বৃষ্য।

বংসক ইক্ষু গুণ।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ইক্ষুর সমতুল্য গুণবিশিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ সক্ষার।

শতপোর ইক্ষু গুণ।

বংশকের সম গুণ বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ উষ্ণ এবং বায়ু শান্তিকর।

কাজলি এবং তাপস ইক্ষু গুণ।

এই উভয় প্রকার ইক্ষুই বংশকের সম গুণ বিশিষ্ট।

কাষ্ঠেক্ষু গুণ।

কাজলি ও তাপস ইক্ষুর তুল্য গুণকর এবং বায়ুর প্রকোপকর।

সূচীপত্র, নীলপোর, নৈপালী এবং দীর্ঘপত্র ইক্ষু গুণ।

বায়ুর বর্দ্ধনকর, কফপিত্তঘ্ন, কষায় এবং বিদাহী।

কোশকার ইক্ষু গুণ।

গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয় রোগঘ্ন। মূল এবং মধ্যস্থল অ মধুর।

সকল প্রকার ইক্ষুর ডগা লবণরসবিশিষ্ট জানিবে।

দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুণ।

কফজনক, অবিদাহী, বায়ু পিত্তঘ্ন, মুখের প্রীতিকর এবং তেজস্কর।

যন্ত্র নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুণ।

গুরুপাক, বিদাহী এবং মল রোধক।

পক্ক ইক্ষুরস গুণ।

(পক্ক অর্থাৎ পাককরা ইক্ষুরস) গুরুপাক, সারক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর।

ফাণিত রস।

(ফাণিত অর্থাৎ বাতাসার পাক যোগ্য রস) গুরুপাক, মধুর, নেত্র কারী, পুষ্টিকর কিন্তু তেজস্কর নহে এবং ত্রিদোষজনক।

ইক্ষু গুড় গুণ।

সক্ষার, মধুর, অত্যন্ত শীতল নহে, স্নিগ্ধ, মূত্র শোণিতের শোধন, কর, কিন্তু অধিক পিত্তশান্তিকর নহে, বাত নাশক, মেদ এবং কফ জনক, বলকর এবং বৃষ্য

পুরাতন গুড় গুণ।

পিত্তনাশক, মধুর, শুষ্ক বাতনাশক, শোণিতের প্রসাদনকারী অতিশয় গুণ বিশিষ্ট এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্য।

মৎসণ্ডিকাখণ্ড এবং শর্করা।

(মৎসণ্ডিকা খণ্ড অর্থাৎ মাৎহীন কঠিন কিম্বা নিরস গুড়) এবং (শর্করা অর্থাৎ চিনি)—নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মধুর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণানাশক। ইহারা ক্রমশঃ যত নির্ম্মল হয়, ততই স্নিগ্ধ, মধুর, গুরু-পাক, শীতল এবং সারক হয়। মৎসণ্ডিকাখণ্ড এবং শর্করা,—স্বভাবতঃ যেরূপ গুণবিশিষ্ট; ইহাদিগকে স্রাবিত করিলে ও তদ্রূপ গুণকারী জানিতে হইবে। শর্করা যত সারবিশিষ্ট নির্ম্মল এবং ক্ষারহীন হইবে, ততই গুণ-কারী জানিবে।

মধুশর্করা।

ছর্দ্দি এবং অতিসার নাশক, রুক্ষ ও ছেদনকর, মুখপ্রিয়, কষায়-মধুর পাকে ও মধুর।

যবাস শর্করা গুণ।

মধুর, কষায়, পশ্চাত তিক্ত, শ্লেষ্মা নাশক এবং সারক।

যাবনীয় শর্করা গুণ।

দাহ এবং রক্তপিত্তয়, এবং ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা পিপাসা নাশক।

মধুক পুষ্পজাত ফানিত গুণ।

মধুকপুষ্প (অর্থাৎ মউল পুষ্প জাত ফানিত) বাত-পিত্তের প্রকোপকর, কফনাশক, মধুর, পাকে কষায়, এবং বস্তিদোষ নাশক।

মদ্য বিজ্ঞান।

অম্লরসযুক্ত সর্ব্ব প্রকার মদ্যই পিত্তপ্রকোপকর, অগ্নিকর, রুচিকর ভেদক বাদক বাতশ্লেষ্মনাশক, মুখপ্রিয়, বস্তিশোধনকর, লঘুপাক, বিদাহী উষ্ণ তীক্ষ্ণ, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, প্রফুল্লকর, এবং মলমূত্রের বর্দ্ধনকর।

মাদ্বীক মদ্য গুণ।

মাদ্বীক মদ্য অর্থাৎ দ্রাক্ষা কিম্বা আঙ্গুরমদ্য, অবিদাহী, মধুর, রুক্ষ পশ্চাৎ কষায়, লঘু, সারক; এবং শোষরোগ ও বিষমজ্বর নাশক; ইহা মধুর বলিয়া রক্তপিত্তরোগে ও ব্যবহেয় জানিবে।

খর্জ্জুর মদ্য গুণ।

খর্জ্জুরমদ্য দ্রাক্ষামদ্যের সহিত অল্পই প্রভেদ জানিবে। বায়ুর বর্দ্ধন-কর, বিশদ, রুচিকর, কফনাশক, কৃশকারী, লঘু, কষায়, মধুর, মুখপ্রিয়-সুগন্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

সুরা গুণ।

সামান্যত, কাশ, অর্শ, গ্রহণী-দোষ, মূত্রাঘাত, এবং বায়ুর শান্তি-কারিণী, স্তন্য এবং রক্তক্ষয়ে বিশেষ হিতদায়িনী এবং পুষ্টি ও অগ্নির উন্নতকারিণী।

শ্বেতাজাত সুরা গুণ।

শ্বেতাজাত সুরা (অর্থাৎ শর্করা জাত সুরা) কাস, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস এবং প্রতিশ্যায় রোগে এবং ছর্দ্দি, অরুচি, হৃদয় এবং কুক্ষিদেশের বেদনার এবং শূল রোগের বিনাশকারিণী, এবং মূত্র, কফ, স্তন্য, রক্ত এবং মাংসের বর্দ্ধনকারিণী।

যবজাত সুরা গুণ।

দোষের প্রসন্নকারিণী, কফ, বাত-অর্শ, ও কোষ্ঠ রোগের শান্তিদায়িনী এবং পিত্ত ও অল্প কফকারিণী, এবং রুক্ষা।

মধুলিকাজাত সুরা গুণ।

মধুলিকা জাত (অর্থাৎ মউরিজাত) সুরা,—পূর্ব্বোক্ত যবজাত সুরার সমগুণ বিশিষ্টা, মল মূত্ররোধিনী, গুরু এবং শ্লেষ্মাকারী।

আক্ষিকীজাত সুরা গুণ।

আক্ষিকীজাত সুরা, (অর্থাৎ তিনিশবৃক্ষ জাতসুরা) —পূর্ব্বোক্ত সুরা সামান্যর গুণ বিশিষ্টা, রুক্ষা; অল্পকফকারী, তেজোবৃদ্ধি এবং পরিপাককারিণী।

কোহল মদ্য গুণ।

কোহলকদ্য (অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মদ্যবিশেষ) বায়ু পিত্ত এবং কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক, তেজস্কর, এবং মুখপ্রিয়।

জগল মদ্য গুণ।

(জগল মদ্য দ্রাক্ষা নিঃসৃত) ইহা মলমূত্ররোধক, উষ্ণ, পরিপাককর, রুক্ষ এবং পিপাসা, কফ, শোফঘ্ন।

বকস মদ্য গুণ।

হর্ষজনক; প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শ, ও বায়ুজন্য শোফের শান্তিকর, এবং সারক; শক্তিকরে বলিয়াইহা সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর মলমূত্র জনক, বিশদ, অল্পমাদক এবং গুরুপাক।

গৌড়-সিধু গুণ

ইহা গুড়জাততীক্ষ্ণ মদ্য, —কষায়-মধুর, পাচক এবং অগ্নিদীপ্তিকর।

শার্কর শীধু গুণ।

ইহা শর্করা জাত তীক্ষ্ণমদ্য, —মধুর, রুচিকর, অগ্নিদীপ্তিকর, বস্তির শোধনকর, বাত-নাশক, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

পক্করসজাত শীধু গুণ।

ইক্ষুরস গুড়, চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যের রস অগ্নিতে চোয়াইয়া এই মদ্য প্রস্তুত হয়। এক্ষণে প্রচলিত ইংরাজী ভাষাতে ইহাকে "রম,, কিম্বা স্পিরিট বলিলে বলা যাইতে পারে। এই মদ্য, —পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, বল এবং বর্ণকর, সারক, শোফঘ্ন অগ্নির দীপ্তিকর, হৃদ্য, রুচিকর, শ্লেষ্মা এবং অর্শের হিতকর।

আক্ষিক শীধু গুণ।

দেহকৃশকারী, শীতল-রসযুক্ত, শোথ এবং উদররোগঘ্ন, বর্ণকর, জারক, জ্বর এবং ব্রণের পক্ষে উপযোগী, বৌক্টরোধ এবং অর্শরোগের শান্তিকর, পাণ্ডুরোগঘ্ন, মলমূত্রের কঠিনতা সম্পাদক, লঘু কষায়, মধুর, পিত্তনাশক এবং শোণিত প্রসাদনকর।

জম্বির-শীধু গুণ।

ইহা জামফলের মদ্য,—মলমূত্ররোধক, কষায় এবং বায়ুপ্রকোপকর।

সুরাসব গুণ।

তাল খর্জ্জুরাদির রস মাতিয়া উঠিলে এই সুরাসব কহে,—ইহা তীক্ষ্ণ মদ্য, মূত্রবৃদ্ধিকর, কফ এবং বায়ু-শান্তিকর, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ অর্থাৎ মত্ততা অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং বায়ুনাশক।

মধ্বাসব গুণ।

ইহা মধু হইতে প্রস্তুত হয়,—এই মদ্য,-লঘু, ছেদক, মেহ, কুষ্ঠ এবং বিষের শান্তিকর, তিক্ত, কষায়, শোফঘ্ন তীক্ষ্ণ স্বাদু অথচ বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

মৈরেয় আসব গুণ।

এই মদ্য ধাতকীপুষ্প, গুড় এবং আমানি সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা তীক্ষ্ণ, কষায়, মাদক, অর্শ, কফ ও গুল্মনাশক; কৃমি, মেদ এবং বায়ুর শান্তিকর ও গুরুপাক।

মৃদ্বীক ইক্ষু-রসাসব গুণ।

এই মদ্য আঙ্গুর ও ইক্ষুরস সহযোগে প্রস্তুত হয়, ইহাকে ভিনিগার কিম্বা ছিরকা কহে। ইহা বলকর, পিত্তঘ্ন এবং বর্ণকর।

মধুপুষ্পজাত-মধু গুণ।

ইহা মধুপুষ্পজাত অর্থাৎ মউল পুষ্প জাত ইহা বিদাহী, অগ্নিকর, বলকর কফ, কষায় এবং বাতপিত্তের প্রকোপকর।

অপর অপর কন্দ, মূল এবং ফলজাত আসবের গুণ, তাহাদিগের রসের দ্বারা নির্ণয় হইবে।

নূতন মদ্য গুণ।

নেত্ররোগকারী, গুরুপাক, বায়ু পিত্ত এবং কফের প্রকোপকর, অনিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট, বিরস, অপ্রিয় এবং বিদাহী।

পুরাতন মদ্য গুণ।

সুগন্ধবিশিষ্ট, অগ্নিকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, স্নিগ্ধ, নাড়ীপথের শোধনকর লঘু এবং বায়ু-পিত্তঘ্ন।—

অরিষ্ট।

অরিষ্ট অর্থাৎ আরক দ্রব্য সহযোগে সংস্কৃত হওয়া জন্য বিশেষ গুণকারী। তজ্জন্য বহুদোষঘ্ন এবং সকল দোষের সমতাকারক, কফ-বাতঘ্ন, সারক, পিত্তবিরোধকারী, শূল, আধ্মান, উদররোগ, প্লীহা, অজীর্ণ এবং অর্শেরবিশেষ হিতকর। পিপ্পল্যাদিগণের সহযোগ অরিষ্ট প্রস্তুত করা হইলে, কফরোগের শান্তিকর হইয়া থাকে।

অরিষ্ট, আসব এবং শীধু, ইহাদিগের দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জানিয়া ব্যবহার করা ব্যবস্থের জানিবে। যেহেতু ইহারা গাঢ় হইলে,—বিদাহী, দুর্গন্ধযুক্ত, বিরস, কৃমিকর এবং গুরুপাক হয়। তরুণ হইলে, অপ্রিয় এবং তীক্ষ্ণ হয়। মন্দ পাত্রে থাকিলে— উষ্ণ হয়।

যে মদ্য অল্প ঔষধিযুক্ত (অর্থাৎ দ্রব্যাদির যে পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কোন দ্রব্যের ভাগ অল্প, কিম্বা কোন দ্রব্যের অভাব) পর্যুসিত, নির্ম্মল ও পিচ্ছিল কিম্বা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ পাত্রের তলায় কিঞ্চিৎ থাকে) এমত মদ্য পরিত্যাগ করিবে।

যে মদ্যের উপকরণ দ্রব্য অল্প এবং যাহা তরুণ ও পিচ্ছিল সেই মদ্য গুরুপাক, কফের প্রকোপকর এবং আশু পরিপাক হয় না।

যে মদ্যের উপকরণ দ্রব্য অধিক হয়, তাহা পিত্তপ্রকোপকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, অপ্রিয়, ফেনিল, দুর্গন্ধযুক্ত, কৃমিকর, বিরস এবং গুরুপাক হয়। পর্য্যুসিত হইলে বায়ুর প্রকোপকর হয়, এবং এসর্ব্বপ্রকার দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে মদ্য অধিককাল থাকিয়া জাতরস হয়, তাহা বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, রুচিকর, দোষরহিত; সুগন্ধিবিশিষ্ট সেবনীয় এবং মাদক।

রস, এবং বীর্য্য প্রভেদে মদ্য নানারূপ জানিতে হইবে। মদ্যের বীর্য্য,—সূক্ষ্ম, উষ্ণ তীক্ষ্ণ, এবং প্রফুল্লকর জন্য জঠরানলের সহিত হৃদয়-দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশ করতঃ ঊর্দ্ধ গমন পূর্ব্বক মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সঞ্চালিত করিয়া উন্মাদিত করিয়া।

শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোক মদ্য পান করিলে অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ু প্রকৃতির লোক মদ্য পান করিলে অনতিবিলম্বে মত্ত হয় এবং পিত্ত প্রকৃতির লোক মদ্য পান করিলে সত্বরেই মত্ত হইয়া উঠে।

মদ্যপানে মত্ত হইয়া উঠিলে স্বাত্ত্বিক প্রকৃতি লোকের শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, সৌন্দর্য্যের ইচ্ছা এবং গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য এবং সুরত ক্রীড়াতে উৎসাহ জন্মে। রাজসিক প্রকৃতি লোকের দুঃখশীলতা, সাহস পূর্ব্বক আত্মনাশ, এবং কলহে মন ধাবিত হয়। তামসিক প্রকৃতি লোকের অশৌচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য অগম্যাদিতে গমন ইচ্ছা এবং অসত বাক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুক্ত বিজ্ঞান

কোন প্রকার কিম্বা মূল লবণ মিশ্রিত তৈলে ফেলিয়া শুষ্ক করিবে তৎপর তাহা জলে ফেলিয়া রাখিলে তাহা মাতিয়া উঠে, সেই জলকে ছিরকা কিম্বা ভিনিগার অথবা শুক্ত কহে।

শুক্ত—রক্তপিত্তকর, ছেদক, স্বরের বিকৃতিকর জারক, শ্লেষ্মা, পাণ্ডু ও কৃমিঘ্ন, এবং লঘুপাক।

শুক্ত চোয়াইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা তীক্ষ্ণোষ্ণ, মূত্রল, হৃদ্য, কফ নাশক, কটুপাক এবং বিশেষ রুচিকর।

গুড়, রস অথবা মধু সহযোগে যে সমস্ত শুক্ত জন্মে, সেই সকল শুক্ত নেত্ররোগকর। গুড়জাত অপেক্ষা রসজাত শুক্ত লঘুতর এবং রসজাত অপেক্ষা মধুজাত শুক্ত লঘুতর।

তুষোদক গুণ।

পর্য্যুসিত অন্নের আমানিকে তুষোদক কহে ইহা অগ্নিকর স্বাদু হৃদ্রোগ, পাণ্ডুরোগ এবং কৃমিরোগঘ্ন।

সৌবীরক গুণ।

ইহাও আমানি বিশেষ। ইহা গ্রহণী এবং অর্শরোগের শান্তিকর এবং ভেদক।

ধান্যাম্ল গুণ।

আমানি অধিক দিন রাখিলে মাতিয়া নির্ম্মল জলের সম যে কাঁজি হয়, তাহাকে ধান্যাম্ল কহে; ইহা অগ্নিকর, দাহনাশক, মর্দ্দনে এবং পানে বাতশ্লেষ্মা এবং পিপাসা নাশক এবং লঘুপাক। ধান্যাম্ল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তজ্জন্য এক গণ্ডূষ পান করিলে তৎক্ষণাৎ কফের শান্তি হয় এবং মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, মলের কঠিনতা এবং শ্রান্তি নিবারিত হয়। ধান্যাম্ল,—অগ্নিকর, জারক, ভেদক এবং আস্থাপনের পক্ষে বিশেষ উপকারী সমুদ্রতীরবাসী জনগণের প্রকৃতিসিদ্ধ সেবা।

মূত্র বিজ্ঞান।

গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব হস্তি গর্দ্দভ এবং উষ্ট্র; ইহাদিগের মূত্র,—তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎ লবণ-রসবিশিষ্ট, লঘু, শোধনকর কফ, বাত, কৃমি, মেদ, বিষ, গুল্ম, অর্শ, উদররোগ, কুষ্ঠ, শোফ, অরুচি এবং পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, হৃদ্য এবং অগ্নিদীপ্তিকর।

গোমূত্র গুণ।

কটু, তীক্ষ্ণ উষ্ণ ও ক্ষারবিশিষ্ট জন্য বায়ুর প্রকোপকারী নহে লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর, পবিত্র পিত্তল, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শূল, গুল্ম, উদররোগ, আনাহ আদি রোগে এবং বিরেচন আস্থাপন আদি মূত্রসাধ্য কার্য্যে গোমূত্র ব্যবস্থেয়।

মাহিষমূত্র গুণ।

অর্শ, উদররোগ, শূল, কুষ্ঠ, মেহ, আনাহ, শোফ, গুল্ম এবং রোগ শান্তিকর।

ছাগমূত্র গুণ।

কাস এবং শ্বাসরোগনাশক ; শোষ, কামলা এবং পাণ্ডু রোগহারী ; কটু তিক্ত এবং ঈষৎ বায়ু প্রকোপকর।

মেষমূত্র গুণ।

কাস, প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, এবং শোষরোগহারী ; মল সংগ্রাহক এবং লবণ, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণ ও বাতনাশক।

অশ্বমূত্র গুণ।

অগ্নিবৃদ্ধিকর, কটু, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণ ; বাত ও চিত্তবিকারনাশক ; কফ, ক্রিমি ও দদ্রুরোগনাশক।

হস্তিমূত্র গুণ।

তিক্ত এবং লবণ-রসযুক্ত, ভেদক, বাতনাশক, পিত্তের প্রকোপকর এবং তীক্ষ্ণ। এই হস্তিমূত্র ক্ষারক্রিয়া এবং ছুলি রোগে বিশেষ ব্যবস্থেয়।

গর্দ্দভমূত্র গুণ।

তীক্ষ্ণ অগ্নিকর, ক্রিমি, বাত ও কফঘ্ন ; বলকর, চিত্তবিকার এবং গ্রহণীরোগে হিতকারী।

করভমূত্র গুণ।

শোফ, কুষ্ঠ উদররোগ, উন্মাদ, বায়ুরোগ, অর্শ এবং ক্রিমিরোগনাশক।

মানুষমূত্র গুণ।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণযুক্ত এবং বিষঘ্ন।

দেশ এবং কাল ভেদে এই সর্ব্বপ্রকার মূত্র রোগ বিশেষে ব্যবস্থে

অন্নাদি বিজ্ঞান।

শালিধান্য গুণ।

লোহিত, কমল, কর্দ্দম, পাণ্ডু সুগন্ধ শকুনাহৃত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, াশালি, শীত-ভীরুক; রোধ্রপুষ্পক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চন, মহিষ-মস্তক, হায়ন, ক এবং মহাদুষকাদি; ইহাদিগকে শালিধান্য বলে।

শালিধান্য,—মধুর, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বলকর, পিত্তনাশক, অল্প বায়ু বং কফ প্রকোপকর, স্নিগ্ধ, মলের অল্পতাকারী এবং মলরোধক। সর্ব্ব-কার শালিধান্যের মধ্যে লোহিত ধান্যই উৎকৃষ্ট। লোহিতশালি, াষনাশক, শুক্র এবং মূত্রবৃদ্ধিকর, নেত্র এবং স্বরের পক্ষে হিতকারী, বর্ণ বং বলকর, হৃদ্য এবং শ্রান্তিহারক, ব্রণের পক্ষে হিতসাধক, এবং জ্বর র্ব্বপ্রকার দোষ ও বিষের শান্তিকর। অন্যান্য শালিধান্য উত্তরোত্তর ল্প গুণবিশিষ্ট জানিবে।

ষষ্টিধান্য গুণ।

ষষ্টি, কঙ্গুক, মুকুন্দ, পীত, প্রমোদ কাকল, আসনপুষ্প, মহাষষ্টি চূর্ণ, রব এবং কেদরাদি; এই সকল ধান্যকে ভাষায় ষাট্ধান্য বলে।

ষাট্ধান্য,—রসে এবং পাকে মধুর, বাত-পিত্তঘ্ন, গুণে প্রায় শালি-ান্যের সদৃশ, পুষ্টিকর, কফ এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর। ষাট্ধান্যের মধ্যে ষ্টিধান্যই প্রধান। ষষ্টিধান্য—পশ্চাৎ ইষায়-রসযুক্ত, লঘু, মৃদু, স্নিগ্ধ, রদোষনাশক; দেহের স্থৈর্য, ও বলবৃদ্ধিকারী, বিপাকে মধুর, সংগ্রাহী এবং ালিধান্যের মধ্যে লোহিত-ধান্যের সম গুণকারী। অন্যান্য ষাট্ধান্য রি পর গুণের অল্পতা জানিবে।

ব্রীহিধান্য গুণ।

কৃষ্ণব্রীহি, শালামুখ, জতুমুখ, নন্দীমুখী, অবাকক, ত্বরিতক, কুক্কুটাণ্ড, ারাবত এবং পটলাদি; ইহাদিগকে ব্রীহি অথবা আশুধান্য বলে।

এই আশুধান্য,—কষায় মধুর, পাকে মধুর এবং শীত-বীর্য্য নহে, অল্প নত্ররোগকারী, ষষ্টিধান্যের সম গুণকারী এবং মলের সংগ্রাহক। এই ব্রীহিধান্য সকলের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা পশ্চাৎ কষায়

রসবিশিষ্ট এবং লঘু। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ব্রীহীধান্য উত্তরোত্তর অল্প-গুণকারী।

দগ্ধভূমিজাত শালিধান্য গুণ।

যে সমস্ত শালিধান্য দগ্ধভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা লঘুপাক, কষায়, মলমূত্রের সংগ্রাহী, রুক্ষ ও শ্লেষ্মাহারক।

স্থলজাত ধান্য গুণ।

স্থলজাত অর্থাৎ উচ্চভূমিজাত ধান্য,—ঈষৎ তিক্তযুক্ত, মধুর, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধিকর, কফ এবং পিত্তঘ্ন, কষায় এবং পশ্চাৎ কটু।

কৈদার ধান্য গুণ।

মধুর, বৃষ্য, বলকর, পিত্তের শান্তিকর, ঈষৎ কষায়, অল্প মলকারী-গুরুপাক, কফ এবং শুক্রের বর্দ্ধনকর।

রোপ্যাতিরোপ্য ধান্য গুণ।

লঘুপাক, অত্যন্ত গুণকারী, অবিদাহী; দোষঘ্ন, বলকর এবং মূত্রবর্দ্ধক।

অঙ্কুরবিশিষ্ট শালিধান্য গুণ।

যে সমস্ত শালিধান্যের অন্তর অঙ্কুরবিশিষ্ট, তাহারা রুক্ষ, মলবর্দ্ধনকর, তিক্ত, কষায় পিত্তনাশক এবং শ্লেষ্মাজনক।

কু-ধান্য বিজ্ঞান।

কোরদূষক (অর্থাৎ ছোট মটর) শ্যামা (অর্থাৎ শ্যামাতৃণ) নীবার (অর্থাৎ ঝরাধানো যে বৃক্ষ জন্মে তাহার শস্য শাস্তম্‌, তুবর (অর্থাৎ আঢ়কী অথবা অরহর কলাই) কোদ্দালক (অর্থাৎ কেদোধান্য) পিয়ঙ্গু (অর্থাৎ কেঁয়ুধান্য) মধুলিকা, নান্দীমুখী কুরুবিন্দ (অর্থাৎ কুলত্থ কলাই) গবেধুক (অর্থাৎ গড়গড়ে বাকক, উদপর্ণী মুকুন্দ ও বেণযবাদি;— ইহা-কু-ধান্য কহে।

এই সকল কু-ধান্য—উষ্ণ, কষায়, মধুর, রুক্ষ, কটুপাক, শ্লেষ্মা নাশক, বিরোধক এবং বায়ুপিত্তের প্রকোপকর।

ইহাদিগের মধ্যে, কোদ্রব, নীবার, শ্যামা এবং শাস্তনু—ইহারা কষায়, মধুর এবং শীত-পিত্তঘ্ন;

প্রিয়ঙ্গু চারি প্রকার। যথা; কৃষ্ণ, রক্ত, পীত এবং শ্বেত প্রিয়ঙ্গু। ইহারা উত্তরোত্তর অধিক অধিকতর গুণকারী, রুক্ষ, কফঘ্ন।

মধুলী,—মধুর এবং শীতল।

নান্দীমুখী, স্নিগ্ধ।

করূক এবং মুকুন্দ,—অতিশয় শোষণকারী।

বেণুযব,—রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য, কটুপাক, মূত্ররোধক, কফঘ্ন, এবং বাতের প্রকোপকর।

মুদ্গ আদির গুণ।

মুদ্গ, বনমুদ্গ, কলায়, মকুষ্ঠ, মসূর মঙ্গল্য, চণক, সতীন (অর্থাৎ মটর) ত্রিপুটক, হরেণু (অর্থাৎ কলাই বিশেষ) এবং আঢ়কী আদি; ইহাদিকে বৈদল কহে।

এই সর্ব্বপ্রকার বৈদল,—কষায়, মধুর, শীতল কটুপাক, এবং বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্ররোধক এবং পিত্তশ্লেষ্মানাশক।

এই সকল বৈদলের মধ্যে মুদ্গ অর্থাৎ মুগ অধিক বায়ু বৃদ্ধিকর নহে এবং দৃষ্টির হিতকারী।

বনমুদ্গগুণ।

অর্থাৎ বনমুগ,—মুগের সম গুণবিশিষ্ট।

মসূর গুণ।

মসূর,—পাকে মধুর এবং তেজোবর্দ্ধনকর।

মকুষ্ঠ (কলাই বিশেষ) কৃমিকর এবং অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপকর।

আঢ়কী,—কফপিত্তঘ্ন এবং বায়ুর প্রকোপকর নহে।

চণক অর্থাৎ ছোলা,—বায়ুবর্দ্ধনকর, শীতল, মধুর, কষায়, রুক্ষ, রুক্ষ এবং রক্তপিত্ত-শান্তিকর এবং পুরুষত্বনাশী।

হরেণু এবং সতীন,—মলবৃদ্ধিকর।

মুদ্গ, বনমুদ্গ এবং মসূর ব্যতীত সকল বৈদলই আধ্মানকর জানিবে।

মাষ অর্থাৎ মাষকলাই,—গুরুপাক, মলমূত্র ভেদক, স্নিগ্ধ-উষ্ণ-বীর্য্য, বৃষ্য, মধুর বায়ুর শান্তিকর, অধিক তৃপ্তিকর, স্তন্যজনক, বলকর এবং শুক্র ও কফ বৃদ্ধিকর। মাষকলাই,—কষায় রসযুক্ত হইলে মলভেদক, মূত্রবৃদ্ধিকর এবং কফজনক হয় না এবং বিপাকে মধুর, গুণবিশিষ্ট অগ্নিনাশক, তৃপ্তিকর, স্তন্যকর এবং রুচির হয়।

আত্মগুপ্তাদি গুণ।

আত্মগুপ্ত অর্থাৎ আলকুশীবীজ,—মাষকলাই সমগুণকারী কষায়প্রযুক্ত মলমূত্র ভেদক, কিম্বা কফজনক নহে, পাকে মধুর, তৃপ্তিকর, স্তন্যকর এবং রুচকর।

কাকাণ্ডফল,—আত্মগুপ্তের সদৃশ গুণশালী।

বন্যমাষ,—রুক্ষ, কষায় এবং অবিদাহী।

কুলত্থাদি গুণ।

কুলথ কলাই,—উষ্ণবীর্য্য, কষায় রস, কটুপাক, কফ এবং বায়ুনাশক মলের সংগ্রাহক, শুক্রাশ্মরী, গুল্ম, পীনস, আনাহ, মেদ, কোষ্ঠবদ্ধত হিক্কা এবং শ্বাস; এই সমস্ত রোগের পক্ষে হিতকর। রক্তপিত্তজনক এবং কফ ও নেত্ররোগ নাশক।

বন্যকুলথকলাই,—পূর্ব্বোক্ত কুলথ কলাইয়ের সদৃশ গুণশালী, বিশেষত ঈষৎ কষায়, তিক্ত ও মধুর, সংগ্রাহক, পিত্তকর এবং উষ্ণ।

তিল,—পাকে মধুর, বলকর স্নিগ্ধ, ব্রণের আলেপনে হিতকর অগ্নিক মেধাজনক মূত্রের লাঘবকারী, স্তন্যবর্দ্ধনকারী, দন্ত এবং কেশের পক্ষে হিত কর, বায়ুনাশক এবং গুরুপাক।

সকল প্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল শ্রেষ্ঠ, শ্বেত তিলমধ্যম, অন্যা তিল নিকৃষ্ট জানিবে।

যবাদি গুণ।

যব, কষায়, মধুর হিম, কটুপাক, কফ পিত্তঘ্ন, ব্রণরোগে পথ্য, মূত্রবে ।ধক এবং অন্তস্থ বায়ু জন্য তেজের বর্দ্ধনকর, শরীরের স্থিরতা, অগ্নি

মেধা, স্বর, এবং বর্ণকর, পিচ্ছিল, মেদ এবং তৃষ্ণা নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, রুক্ষ এবং রক্ত পিত্তঘ্ন।

অতিযব অর্থাৎ যববিশেষ;—সকল প্রকার যব হইতে কিঞ্চিৎ অল্পগুণ বিশিষ্ট।

গোধূম, মধুর, বলকর, গুরু, স্থৈর্য্যকারী, রুচিকর এবং শুক্রের বর্দ্ধনকারী, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ুপিত্তঘ্ন, সন্ধানকর, শ্লেষ্মকর এবং সারক।

শিম্বা অর্থাৎ শুঁটী,—রুক্ষ, কষায়; এবং বিষ, শোফ, শুক্র, শ্লেষ্মা দৃষ্টির ক্ষয়কারী, বিদাহী কটুপাক, মধুর, মলভেদক, ও বায়ুপিত্ত বর্দ্ধনকর। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত এবং রক্তবর্ণভেদে শিম্বা বহু প্রকার হয়। ইহারা যথাক্রমে গুণশালী; রসে এবং পাকে কটু এবং উষ্ণ। শিম্বা,—মূল হইতে, এবং লতা হইতে উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহারা পাকে এবং রসে মধুর, বলকর পিত্তঘ্ন, আশু বিদাহী, রুক্ষ, অধিকক্ষণভায়। থাকিয়া পরিপাক হয় এবং বায়ু বৃদ্ধি করে। সকল প্রকার বৈদলকে অর্থাৎ কলাই আদি দ্বিদলকে শিম্বা বলে; শিম্বা রুচিকর এবং দুর্জ্জর অর্থাৎ সহজে পরিপাক হয়না।

অতসী অর্থাৎ তিসী,—উষ্ণ, স্বাদু, বায়ুনাশক, পিত্তের বর্দ্ধনকর এবং কটুপাক।

কুসুম্ভ অর্থাৎ কুসুমবীজ,—রসে এবং পাকে কটু, কফনাশক, বিদাহী সুতরাং অহিত সাধক।

সর্ষপ অর্থাৎ সরিসা-রসে এবং পাকে কটু, এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকারী। শ্বেত-সর্ষপ,—পূর্ব্বোক্ত সর্ষপের সম গুণ যুক্ত বিশেষতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ এবং কফবায়ুর নাশক।

যে প্রকার ধান্যই হউক, উপযুক্ত ঋতুতে উৎপন্ন না হইলে, ব্যাধি দ্বারা নষ্ট হইলে, প্রণালী মতে এবং ভূমিতে না জন্মিলে, কিম্বা নূতন হইলে গুণ বিশিষ্ট হয়না।

নূতনধান্য, নেত্ররোগকারী, এক বৎসরের পুরাতন ধান্য লঘু জানিবে। ধান্য বিরূঢ় হইলে অর্থাৎ অঙ্কুর না থাকিলে, বিদাহী, গুরু বিষ্টম্ভী এবং দৃষ্টির অহিতকারী হইয়া থাকে।

মাংস বিজ্ঞান।

জলচর, সজল-দেশবাসী, গ্রামবাসী, মাংসভোজী, একশফ এবং জাঙ্গল এই ছয় প্রকার মাংস কথিত আছে। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশবাসী শ্রেষ্ঠ, তাহাপেক্ষা গ্রামবাসী শ্রেষ্ঠ। অপরাপর এই রূপ জানিবে। ইহারা দুই প্রকার। যথা জাঙ্গল অর্থাৎ ... এবং অনূপ অর্থাৎ সজল-দেশবাসী।

জাঙ্গল বর্গ।

জাঙ্গল-বর্গ অষ্টবিধ। যথা। জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ পর্ণমৃগ, বিলেশয় এবং গ্রাম্য।

যাহারা জঙ্ঘাদারা দ্রুত গমন করে; তাহাদিগকে জঙ্ঘাল কহে।

যাহারা আহারীয় দ্রব্য খুঁটীয়া খায়, তাহাদিগকে বিষ্কির কহে অর্থাৎ পক্ষিগণ।

যাহারা বলপূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদিগকে প্রতুদ, গুহাশয় এবং প্রসহ কহে, ইহারাও পক্ষী বিশেষ।

এই সকল জাঙ্গলদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল এবং বিষ্কির এই দুই উৎকৃষ্ট জানিবে।

জঙ্ঘাল মাংস বিজ্ঞান।

এণ, হরিণ, ঋষ্য, কুরঙ্গ, করাল, কৃতমাল, শরভ, শ্বদংষ্ট্রা (অর্থাৎ কুক্কুরের সম দন্ত বিশিষ্ট পশু) পৃষত (অর্থাৎ শ্বেতবিন্দু বিশিষ্ট মৃগ) অরু ... এবং মৃগমাতৃকাদি; ইহাদিগকে জঙ্ঘাল পশু বলা যায়। ইহারা কষায়, মধুর লঘু, বাত ও পিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য এবং বস্তিশোধনকর।

এণ মাংস গুণ।

কষায়, মধুর, হৃদ্য রক্তপিত্ত এবং কফঘ্ন, সংগ্রাহী, রুচিকর বলকর এবং জ্বরঘ্ন।

হরিণমাংস গুণ॥

মধুর পাকে মধুর, দোষঘ্ন, অগ্নিবৃদ্ধিকর, শীতল, মল-মূত্ররোধক, সুগন্ধি এবং লঘুপাক।

কৃষ্ণবর্ণ মৃগকে এণ, তাম্রবর্ণ মৃগকে হরিণ এবং কৃষ্ণ অথবা তাম্রবর্ণ নহে তাহাকে অরঙ্গ বলে।

মৃগমাতৃকা প্রভৃতির মাংস গুণ।

শীত এবং রক্তপিত্তঘ্ন, সন্নিপাত, ক্ষয়, শ্বাস, কাস, হিক্কা ও অরুচি নাশক।

বিষ্কির মাংস গুণ।

লাব, তিত্তিরি, কপিঞ্জল, বর্ত্তীর বর্ত্তিক, বর্ত্তক, নপ্তৃকা, বাসীক, চকোর, নবিক, ময়ূর, ক্রকর, উপচক্র, কুক্কুট, সারঙ্গ, পরপত্রক, কুত্তিত্তিরি, কুবরগুক এবং যবমক আদি; ইহাদিগকে বিষ্কির জাতি বলে।

বিষ্কির জাতির মাংস,—লঘু, শীতল, মধুর, কষায় এবং দোষঘ্ন।

লাবমাংস গুণ।

সংগ্রাহী, অগ্নিকর, কষায়-মধুর, লঘু এবং বিপাকে কটুরস ও সন্নিপাতে হিতপ্রদ

তিত্তিরিমাংস গুণ

ঈষৎ গুরু, উষ্ণ, মধুর, বৃষ্য, মেধা এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর সর্ব্বদোষঘ্ন এবং বর্ণের প্রসাদনকর।

গৌর-তিত্তিরিমাংস গুণ।

তিত্তিরি মাংসের তুল্য গুণবিশিষ্ট, বিশেষত হিক্কা, শ্বাস এবং বায়ুনাশক।

কপিঞ্জল মাংস গুণ।

কপিঞ্জল মাংস অর্থাৎ চাতকের মাংস,—রক্তপিত্তঘ্ন, শীতল এবং লঘুপাক কফজ রোগে এবং বায়ুমন্দ হইলে ইহার মাংস ব্যবহেয়।

ক্রকরমাংস গুণ।

বায়ু এবং পিত্তঘ্ন, তেজস্কর, মেধা, অগ্নি এবং বলের বর্দ্ধনকর, লঘু ও স্বাদু।

উপচক্র মাংস গুণ।

উপচক্র অর্থাৎ চক্রবাক বিশেষ পক্ষির মাংস,—ক্রকর মাংসের সম-গুণশালী এবং কষায়, স্বাদু ও লবণ-রসবিশিষ্ট, ত্বক ও কেশের বৃদ্ধিকর এবং রুচিকর।

ময়ুরমাংস গুণ।

স্বর, মেধা, অগ্নি দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের দৃঢ়তাকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং বায়ুনাশক, বৃষ্য, স্বেদ, স্বর এবং বলবৃদ্ধিকর।

কুক্কুটমাংস গুণ।

বন কুক্কুট মাংস,—বৃংহণ, বায়ুরোগ, ক্ষয়, বমী এবং বিষম-জ্বরঘ্ন গ্রাম্য-কুক্কুট মাংস সম গুণকর কেবল গুরুপাক।

প্রতুদ মাংস বিজ্ঞান।

কপোত, পারাবত, ভৃঙ্গরাজ, পরভৃত, পরভৃতক, ষষ্টিক, কুলিঙ্গ, গৃহকুলি গোক্ষোড়ক, ডিণ্ডিম, মানক, শতপত্রক, মাতৃনিন্দক, ভেদাশী, শুক, সারিক বল্গুলী, গিরিশাল, হ্লাল, দুষক, সুগৃহী, খঞ্জরীটক, হারীত এবং দাত্যূহ আদি পক্ষীগণকে প্রতুদ জাতি বলে। ইহারা কষায়, মধুর, রুক্ষ ও ফলাহারী।

প্রতুদমাংস গুণ

প্রতুদ জাতিয় পক্ষির মাংস,—বায়ুকর, পিত্ত এবং শ্লেষ্মানাশক, শীতল, মূত্ররোধক এবং অল্প তেজস্কর।

ভেদাশীমাংস গুণ।

সর্ব্বদোষকর এবং মলের দোষজনক।

কানকপোত মাংস গুণ।

কানকপোত অর্থাৎ কাকের ছানার মাংস,—কষায়, স্বাদু এবং লবণরস-বিশিষ্ট, গুরুপাক।

পারাবত মাংস গুণ।

রক্তপিত্তঘ্ন, কষায়, বিশদ, বিপাকে মধুর এবং গুরুপাক।

কুলিঙ্গ মাংস গুণ।

কুলিঙ্গ অর্থাৎ ফিঙ্গার মাংস,—মধুর, স্নিগ্ধ, কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর। গৃহ কুলিঙ্গের মাংস,—রক্তপিত্তনাশক এবং অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকর।

গুহাশয় মাংস বিজ্ঞান।

সিংহ, সার্দ্দুল, বৃক, তরক্ষু, ঋক, দ্বীপী, মার্জ্জার, শৃগাল, মৃগ এবং এর্ব্বারুক আদি, ইহাদিগকে গুহাশয় পশু বলে।

গুহাশয় পশুর মাংস গুণ।

মধুর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্যসম্পন্ন এবং চক্ষুগুহ্য রোগীগণের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

প্রহন মাংস বিজ্ঞান।

কাক, কঙ্ক, কুরর, চাষ, ভাস, শশঘাতী অর্থাৎ বাজপক্ষী, উলুক, চিল্লী, শ্যেন ও গৃধ্র আদিকে প্রসহ বলে।

প্রসহমাংস গুণ।

এই প্রসহ জন্তু সমস্ত সিংহ আদি জন্তুগণের সম গুণবিশিষ্ট, রস, বীর্য্য এবং বিপাকে, বিশেষতঃ শোষরোগে বিশেষ হিতকর।

পর্ণমৃগ বিজ্ঞান।

মুদ্গা, মূষিক, বৃক্ষশায়িকা, বকুশ, পুতিঘাস এবং বাসব আদি, ইহাদিগকে পর্ণমৃগ বলে।

পর্ণমৃগমাংস গুণ।

মধুর, গুরুপাক, বৃষ্য, এবং শোষরোগের বিশেষ হিতকর। মলমূত্রের বৃদ্ধিকর, কাস, অর্শ এবং কাসঘ্ন। সমুদ্রজাত প্রাণী অপেক্ষা নদীজাত প্রাণী বিশেষ গুণবিশিষ্ট।

বিলেশয় বিজ্ঞান।

শ্বাবিধ শল্লক, গোধা, শশ; বৃষদংশ, লোপাক, লোমশ, কর্ণকদলী, মৃগপ্রিয়ক, অজগর, সর্প, মূষিক, নকুল এবং মহাবভ্র আদি; ইহাদিগকে বিলেশয় জন্তু বলে।

বিলেশয় মাংস গুণ।

তেজ এবং মূত্রের সন্ধানকর, উষ্ণবীর্য্য, পরিপাকে স্বাদু, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মা এবং পিত্তবৃদ্ধিকর ও কাস, শ্বাস এবং কৃশতানাশক।

শশমাংস গুণ।

কষায়-মধুর, পিত্ত এবং কফঘ্ন ও অত্যন্ত শীত বীর্য্য নহে, তজ্জন্য বায়ুর প্রকতা প্রাপ্ত করে।

গোধামাংস গুণ।

পরিপাকে মধুর, কষায়-কটুকী, বায়ু এবং পিত্তঘ্ন, বৃংহণ এবং বলবৃদ্ধিকর।

শল্লকমাংস গুণ।

স্বাদু, পিত্তঘ্ন, লঘু, শীতল এবং বিষঘ্ন।

মূষা [illegible] গুণ।

বায়ুরোগের হিতকর।

অজগরমাংস গুণ।

অর্শরোগের পক্ষে হিতকারী।

সর্পমাংস গুণ।

অর্শনাশক, বায়ুনাশক, [illegible], কৃমি এবং দূষী-বিষ অর্থাৎ মাকড়সাদির বিষ নিবারক, নেত্ররোগের হিতকর, পাকে মধুর এবং মেধা ও অগ্নির বর্দ্ধনকর। সর্পমাংসের মধ্যে দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাধারী সর্পের মাংস অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং পরিপাকে কটু, মধুর, নেত্রের হিতকর এবং মলমূত্র ও বায়ুর সন্ধনকর।

গ্রাম্য বিজ্ঞান।

অশ্ব, অশ্বতর, গো, খর, খর, উষ্ট্র, বস্ত, উরভ্র, মেদ এবং পুচ্ছকাদিকে গ্রাম্য বলে।

গ্রাম্য মাংস গুণ।

বায়ুনাশক, বর্দ্ধনকর, কফ এবং পিত্তকর, রসে এবং পাকে মধুর, [illegible]; এবং বলের বর্দ্ধনকর।

বস্তমাংস গুণ।

বস্তমাংস অর্থাৎ ছাগমাংস—অত্যন্ত শীতল নহে, গুরুপাক, স্নিগ্ধ পিত্ত-এবং কফের সমতাকারক, [illegible]রোগহর এবং পীনসরোগের শান্তিকর।

ঔরভ্রমাংস গুণ।

ঔরভ্রমাংস অর্থাৎ মেষমাংস,—বৃংহণ, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাকর এবং গু পাক।

মেদ এবং পুচ্ছকমাংস গুণ।

মেষমাংসের সম গুণবিশিষ্ট এবং বৃষ্য।

গব্যমাংস গুণ।

শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় ও বিষম-জ্বরয়, শম এবং অধিক অগ্নির পা হিতকর, পবিত্র এবং বায়ুনাশক।

একশফ মাংস।

গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর-গৌরভ এবং চমরী আদি অর্থাৎ যাহাদিগে খুর দ্বিখণ্ডিত নহে। ইহাদিগের মাংস সলবণ হইলে মেষমাংসের সমগু বিশিষ্ট এবং অল্প শ্লেষ্মাকারী হয়।

জাঙ্গল-বর্গ আট প্রকার যে বলা হইয়াছিল তাহা সমুদায় বলা হইল।

যে সকল পশু কিম্বা পক্ষী লোকালয়ের কি জলাশয়ের অধিক দু থাকে, তাহাদিগের মাংস অল্প শ্লেষ্মাকর এবং যে সকল পশু কিম্বা প লোকালয়ের কিম্বা, জলাশয়ের অত্যন্ত নিকটে থাকে, তাহাদিগের মা শ্লেষ্মাকর।

এক্ষণে আনুপবর্গ অর্থাৎ সজলদেশবাসীদিগের কথা বলা হইবে।

আনুপবর্গ বিজ্ঞান।

আনুপবর্গ পাঁচ প্রকার। যথা; কূলচর, প্লব, কোশস্থ, পাদী মৎস্য।

কূলচারবর্গ বিজ্ঞান।

গজ, গবয়, মহিষ, রুরু, চমর, সৃমর, রোহিত, বরাহ খড়্গী, গোক কালপুচ্ছ, কোজ, ন্যঙ্কু ন্যঙ্কু অরণ্য-গবয় আদি; ইহাদিগকে কূল পশু কহে।

কুলচরবর্গের মাংস গুণ।

বায়ু-পিত্তঘ্ন, বৃষ্য, রসে এবং পাকে মধুর, শীতল, বলকর, স্নিগ্ধ এবং মূত্র কফের বৃদ্ধিকর।

গজ-মাংস গুণ।

বিরুক্ষণ, লেখনকর, উষ্ণ-বীর্য্য পিত্তবৃদ্ধিকর, স্বাদু, অম্ল এবং লবণ-রস-বিশিষ্ট ও শ্লেষ্মা ও বায়ু নিবারক।

গবয়মাংস গুণ।

স্নিগ্ধ, মধুর, কাসঘ্ন পরিপাকে মধুর এবং স্ত্রীসংর্গের বর্দ্ধনকর।

মহিষমাংস গুণ।

স্নিগ্ধ, উষ্ণ এবং মধুর, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক, গুরুপাক; নিদ্রা, পুংস্ত্ব বল এবং স্তন্যবৃদ্ধিকর ও মাংসের দৃঢ়তা উৎপাদক।

রুরুমংস গুণ।

মধুর পশ্চাৎ কষায়, বাতপিত্তঘ্ন, গুরুপাক ও শুক্রের বৃদ্ধিকর।

চমরমাংস গুণ।

স্নিগ্ধ, মধুর, কাসঘ্ন, পরিপাকে মধুর এবং বায়ুপিত্তঘ্ন।

সৃমরমাংস গুণ।

মধুর পশ্চাৎ কষায়, বায়ুপিত্তঘ্ন, গুরুপাক এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর।

বরাহমংস গুণ।

স্বেদকর, বর্দ্ধনকর, বৃষ্য, শীতল, তৃপ্তিকর, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্রম ও বায়ু নাশক এবং বলবৃদ্ধিকর।

খড়্গীমাংস গুণ।

খড়্গী গণ্ডারকে বলে। গণ্ডারমাংস,—কফঘ্ন কষায়, বায়ুনাশক, বিরুক্ষণ, পিত্তকর পবিত্র, আয়ুষ্কর এবং মূত্ররোধক।

গো-কর্ণমাংস গুণ।

মধুর, স্নিগ্ধ, মৃদু, কফকর, পরিপাকে মধুর এবং রক্ত-পিত্তঘ্ন।

প্লববর্গ বিজ্ঞান।

হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ, চক্রবাক, কুরর, কাদম্ব, কাদম্ব, জীবঞ্জীবক, বক, বলাকা, পুণ্ডরীক, প্লব, শবারীমুখ, নন্দীমুখ কদম্ব, উৎক্রোশ, কাচাক্ষ, মল্লিকাক্ষ, শুক্লাক্ষ, পুষ্করশায়ী, কাকোনাল কাম্বু, কুক্কুটিকা, মেষরাব এবং শ্বেত চরণাদি; ইহাদিগকে প্লব কহে। ইহারা জলে ভাসিয়া কিম্বা সাঁতা-ইয়া বেড়ায়।

প্লববর্গের মাংস গুণ।

রক্তপিত্তঘ্ন, শীতল স্নিগ্ধ, বৃষ্য, বৃষ্য, বায়ুনাশক, মলমূত্রের বর্দ্ধক এবং রসেও পাকে মধুর।

কোশস্থবর্গ বিজ্ঞান।

শঙ্খ, শঙ্খনখ, শুক্তি এবং শাম্বুকাদি; ইহাদিগকে কোশস্থবর্গ কহে।

পাদীবর্গ বিজ্ঞান।

কূর্ম্ম, কুম্ভীর, কর্কটক, কৃষ্ণকর্কটক এবং শিশুমার আদি, ইহাদিগকে পাদীবর্গ বলে।

শঙ্খ এবং কূর্ম্ম প্রভৃতির মাংস গুণ।

রসে এবং পাকে মধুর, বায়ুনাশক, শীতল, স্নিগ্ধকর, পিত্তের হিতকর, তেজোবৃদ্ধিকর এবং শ্লেষ্মার বর্দ্ধনকর।

কৃষ্ণ-কর্কটকমাংস গুণ।

ঈষদুষ্ণ, বায়ুনাশক এবং বলকর।

শুক্ল-কর্কটমাংস গুণ।

সন্ধানকর মলমূত্রকর এবং বায়ু ও পিত্তঘ্ন।

মৎসবর্গ বিজ্ঞান।

মৎস্য দুই রূপ। যথা; নদীজাত এবং সমুদ্রজাত। অপর ক্ষুদ্র কূপ-জাত এবং বাপীজাত। সরোবরজাত এবং তড়াগাদি-জাত মৎস্য জানিতে হইবে।

নদীজাত মৎস বর্গ।

রোহিত, পাঠীন, (অর্থাৎ বোয়াল) পাটলা, রাজীব (অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য বিশেষ) (বর্ম্মি অর্থাৎ বানি-মৎস্য) গোমৎস, কৃষ্ণমৎস্য বাগুজার, মুরল ও সহস্র দংষ্ট্র আদি; ইহাদিগকে নদীজাত মৎস্য বলে।

নদীজাত মৎস গুণ।

মধুর, গুরুপাক, এবং বায়ুনাশক; রক্তপিত্তকর, উষ্ণ, বৃষ্য, স্নিগ্ধ এবং অল্প তেজস্কর।

রোহিতমৎস গুণ।

মধুর, অর্থাৎ কষায়, বায়ুনাশক, এবং অল্প পিত্তবৃদ্ধিকর। ইহারা শষ্প অর্থাৎ নূতন ঘাস এবং শৈবল অর্থাৎ শেওলা ভক্ষণ করে।

পাঠিন মৎস গুণ।

(অর্থাৎ বোয়াল মৎস্য শ্লেষ্মকর) বৃষ্য, এবং নিদ্রাকর। ইহারা অম্ল পিত্তকে দূষিত করে, এবং কুষ্ঠ রোগ উৎপাদক। ইহাদিগকে মাংসাশী জানিবে।

মুরগ মৎস গুণ।

বৃংহণ, বৃষ্য, স্তন্য এবং শ্লেষ্মকর।

রায়মৎস গুণ।

মধুর, ধাতুপোষক, শুক্র এবং ধাতু বৃদ্ধিকর।

সরল পুঁটিমৎস গুণ।

স্নিগ্ধ এবং মুখরোগ ও কর্ণরোগ নাশক।

ঈষৎ পাণ্ডুর মৎস গুণ।

মধুর, স্নিগ্ধ, ধারক এবং শুক্রবৃদ্ধিকর।

জিয়লমৎস গুণ।

স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্র এবং কফ বৃদ্ধিকর।

শকুনমৎস গুণ।

মধুর, ধারক, রুক্ষ, এবং আম ও পিত্তের পক্ষে হিতকারী।

মাগুর মৎস গুণ।

বায়ু নাশক, স্নিগ্ধ এবং গৃহ দোষঘ্ন।

বর্ম্মিমৎস গুণ।

গুরুপাক, ধাতুপোষক, কষায় রস বিশিষ্ট এবং পিত্তঘ্ন।

ফলইমৎস গুণ।

স্বাদু, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, বল এবং শুক্র বৃদ্ধিকর।

চিঙ্গড়ীমৎস গুণ।

গুরুপাক, ধারক, মধুররস, বলর্দ্ধক, মেধ এবং রক্তপিত্তের হিতকারী ধাতুপোষক, রুচিকর এবং কফ ও বায়ুর বৃদ্ধিকর।

বাইন মৎসগুণ।

মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর, কফ এবং বায়ুনাশক।

চেং মৎসগুণ।

লঘুপাক, বাতরোগের হিতকর, এবং রুচিকর।

গড়ুইমৎস গুণ।

মধুর, রুক্ষ, কষায়, শীতল এবং লঘুপাক।

শঙ্করমৎস গুণ।

বাতঘ্ন, স্নিগ্ধ এবং শুক্র ও বল বৃদ্ধিকর।

বাটামৎস গুণ।

স্বাদু, গুরুপাক, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর এবং বায়ু ও কফ নাশক।

এলেঙ্গামৎস গুণ।

মধুর, ধাতুপোষক, ধারক এবং কফ ও বায়ু নাশক।

বেলেমৎস গুণ।

লঘুপাক, রুক্ষ, এবং বায়ুবৃদ্ধিকর।

চিচিঙ্গা বেলেমৎস গুণ।

লঘুপাক, মধুর, স্বাদু, পিত্তঘ্ন এবং বলকর।

মিরিগমৎস গুণ।

মধুর, ধারক অগ্নির পক্ষে হিতকর এবং গুরুপাক।

শূসকমৎস গুণ।

মধুর, এবং বলকর।

চম্পককুন্দমৎস গুণ।

গুরুপাক, ধাতু পুষ্টিকর, মধুর, বাতপিত্তের পক্ষে হিতকারী।

দাড়িকামৎস গুণ।

কফঘ্ন, তিক্তরস, বাত পিত্তের হিতকর এবং লঘুপাক।

টেঙ্গরামৎস গুণ।

রুক্ষ, আমকারী, কফনাশক এবং লঘুপাক।

চিঙ্গড়ি মৎস গুণ।

মধুর, প্রিয়, বায়ুনাশক, শ্লেষ্মাকর এবং গুরুপাক।

খলিসামৎস গুণ।

ধারক, কষায়, বায়ুর কোপ বৃদ্ধিকর।

গঙ্গাড়িমৎস গুণ।

অজীর্ণকর, গুরুপাক, এবং শ্লেষ্মাবৃদ্ধিকর।

পুঁটিমৎস গুণ।

তিক্ত, কটু, স্বচ্ছ, শুক্রবৃদ্ধিকর, কফ এবং বায়ুনাশক, স্নিগ্ধ, মুখরোগ এবং কুষ্ঠরোগের পক্ষে হিতকর।

মৎস কূর্ম এবং পক্ষী আদির অণ্ডগুণ।

স্বাদু, অজীর্ণকর, কটুপাকী, রুচিকর বাত ও শ্লেষ্মার পক্ষে হিতকর।

দগ্ধমৎস গুণ।

সমুদায় মৎসদগ্ধ,—গুরুপাক, ধাতুপুষ্টিকর শুক্রবৃদ্ধিকর, প্রাণবায়ু বৰ্দ্ধক, ক্ষীণশুক্র এবং জ্বরাব্যক্তি ও নিত্য স্ত্রী সঙ্গমকারী ব্যক্তি; ইহাদের পক্ষে তৈল এবং লবণ মিশ্রিত দগ্ধ মৎস্য ভক্ষণ করা বিধেয়। সকল মৎস্য পত্রে বেষ্টন করিয়া কৰ্দ্দম দ্বারা লেপ দিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিলে তাহাকে দগ্ধমৎস কহে। ভাজামৎস দগ্ধমৎস অপেক্ষা গুণে কিঞ্চিৎ ন্যূন জানিবে।

সরোবর-তড়াগ জাত মৎস গুণ।

স্নিগ্ধকর, এবং মধুর রস বিশিষ্ট।

মহাহ্রদ জাত মৎস গুণ।

বলকর।

স্বল্প জল জাত মৎস গুণ।

বলকর নহে।

সমুদ্রজাত মৎস বর্গ।

তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ, পাকমৎস, নিরালক, নন্দিবারলক, মকর, গর্গরক, চন্দ্র, মহামীন, এবং রাজীবাদি, ইহাদিগকে সামুদ্রিক অর্থাৎ সমুদ্র-জাত মৎস কহে।

সমুদ্রজাত মৎস গুণ।

গুরুপাক, স্নিগ্ধ, মধুর; অল্প পিত্তবৃদ্ধিকর, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, শুক্রস্কর, ও শ্লেষ্মা বর্দ্ধনকর। সমুদ্রজাত-মৎস-সকল মাংস ভক্ষণ করে, তজ্জন্য বিশেষ বলশালী হয়।

ক্ষুদ্রকূপজাত ও কূপজাত মৎস গুণ।

বায়ুনাশক, ইহারা সামুদ্রিক মৎস্য অপেক্ষা অধিক গুণ বিশিষ্ট।

বাপী-জাত মৎসগুণ।

স্নিগ্ধ, পরিপাকে স্বাদু; ইহারা ক্ষুদ্রকূপ এবং কূপজাত-মৎস অপেক্ষা অধিক গুণ বিশিষ্ট।

নদীজাত মৎস গুণ।

ইহারা মুখ এবং ন্যাজনাড়িয়া বিচরণ করে, তজ্জন্য ইহাদিগের মধ্যদেশ গুরুপাক।

সরোবর এবং তড়াগজাত মৎস গুণ।

ইহাদিগের শিরোভাগ অর্থাৎ মুড়ো বিশেষ লঘু।

যে সকল মৎস মৃত্তিকার অদূরে বিচরণ করে, এবং যে সমস্ত মৎস উৎসের অর্থাৎ নির্ঝরের জল পান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদিগের শিরোভাগের অল্পভাগ ভিন্ন অপর সকল শরীরই অত্যন্ত গুরুপাক।

সরোবর জাত মৎসগণের অধোভাগ সমুদায়ই, গুরুপাক এবং তাহারা উরোদেশ সঞ্চালন করিয়া ভ্রমণ করে, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব অর্দ্ধ অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ভাগ লঘুপাক জানিবে।

সজলদেশবাসী অত্যন্ত শ্লেষ্মাকারী।

অধম মাংস বিজ্ঞান।

মাংস বর্গের মধ্যে শুষ্ক অর্থাৎ শুঁটকি, পুতিগন্ধ বিশিষ্ট অর্থাৎ পচা-পীড়িত, বিষাক্ত সর্পদ্বারাহত, বিষলিপ্ত, অস্ত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ, জীর্ণ অর্থাৎ পাকা, কৃশ, বাল, এবং যাহার আপন আপন প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারী; এই সকলের মাংস অভক্ষ্য অর্থাৎ ভক্ষণ করিবেনা।

অধম মাংস গুণ।

শুষ্ক মাংস,—অরুচিকর, প্রতিশ্যায়কর, এবং গুরুপাক। বিষ অথবা ব্যাধি দ্বারা হত এরূপ জন্তুর মাংস ভোজনে মৃত্যু হইয়া থাকে। বাল অর্থাৎ তরুণ জন্তুর মাংসে ছর্দ্দি জন্মে, জীর্ণ মাংসে,-কাস এবং শ্বাসরোগ উৎপন্ন হয়। পীড়িত জন্তুর মাংসে ত্রিদোষের উন্নতি হয়। ক্লিন্ন অর্থাৎ ক্লেদযুক্ত মাংসে,-বমী হইয়া থাকে, কৃশ জন্তুর মাংসে,-বায়ু কুপিত হয়।

উত্তম মাংস বিজ্ঞান।

চতুষ্পদ অর্থাৎ চারিপাযুক্ত জন্তুদিগের মধ্যে স্ত্রীর অর্থাৎ মাদীর মাংস শ্রেষ্ঠ। পক্ষীদিগের মধ্যে পুরুষের অর্থাৎ মর্দ্দায় মাংস শ্রেষ্ঠ। বৃহৎ আকার জন্তুর মধ্যে ক্ষুদ্রাকারদিগের মাংস শ্রেষ্ঠ, ক্ষুদ্র আকার জন্তুরদিগের মধ্যে বৃহৎ আকারদিগের মাংস শ্রেষ্ঠ এবং এক জাতীয় জন্তুদিগের মধ্যে মহাশরীর বিশিষ্ট জন্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রশরীর জন্তু শ্রেষ্ঠ।

জন্তুদিগের শরীরের ধাতু এবং স্থানের লঘু গুরু বিজ্ঞান।

রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র; এই ধাতু সমূহের মধ্যে পর পর গুরুতর। রক্ত অপেক্ষা মাংস, মাংস অপেক্ষা মেদ, মেদ অপেক্ষা অস্থি, অস্থি অপেক্ষা মজ্জা এবং সর্ব্বাপেক্ষা শুক্র গুরুতর হয়।

উরু, স্কন্ধ, ক্রোড় শিরঃ পাদ, কর, কটি, পৃষ্ঠদেশ, চর্ম্ম, কালেয়ক, যকৃৎ এবং অন্ত্র; এই সমূহের মধ্যে শিরঃ স্কন্ধ, কটী, পৃষ্ঠ, এবং আত্মকক্ষের দুই উরু, পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুতর। অর্থাৎ শিরঃ অপেক্ষা স্কন্ধ স্কন্ধ অপেক্ষা কটী কটী অপেক্ষা পৃষ্ঠ এবং পৃষ্ঠ অপেক্ষা আত্মকক্ষের দুই উরু লঘুতর হয়।

সমুহ প্রাণীরই শরীরের মধ্যে মধ্য স্থান গুরু। পুরুষ প্রাণীর পূর্ব্বভাগ এবং স্ত্রী প্রাণীর অধোভাগ গুরু। পক্ষী জাতির উরু; এবং গ্রীবা গুরু। পক্ষী সকল উর্দ্ধে পাক্ষ নিক্ষেপ করে, তজ্জন্য তাহাদিগের মধ্যভাগ সমান। ফল-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত রুক্ষ। মাংসাশী পক্ষীদিগের মাংস অত্যন্ত বর্দ্ধনকর। মৎস্য-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস পিত্ত বৃদ্ধি কর। ধান্য-ভোজী পক্ষীদিগের মাংস বাতঘ্ন।

জলচর, সজল-দেশ জাত, গ্রাম্য, মাংস-ভোজী, একশফ প্রসহ, বিল-বাসী, জঙ্গাল, প্রতুদ এবং বিষ্কির; এই সমুহ জন্তু পর পর লঘু এবং পর পর অল্প শ্লেষ্মাকারী। অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশ-জাত, সজল-দেশজাত অপেক্ষা গ্রাম্য, গ্রাম্য অপেক্ষা মাংস-ভোজী, মাংসভোজী অপেক্ষা একশফ একশফ অপেক্ষা প্রসহ, প্রসহ অপেক্ষা বিলবাসী, বিলবাসী অপেক্ষা জঙ্গাল, জঙ্গাল অপেক্ষা প্রতুদ এবং প্রতুদ অপেক্ষা বিষ্কির লঘুতর জানিবে। ইহা ব্যতীত জন্তু সমুহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব লঘু এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব অল্প শ্লেষ্মাকারী হয়।

স্ব স্ব জাতির মধ্যে প্রমাণাধিক জন্তুসমূহ স্বল্প বলকর এবং গুরুপাক। সমস্ত প্রাণীর সমস্ত দেহ হইতে যে সকল প্রাধানতম যকৃৎ প্রদেশবর্ত্তী সেই সকল গ্রহণ করাই বিধেয়, প্রধান অভাবে মধ্যম, তাহার অভাবে সদ্যো-জাত অক্লিষ্ট মাংস ব্যবস্থেয়।

মাংস বিজ্ঞান সমাপ্ত।

মৎস্যাদি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বিজ্ঞান।

পটোলপত্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

জীর্ণজ্বর এবং বাতশ্লেষ্মা নাশক।

পটোল সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

কফ এবং পিত্তঘ্ন, প্রিয়, রুচিকর, এবং অগ্নি, তৃষ্ণা, জ্বর, মেহ এবং বিসর্প রোগ নাশক।

বার্ত্তাকু সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

সুপথ্য কফ এবং পিত্তঘ্ন অগ্নিকর রুচিকর এবং বাযুনাশক।

তৈলের সহিত সিদ্ধ মৎস গুণ।

প্রিয়, রুচিকর, এবং লঘুপাক

ঘৃতের সহিত সিদ্ধ মৎস গুণ।

গুরুপাক, এবং অগ্নিনাশক

কলার গেড়ো সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

বাতপিত্তঘ্ন, ধাতু পুষ্টিকর কষায়, মধুর, রুচিকর এবং গুরুপাক

মৎস্যের ঘণ্ট গুণ।

ধাতুপুষ্টিকর, দোষাকর, এবং গুরুপাক।

কাচড়া সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

স্বাদু, বাতঘ্ন, ধারক; অগ্নিকর, রুচিকর, শূলঘ্ন, রক্ত মাংস বৃদ্ধিকর অনাচ্চ) বায়ুনাশক, ধাতপুষ্টিকর, কষায়, মধুর, প্রিয়, পিত্তঘ্ন এবং রুচিকর।

শাক সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

তিক্ত, রুচিকর, এবং কফপিত্তনাশক।

কুলেখাড়া সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

আমলা জ্বর, শোথ এবং জ্বরঘ্ন; অগ্নি বৃদ্ধিকর, জীর্ণজ্বর নাশক, লঘুপাক শ্লেষ্মা পাণ্ডু এবং মেহনাশক।

কুষ্মাণ্ড সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

ধাতু বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, মেহ এবং ক্রিমনাশক।

শশাসংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

মূত্র বৃদ্ধিকর।

গিমা সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

কফপিত্ত নষ্টকর।

মূলাসংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

রুচিকর, অগ্নিকর, এবং ক্রিমি কুষ্ঠ মলবদ্ধ, এবং কফ ও বায়ুনাশক।

শুকমূলা সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

কফ ও বায়ুনাশক এবং ধাতু পুষ্টিকর।

বড়ী সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

ধাতু পুষ্টিকর, এবং রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, মেহ, ক্রিমি, এবং বিষঘ্ন।

আম্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

শূল, উদরকম্প, বাতশ্লেষ্মা এবং কোষ্ঠবদ্ধ নাশক; প্রিয়, পাচক, এবং রুচিকর।

তেতুল সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

উষ্ণ, বদ্ধমল এবং কফনাশ; অগ্নিকর এবং রুচিকর।

ইক্ষ্বাক সহিত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

মধুর, প্রিয় এবং অজীর্ণ জন্য বায়ুনাশক।

ইক্ষ্বাকমূল সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

রুচিকর।

কালকাসুন্দাপত্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

ধারক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

শুশুণী সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

আমবাতঘ্ন।

সোন্দালিয়া পত্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

আমবাত, কটুশূল, এবং কোষ্ঠবদ্ধ নাশক; অর্শের হিতকর।

লাউয়ের সহিত চিঙ্গড়া মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

মধুর গুরুপাক, মূত্রবৃদ্ধিকর, মলভেদক, রুচিকর এবং কফ দারক।

কাসন্দি সংযুক্ত মৎস্যে ব্যঞ্জন গুণ।

প্রিয়, রুচিকর, কফপিত্ত এবং শূলনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, এবং বাতজন্য
নাশক।

আদ্রক সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

মলবদ্ধ, উদরকম্প, বাতশ্লেষ্মা, এবং বেদনা নাশক; রুচিকর এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

আকনাদি পত্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

অর্শনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর, রুচিকর এবং পাকে মধুর।

আমরুল সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

কফ, বাত এবং আমশূল নাশক; ধারক, অগ্নিকর, প্রিয়, রুচিকর এবং বায়ুর অধোকারী।

আমানি সহিত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ।

দীপক, রুচিকর কফ-বায়ু নাশক, প্রিয় এবং স্বাদু।

—০—

ফল বিজ্ঞান।

অম্লবর্গ।

দাড়িম, আমলক, বদর, (১) কোল, (২) কর্কন্ধু (৩) সৌবীর (৪) সিঞ্চিতিকা ফল (৫) কপিথ (৬) মাতুলুঙ্গ (৭) আম্র, আম্রাতক, (৮) করমর্দ্দ (৯) পিয়াল, লকুচ (১০) ভব্য (১১) পরাবত (১২) বেত্রফল প্রাচীনামলক, তিন্তিড়ী (১৩) নীপ, (১৪) কোশাম্র (১৫) অম্লিকানারঙ্গ এবং জম্বীরাদি; ইহাদিগকে অম্লবর্গ বলে।

অম্লবর্গ ফল গুণ

অম্লরস বিশিষ্ট, গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য, পিত্তজনক, বায়ুনাশক, কফ উৎক্লেশ কর।

---

১ খেজাকুল। ২ বদরী ফল। ৩ ক্ষুদ্র বদর। ৪ মহাবদর। ৫ শমী। ৬ কয়েতবেল। ৭ টাবালেবু। ৮ আমড়া। ৯ করমচা। ১০ মাদার। ১১ চা… ১২ গাবফল। ১৩ তেঁতুল। ১৪ কদম। ১৫ কেঁওড়া।

দাড়িম্ব ফল গুণ।

পশ্চাৎ কষায় রস, অল্প পিত্তকর, অগ্নিকর, রুচিকর মুখপ্রিয়, তেজের অবরোধ কর। দাড়িম্ব দুইপ্রকার। যথা। মধুর এবং অম্ল। মধুর হইলে ত্রিদোষের অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের শান্তিকর, এবং অম্ল হইলে কফ এবং বায়ুর শান্তিকর হয়।

আমলকী ফল গুণ।

মধুর রস বিশিষ্ট, অম্ল, তিক্তকষায়, কটু, সারক নেত্রের হিতকারী, সকল দোষের শান্তিকর এবং বৃষ্য। আমলকফলের অম্লতার দ্বারা বায়ুর শান্তি হয়, মাধুর্য্য এবং শীতলতার দ্বারা পিত্তের শান্তি হয় এবং রুক্ষ ও কষায় ভাবের দ্বারা শ্লেষ্মার শান্তি হয়।

এই আমলকী ফল সকল ফলের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

আমলকী বীজশস্য গুণ।

কষায় মত্ততাজনক এবং আমলকীর গুণ বিশিষ্ট।

হরিতকী ফল গুণ।

হরীতকী সপ্তপ্রকার। স্নেহ পানে জীবন্তী, ক্ষয়রোগে রোহিণী, সকল কর্ম্মে বিজয়া, লেপনে পুতনা, বিরেচনে অমৃতা, নেত্ররোগে অভয়া এবং কার্য্যে, কনিকা ব্যবহার করা বিধেয়। হরীতকী লবণ সংযুক্ত হইলে বায়ু নষ্ট, মধু সংযোগে পিত্তনষ্ট, এবং শুণ্ঠী সংযোগে কফ নষ্ট এবং গুড় সংযোগ, সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি নষ্ট করে।

হরীতকী বীজশস্যগুণ।

চক্ষুর হিতকারী এবং বাতপিত্তঘ্ন।

বহেড়া ফল গুণ।

ভেদী, তীক্ষ্ণ, এবং উষ্ণ; বিরস, এবং ক্রিমিনাশক, চক্ষুর হিতকারী এবং কেশ স্বাদু, কষায় রসবিশিষ্ট, এবং কফ পিত্তনাশক।

বহেড়া বীজশস্য গুণ।

পিপাসা, ছর্দ্দি, কফ এবং বায়ু নাশক, এবং মধুপাক

ত্রিফলা গুণ।

ত্রিদোষঘ্ন, এবং মল ভেদকর।

কুল এবং সেহাকুল ফল গুণ।

কফ এবং বায়ুনাশক; পাক হইলে,—স্নিগ্ধ, মধুর রস বিশিষ্ট এবং পিত্তঘ্ন হয়। শুষ্ক হইলে,—বায়ুরোগ নষ্টকরে এবং পুরাণ হইলে, তৃষ্ণাও শ্রম নাশক এবং অগ্নি ও লঘুপাক হয়।

কুলবীজশস্য গুণ।

মধুর রস বিশিষ্ট, পিত্ত, ছর্দ্দি, এবং তৃষ্ণা নাশক।

কর্কন্ধু, কোল এবং বদর ফল।

অপক্ক কর্কন্ধু, কোল, এবং বদর,—পিত্ত ও কফ বৃদ্ধিকর। ঐ সকল পক্ক হইলে,—স্নিগ্ধ মধুর, সারক, এবং বায়ুপিত্তের শান্তিকর হয়।

পুরাতন কুল গুণ।

তৃষ্ণার শান্তিকর, শ্রম নাশক, অগ্নিকর এবং লঘু।

সৌবীর ও বদর গুণ।

স্নিগ্ধ, মধুর এবং বায়ুপিত্তের শান্তিকর।

সিম্বিতিকা ফল গুণ।

অর্থাৎ শমীফল। কষায়, স্বাদু, সংগ্রাহী, এবং শীতল।

কপিত্থ ফল গুণ।

অর্থাৎ কয়েতবেল। অপক্ক কপিত্থ,—স্বরের অহিতকর, কফনাশক, সংগ্রাহী, এবং বায়ুবৃদ্ধিকর। পক্ক কপিত্থ,—বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, অম্লরস বিশিষ্ট এবং গুরুপাক।—শ্বাস কাস এবং অরুচি নাশক, তৃষ্ণা নিবারক, এবং কণ্ঠ শোধনকর।

মাতুলুঙ্গ-ফল গুণ।

অর্থাৎ টাবালেবু। লঘুপাক, অম্লরসবিশিষ্ট, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং মুখপ্রিয়। মাতুলুঙ্গের ত্বক(১) তিক্ত, বিলম্বে জীর্ণ হয়, এবং কফ বায়ু ও ক্রিমিনাশক। মাতুলুঙ্গের মাংস(২) মিষ্ট, শীতল, গুরু স্নিগ্ধকারী, মেধজনক, বায়ু ও পিত্ত দমনকারী, শূল ও বায়ুরোগঘ্ন, এবং ছর্দ্দি, শ্লেষ্মা ও অরুচি নাশক। মাতুলুঙ্গের কেশর,—অগ্নিকর লঘু, সংগ্রাহী এবং গুল্ম ও অর্শরোগঘ্ন। মাতুলুঙ্গের রস, শূল অজীর্ণ, মলমূত্র বদ্ধ মন্দাগ্নি এবং কফ বায়ুর শান্তিকর। মাতুলুঙ্গ অরুচি রোগে বিশেষ হিতকর।

পাতিলেবু ফল গুণ।

সুগন্ধি, স্বাদু, অম্ল, রুচিকর ছর্দ্দিনাশক এবং অপিত্তকর।

গোঁড়ালেবু ফল গুণ।

কিঞ্চিৎ মধুর, অত্যন্ত পিত্তকর, গুরুপাক। পক্ক গোঁড়ালেবু—অগ্নি কফ বায়ু এবং কোষ্ঠবদ্ধ নষ্টকর।

কমলালেবু ফল গুণ।

শীতল, শ্লেষ্মার প্রকোপকর, মুখের বৈস্বাদহর, রুচিকর, স্বাদু, গুরুপাক, স্নিগ্ধ এবং বাতপিত্তঘ্ন।

নারাঙ্গা লেবু গুণ।

গুরুপাক, তৃপ্তিকর, ঈষৎ মধুর রস বিশিষ্ট, বলকর, এবং বায়ুনাশক।

আম্র ফল।

কচিআম্র,—পিত্ত এবং বায়ু বৃদ্ধিকর। যে আম্রের কেসর জন্মিয়াছে, পিত্তকর, মুখপ্রিয়, বর্ণকর, রুচিকর, রক্তমাংস এবং বলবৃদ্ধিকর, মধুর, পশ্চাৎ কষায়, বায়ু নাশক; তেজোবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক। পক্ক আম্র পিত্তের বিরোধী, শুক্রবৃদ্ধিকর, তেজের বৃদ্ধিকর, মধুর, বলকর, গুরু, এবং নিজে অজীর্ণ করিয়া আপনি জীর্ণ।

---

১ ছাল। ২ শাঁস।

আম্রাতক ফল গুণ।

অর্থাৎ আমড়া। বৃষ্য সস্নেহ এবং শ্লেষ্মার বৃদ্ধিকর। (মতান্তরে) আমড়া,—তৃপ্তিজনক, বলকর, বাতরোগ এবং অজীর্ণকারক।

পানী আমড়া ফল গুণ।

ধারক, স্বাদু, অম্ল এবং রুচিকর।

কামরাঙ্গা গুণ।

তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুপাক, অম্ল এবং পিত্তকর।

লকুচ ফল গুণ।

(অর্থাৎ মাদার ফল) ত্রিদোষ এবং বিষ্টম্ভকর ও শুক্রনাশক।

করমর্দ্দ ফল গুণ।

(অর্থাৎ করমচা) অম্ল রসবিশিষ্ট তৃষ্ণানিবারক, রুচিকর ও পিত্তকর।

পিয়াল ফল গুণ।

বায়ু পিত্তঘ্ন, বৃষ্য, গুরু এবং শীতল।

ভব্যফল গুণ।

(অর্থাৎ চালতা) মুখপ্রিয়, স্বাদু, কষায় ও অম্ল রসবিশিষ্ট এবং মুখশোধক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, মল সংগ্রাহকর, গুরু, বিষ্টম্ভী ও শীতল।

পারাবৎ ফল গুণ।

(অর্থাৎ গাব ফল) মধুর, রুচিকর, অত্যাগ্নি, এবং বায়ু নাশক।

নীপ ও প্রাচীন আমলক ফল গুণ।

(প্রাচীন আমলক অর্থাৎ পাকা আমলক) ইহারা সর্ব্বরোগ নাশক।

আমাতিন্তিড়ী ফল গুণ।

(অর্থাৎ কাচা তেতুল) বায়ুনাশক, পিত্ত এবং শ্লেষ্মাকারী।

পক্ক তিন্তিড়ী ফল গুণ।

মল সংগ্রাহক উষ্ণ, অগ্নিকর, রুচিকর, এবং কফ ও বায়ু দমনকারী।

কোষাম্র ফল গুণ।

(অর্থাৎ কেওড়া ফল) তিন্তিড়ী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণবিশিষ্ট।

অম্লিকা ফল গুণ।

(অর্থাৎ তেঁতুল বিশেষ) পক্ক হইলে,—পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট এবং ভেদক।

নারঙ্গ ফল গুণ।

মধুর রস বিশিষ্ট অম্লরস, হৃদ্য, বিশদ, এবং অরুচি নাশক, বাতনাশক, দুর্জ্জর অর্থাৎ আশু জীর্ণ হয় না এবং গুরুপাক।

জম্বীর ফল গুণ।

তৃষ্ণা, শূল, কফ উৎক্লেশ, ছর্দ্দি এবং শ্বাসঘ্ন, বাতশ্লেষ্ম এবং বিবন্ধঘ্ন গুরুপাক এবং পিত্তকর।

ঐরাবত ফল গুণ।

(অর্থাৎ লেবু বিশেষ) অম্লরস বিশিষ্ট, দন্তের জড়তাকারক এবং রক্ত পিত্তকর।

ক্ষীরবৃক্ষ ফল বর্গ।

ক্ষীরবৃক্ষ-ফল,—জাম্বব, রাজদন, তোদন, তিন্দুক বকুল, ধম্বন, অশ্মন্তক অশ্বকর্ণ, ফলগু পরূষক, গাঙ্গেরুকী পুষ্করবর্ত্তী বিল্ব এবং বিম্বী আদি ফল। ইহারা—শীতল কফ এবং পিত্তঘ্ন, মল সংগ্রাহক রুক্ষ এবং কষায় মধুর।

ক্ষীরবৃক্ষ ফল গুণ।

ক্ষীরবৃক্ষ,—অর্থাৎ বট যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, শিরীষ এবং পাকুড়; এই পাঁচটী বৃক্ষকে কহে। ইহাদিগের ফল,—গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, কষায়, অম্লরস বিশিষ্ট এবং মধুর ও বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

আম্রাতকফল গুণ।

অধিক বায়ুবৃদ্ধিকর, মল সংগ্রাহক, এবং কফ ও পিত্তঘ্ন।

রাজাদন ফল গুণ।

স্নিগ্ধ, স্বাদু, কষায় এবং গুরুপাক।

তোদন ফল গুণ।

কষায়, মধুর, রুক্ষ এবং কফ বায়ুশান্তিকর; অম্ল, উষ্ণ, লঘু সংগ্রাহী স্নিগ্ধ; পিত্ত এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

তিন্দুক ফল গুণ।

অপক্ক তিন্দুক,—কষায় সংগ্রাহী, বায়ুবৃদ্ধিকর এবং বিপাকে লঘু। পক্ক তিন্দুক,—মধুর এবং কফ ও পিত্তঘ্ন।

বকুল ফল গুণ।

মধুর, কষায়, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, দন্তের দৃঢ়তাকারক এবং প্রসন্নকর।

ধন্বন ফল গুণ।

কষায়, হিম, স্বাদু এবং বায়ু ও কফঘ্ন।

গাঙ্গেরুকী ও অশ্বস্তক ফল গুণ।

(গাঙ্গেরুকী অর্থাৎ গোরক্ষ চাউলিয়া) এবং অশ্বস্তক অর্থাৎ অরটা ফল। ইহারা বকুল ফলের সম গুণবিশিষ্ট।

ফল্গু ফল গুণ।

(অর্থাৎ কাক ডুমুর) বিষ্টম্ভী, মধুর, স্নিগ্ধ, হৃদ্য, শুক্রকর, গুরু, অতিশয় অম্ল এবং মধুর, পশ্চাত কষায় রসবিশিষ্ট এবং লঘু।

পরূষক ফল গুণ।

অর্থাৎ ফলসাফল। অপক্ক পরূষফল,—বাতঘ্ন এবং পিত্তঘ্ন। পক্ক পরূষফল, মধুর এবং বাতপিত্তঘ্ন।

পুষ্করবর্ত্তী ফল গুণ।

(অর্থাৎ পদ্মবীজ) স্বাদু, বিষ্টম্ভী, বলকর, কফকর, গুরু, পরিপাকে মধুর, শীতল, এবং রক্তপিত্ত পরিষ্কারক।

বিল্বফল গুণ।

অর্থাৎ বেল, অপক্ক বেল,—কফ এবং বায়ু নিবারক, তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ গ্রাহী, দীপন, কটু তিক্ত, কষায় এবং উষ্ণ। পাক বেল,—পশ্চাৎ মধুর রস বিশিষ্ট, গুরুপাক বিদাহী, বিষ্টম্ভকর এবং দোষকারী।

অশ্বকর্ণ এবং বিম্বীফল গুণ।

স্তন্যকারক, কফ এবং পিত্তঘ্ন; তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস শ্বাস এবং ক্ষয়ঘ্ন।

তাল আদি ফল বর্গ।

তাল, নারিকেল, পনস, এবং মোচাদি ফল সমূহ পরিপাকে এবং রসে মধুর-রসবিশিষ্ট; বাত পিত্তঘ্ন, বলপ্রদ, স্নিগ্ধকর এবং হিমগুণবিশিষ্ট।

তাল ফল।

স্বাদুরস, গুরুপাক, এবং পিত্তঘ্ন। তালবীজ,—অর্থাৎ তালের আঁটী; পরিপাকে মধুর, মূত্রবৃদ্ধিকর, এবং বায়ু ও পিত্তঘ্ন।

তাল আঁটির শস্য গুণ।

মধুর শীতল, গুরুপাক এবং পিত্তঘ্ন।

তালাঙ্কুর গুণ।

গুরুপাক, কফ এবং শ্লেষ্মনাশক রুচিকর, শীতল, প্রস্রাব বৃদ্ধিজনক এবং বায়ু বৃদ্ধিকর।

নারিকেল ফল গুণ।

গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন স্বাদু, শীতল, বল এবং মাংস বৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয় হৃদ্য এবং বস্তিশোধন কর।

নারিকেল শস্য গুণ।

গুরুপাক, স্নিগ্ধ, পিত্তঘ্ন, স্বাদু, বল এবং মাংস কারক, মনোহর, ধাতু-পোষক; এবং শুদ্ধিকারক; বিশেষতঃ কোমল নারিকেলশস্য,—পিত্তজ্বর মূত্রদোষ, তৃষ্ণা ছর্দ্দি, দাহ এবং রক্তপিত্ত রোগঘ্ন।

পনস ফল গুণ।

অর্থাৎ কাঁটাল। কষায় রস বিশিষ্ট, মধুরস, স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক।

মোচ ফল গুণ।

অর্থাৎ কদলী। স্বাদুরস বিশিষ্ট, কষায়, বিশেষ শীতল নহে, রক্তপিত্তঘ্ন, বৃষ, রুচিকর শ্লেষ্মজনক এবং গুরুপাক।

দ্রাক্ষা কাশ্মর্য্য (১) মধুক-পুষ্প ও খর্জ্জুরাদি ফল গুণ।

রক্ত পিত্তঘ্ন, গুরু এবং মধুর।

দ্রাক্ষা ফল গুণ।

সারক, স্বরের হিতকর, মধুর, স্নিগ্ধ, শীতল, রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা। দাহ এবং ক্ষয় রোগঘ্ন।

কাশ্মর্য্য ফল গুণ।

হৃদ্য; মূত্রবদ্ধের শান্তিকর, রক্তপিত্ত এবং বায়ু নাশক, কেশের হিতকর, রসায়ন এবং মেধাজনক।

মধুক পুষ্প এবং ফল গুণ।

মধূকপুষ্প,—পুষ্টিকর, মুখের অপ্রিয় এবং গুরু। ইহার ফল,—বায়ু এবং পিত্তঘ্ন।

বাতামাদি ফলবর্গ।

বাতাম, (২) আক্ষোড় (৩) রুচিমুক, নিচল (৪) পিচু (৫) নিকোচক (৬) এবং উরুমাণ আদি,—পিত্তশ্লেষ্মা নাশক, স্নিগ্ধ, অথচ উষ্ণ, গুরুপাক বৃংহণ, বায়ু নাশক, বলকারক ও মধুর রসবিশিষ্ট।

---

(১) গম্ভারী।

২ বাদাম। ৩ আক্ষোট্‌ফল। ৪ হিজ্জলবেতস ৫ মদনাফল।

৬ আকোড়ফল।

লবলী-ফল গুণ।

(অর্থাৎ লোয়াড়িফল) কষায়, কফ এবং পিত্তঘ্ন কিঞ্চিৎ তিক্তরস বিশিষ্ট, রুচিকর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, এবং বিশদ।

বসার ফল গুণ।

অর্থাৎ গজপিপ্পলী ফল,—পাকে শীতল, ব্রণকর, মলমূত্র রোধক, বিষ্টম্ভী, দুর্জর, রুক্ষ, শীতল, বায়ুর প্রকোপকর, বিপাকে মধুর এবং রক্তপিত্তঘ্ন।

টঙ্কফল গুণ।

(অর্থাৎ নীলকপিথ ফল) শীতল, কষায়, মধুর, বায়ুর প্রকোপকর এবং গুরুপাক।

ইঙ্গুদী ফল গুণ।

স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ, তিক্ত অথচ মধুর, এবং বাতশ্লেষ্মা নাশক।

শমীফল গুণ।

গুরুপাক, স্বাদু, রুক্ষ উষ্ণ, এবং কেশঘ্ন।

শ্লেষ্মাতক ফল গুণ।

(অর্থাৎ বহুবার ফল) গুরুপাক, কফকারী, মধুর এবং শীতল।

করীর আদি ফল গুণ।

করীর (১) অক্ষক এবং পীলু। ইহারা তৃণশূন্য ফল।—স্বাদু, তিক্ত কটু এবং উষ্ণ; কফ এবং বায়ুনাশক।

পীলুফল গুণ।

তিক্ত, পিত্তকর সারক, বিপাকে কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তৈলাক্ত, এবং কফ ও বায়ু শান্তিকর।

তুবরক ফল গুণ।

ব্রণকর, কষায় এবং পরিপাকে কটু এবং উষ্ণ; কৃমি, জ্বর, আনাহ, মেহ এবং উদাবর্ত্তরোগ নাশক।

করঞ্জাদি ফল গুণ।

করঞ্জ কিংশুক ও অরিষ্ট ফল,—কুষ্ঠ, গুল্ম, উদরী, এবং অর্শরোগঘ্ন; পরিপাকে, কটু এবং কৃমিও প্রমেহ রোগের শান্তিকর।

---

১ কোঁড়া।

বিড়ঙ্গফল গুণ ।

রুক্ষ, উষ্ণ, পরিপাকে কটু, লঘু, বায়ু এবং কফঘ্ন, তিক্ত, বিষের পক্ষে অল্পহিতকারী এবং ক্রমিনাশক ।

অভয়া ফল গুণ ।

(অর্থাৎ চম্পাদেশ জাত পঞ্চশিরা হরীতকী) ব্রণের হিতকর, উষ্ণ, সারক, মেধ্য, দোষঘ্ন, শোফ ও কুষ্ঠঘ্ন, কষায়, অগ্নিকর, অম্ল, এবং নেত্রের হিতকর ।

অক্ষফল গুণ ।

অর্থাৎ বয়ড়া । ভেদকর, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণ স্বরের ব্যাঘাতকর, ক্রিমিনাশক, নেত্রের হিতকর, পরিপাকে স্বাদু, কষায়, এবং কফ ও পিত্তঘ্ন ।

পূগফল গুণ ।

অর্থাৎ সুপারি । কফ এবং পিত্তঘ্ন, রুক্ষ, মুখের ক্লেদ এবং মল নাশক, কষায়রস বিশিষ্ট, মধুর এবং অল্প সারক ।

জাতিকোশ ফল গুণ ।

জাতিকোশ (১) কর্পূর, জাতিফল, (২) কটুক, (৩) কাক্কোলক (৪) এবং লবঙ্গ । এই সকল ফল, তিক্ত, কটু, কফঘ্ন, লঘু, তৃষ্ণানাশক এবং মুখের ক্লেদ এবং দুর্গন্ধ নাশকর ।

কর্পূর গুণ ।

তিক্তরস, বিশিষ্ট, সুরভি, শীতল, এবং লঘুপাক । পিপাসা এবং মুখশোষে মুখের বিরসতা জন্মিলে বিশেষ হিতকর ।

লতা কস্তুরিকা গুণ ।

কর্পূরের তুল্য গুণ সম্পন্ন শীতল এবং বস্তির শোধন কর ।

পিয়াল-মজ্জা গুণ ।

মধুর, বৃষ্য, বায়ু এবং পিত্তঘ্ন ।

---

১ জয়িত্রী । ২ জায়ফল । ৩ কুটকা । ৪ কাঁকলা ।

বিভাতকী মজ্জা গুণ।

মত্ততাজনক, কফ এবং বায়ুনাশক।

কোল মজ্জা গুণ।

কষায়, মধুর, পিত্তয় ছর্দ্দি এবং বায়ুনাশক।

আমলকী মজ্জা গুণ।

কোলমজ্জা সম গুণ সম্পন্ন।

বীজপুরকাদির মজ্জা গুণ।

বীজপূরক (১) শম্পাক (২) এবং কোশাম্র মজ্জা,—পরিপাকে স্বাদু, অগ্নিকর, বলকর, স্নিগ্ধ এবং পিত্ত ও বায়ুনাশক।

যে যে ফলের যেরূপ বীর্য্য বলা হইয়াছে, সেই সেই ফলের মজ্জারও তদ্রূপ বীর্য্য জানিতে হইবে।

যে সমস্ত ফলের কথা লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ফল পরিপক্ক অবস্থাতেই বিশেষ গুণকারী হয়, কেবল বিল্ব ফল অপরিপক্ক সময়ে বিশেষ গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

যে সমস্ত ফল ব্যাধিবিশিষ্ট, অথবা কীটক্ষত, কিম্বা অত্যন্ত পরিপক্ক কি অসময়ে জন্মে, অথবা বিপরীত ঋতুতে উৎপন্ন হয়, সে সমস্ত ফল ব্যবহার যোগ্য নহে।

ফলবর্গ সমাপ্ত।

শাক বর্গ।

পুষ্পফলাদি।

পুষ্পফল (৩) অলাবু (৪) এবং কালিন্দকাদি শাক বর্গ জানিবে। তাহারা পিত্তনাশক, বায়ু এবং অল্প কফের বর্দ্ধনকর, মলমূত্র জনক এবং রস পাকে, স্বাদু।

---

১ টাবালেবু। ২ কেঁদাল। ৩ কুমড়া। ৪ লাউ।

পুষ্পফল গুণ।

অর্থাৎ সাদা কুষ্মাণ্ড,—বাল হইলে, (অর্থাৎ কচি হইলে) পিত্ত মধ্য অবস্থায়,—কফকর, এবং পাক হইলে—লঘু, উষ্ণ, সক্ষার, অগ্নিকর বা শোধনকর, সকল প্রকার দোষঘ্ন, হৃদ্য এবং মানসীক বিকারে পথ্য।

কালিঙ্গ গুণ।

দৃষ্টি এবং শুক্রের ক্ষয়কারী, কফ এবং বাতের বর্দ্ধনকারী।

অলাবু ফল গুণ।

(অর্থাৎ লাউ) মল ভেদক, রুক্ষ, গুরুপাক, ও অত্যন্ত শীতল।

তিক্ত অলাবু গুণ।

(অর্থাৎ তিতলাউ, হৃদ্য)।

বামনী অলাবু গুণ।

(অর্থাৎ বাউনে লাউ) বাত পিত্তঘ্ন।

ত্রপুস আদি।

ত্রপুস (১) এর্ব্বারু (২) কর্কারু (৩) ও শীর্ণবৃন্ত (৪) আদি দ্বারা,-গুরুপাক, বিষ্টম্ভী, শীতল, স্বাদু, কফকর, মলমূত্রজনক, সক্ষার এ মধুর।

ত্রপুস ফল গুণ।

(অর্থাৎ শশা) কচি এবং নীলবর্ণ হইলে পিত্তঘ্ন, এবং পক্ক হই কফকর এবং পাণ্ডুরোগ জনক, অম্ল, ও বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর।

এর্ব্বারু ও কর্কারু।

অর্থাৎ কাঁকুড় ও লালাকুমড়া (লালকুমড়াকে বিলিতি কুমড়া বলে) প হইলে,—কফবাতের বর্দ্ধনকর, সক্ষার, মধুর, অগ্নিকর অর্থাৎ অধিক পি কর নহে।

শীর্ণবৃন্ত।

(অর্থাৎ তরমুজ) সক্ষার, মধুর, কফের শান্তিকর, ভেদক, লঘু, অগ্নিক হৃদ্য এবং অনাহ ও অষ্ঠিলা রোগের হিতকর।

---

১ শশা। ২ কাঁকুড়। ৩ লালকুমড়া। ৪ তরমুজ।

পিপ্পল্যাদি বর্গ গুণ।

পিপ্পলী, মরিচ, শৃঙ্গবের, (১) আদ্রক, (২) হিঙ্গু, জীরক, কস্তুম্বুরু (৩) অজমোর, সুমুখ, সুরসা, অর্জ্জক, ভূস্তৃণ, সুগন্ধ, কাসমর্দ্দ, (৪) কালমাল (৫) কুঠের (৬) ক্ষবক (৭) খরপুষ্প (৮) শিগ্রু (৯) মধুশিগ্রু (১০) ফণিজ্জক (১১) সর্ষপ, রাজিকা (১২) কুলাহল (১৩) বেণু, গণ্ডীর, জলপর্ণিকা (১৪) বর্ষাভূ (১৫) চিত্রক, মূলক, পোতিকা লশুন, পলাণ্ডু এবং কলায় আদি। ইহারা—কটু, উষ্ণ, রুচিকর, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, এবং বিবিধরূপ পাকের সংস্কারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পিপ্পলী এবং আদ্রক গুণ।

শ্লেষ্মাজনক, গুরুপাক, স্বাদু এবং শীতল। শুষ্ক হইলে,—কফ এবং বায়ুর শান্তিকর, বৃষ্য, অথচ পিত্তজনক নহে। পাক্য (অর্থাৎ লবণ বিশেষ) সহ সংযোগে,—স্বাদু, গুরুপাক, এবং শ্লেষ্মাস্রাবী। শুষ্ক হইলে, কটু, উষ্ণ, অবৃষ্য এবং কফ বাতঘ্ন।

শ্বেত মরিচ গুণ।

অধিক উষ্ণবীর্য্য অধিক শীতবীর্য্য নহে, সকল রূপ মরিচ অপেক্ষা বিশেষ গুণকারী, এবং নেত্রের হিতকারী।

শুণ্ঠী গুণ।

কফ বাতঘ্ন, কটু, পাকে মধুর, বৃষ্য, উষ্ণ, রুচিকর, স্নেহ বিশিষ্ট, লঘু এবং অগ্নিকর।

আদ্রক গুণ।

কফ বাতঘ্ন, স্বরের হিতকর, বিবন্ধ, আনাহ এবং শূলের শান্তিকর; কটু, উষ্ণ রুচিকর, হৃদ্য এবং বৃষ্য।

---

১ শুণ্ঠী। ২ আদা। ৩ ধনে। ৪ কালকাসুন্দে। ৫ কৃষ্ণজীরক। ৬ পলাশবৃক্ষ। ৭ অপামার্গ। ৮ বর্ব্বরীশাক। ৯ সজিনা। ১০ রক্ত সজিনা। ১১ তুলসী বিশেষ। ১২ শ্বেতসর্ষপ। ১৩ কুকুরশোঁকা। ১৪ রক্তচন্দন। ১৫ পুনর্নবা।

হিঙ্গু গুণ।

লঘু, উষ্ণ, পাচক, অগ্নিকর, কফ এবং বাতঘ্ন কটু, স্নিগ্ধ সারক, তীক্ষ্ণ, শূল, অজীর্ণ এবং কোষ্ঠের কঠিনতা নাশক।

জীরক এবং কৃষ্ণজীরক গুণ।

তীক্ষ্ণ; উষ্ণ, কটুপাক রুচিকর পিত্ত এবং অগ্নি বর্দ্ধনকর।

কারবী এবং উপকুঞ্চি গুণ।

(অর্থাৎ তেজপত্র এবং ছোট এলাইচ) জীরক এবং কৃষ্ণজীরকের সম গুণকর। ইহারা ব্যঞ্জনাদি আহারীয় দ্রব্য প্রস্তুত কালে ব্যবহৃত হয়।

আদা এবং কুস্তুম্বরী।

ইহারা একত্রিক হইলে,—স্বাদু, সৌগন্ধ বিশিষ্ট, ও হৃদ্য। শুষ্ক হইলে পাকে মধুর, স্নিগ্ধ, তৃষ্ণা এবং দাহের শান্তিকর, সকল দোষ নাশক, কটু, অল্পতিক্ত, এবং নাড়ী পথের শোধন কর।

জম্বীর গুণ।

পাচক, তীক্ষ্ণ, কৃমি, বাত, এবং শ্লেষ্মার শান্তিকর। সুগন্ধি অগ্নিকর, রুচিকর, এবং মুখের বৈশদ্যকারী অর্থাৎ নির্ম্মলত্যকারী।

সুরস গুণ।

কফ, বায়ু, বিষ, শ্বাস, কাস এবং দুর্গন্ধনাশক, পিত্তকর, এবং পার্শ্ব শূল নাশক।

সুমুখ গুণ।

পূর্ব্বোক্ত সুরসের তুল্য গুণকারী, অধিকন্তু বিশেষ শান্তিকর।

সুরস, অর্জ্জক, এবং ভূস্তৃণ।

পাকে কটু, মধুর রসযুক্ত, কফ বায়ুর শান্তিকর, পাচক এবং কণ্ঠশোধন কর।

কাসমর্দ্দ গুণ।

(অর্থাৎ কালকাসুন্দে)। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সুরসাদির তুল্য গুণকারী, অধিকন্ত মত্তিষ্ক এবং পিত্তঘ্ন।

ইহাতে,—হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, কোষ্ঠরোধকতা, গুল্ম, অরুচি, কাস এবং শোফের শান্তি হয়, এবং অর্শ, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, কাস, কৃমি ও কফের শান্তি হয়।

পলাণ্ডু গুণ।

অর্থাৎ পিয়াজ। অত্যন্ত উষ্ণ বীর্য্য নহে, বায়ুর শান্তিকারী, কটু, তীক্ষ্ণ গুরুপাক, অধিক শ্লেষ্মাকর নহে, বলকর, পিত্তকর এবং অল্প অগ্নিকর। ক্ষীর-পলাণ্ডু,—স্নিগ্ধ, রুচিকর, ধাতুর স্থৈর্য্য কারী, বলকর, মেধা, কফ এবং পুষ্টিসাধনকারী, পিচ্ছিল, স্বাদু, গুরুপাক, এবং রক্তপিত্তের পক্ষে হিতকর।

কলায়-শাক গুণ।

কফ এবং পিত্তঘ্ন, বায়ুর প্রকোপকর, গুরুপাক, কষায়, অম্লরস, এবং পাকে মধুর।

চুচ্চু আদি গুণ।

চুচ্চু (১) পূতিকা (২) তরুণী (৩) জীবন্তী, বিম্বীতিকা, নন্দী, ভল্লাতক, ছাগলান্ত্রী, বৃক্ষাদনী, ফঞ্জী (৪) শাল্মলী, শেলু, বনস্পতি, প্রসব, শণ, কর্ব্বুদার, ও কোবিদার আদি। ইহারা, কষায়, তিক্ত, অথচ স্বাদু, রক্তপিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু বর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী এবং লঘু।

চুচ্চু গুণ।

লঘুপাক, কৃমিনাশক, পিচ্ছিল, ব্রণের পক্ষে হিতকর, কষায়, মধুর, সংগ্রাহী এবং ত্রিদোষঘ্ন।

জীবন্তী গুণ।

অর্থাৎ জিয়নষষ্ঠি। নেত্রের হিতকরী, এবং সর্ব্বোদোষ হরা।

বৃক্ষাদনী গুণ।

অর্থাৎ পরগাছা। বাতনাশক।

ফঞ্জী গুণ।

অল্প বলকর।

---

(১) শাক বিশেষ। (২) পুঁই। (৩) ঘৃতকুমারী। (৪) বামনহাটী।

ক্ষীরবৃক্ষ, উৎপলাদি রস, এবং পল্লব গুণ।

শীতল, সংগ্রাহী, এবং রক্তপিত্ত রোগে হিতকর।

পুনর্ণবাদি গুণ।

পুনর্ণবা, বরুন, তর্কারী (৫) উরুবুক (৬) বৎসাদনী (৭) ও বিল-শাকাদি; ইহারা উষ্ণ, স্বাদু, তিক্ত এবং বায়ুর শান্তিকর। পুনর্ণবাশাক, অধিকন্তু শোথঘ্ন।

তণ্ডুলীয়ক আদি গুণ।

তণ্ডুলীয়ক, (৮) উপোদিকা (৯) অশ্ববলা, চিল্লী, পালক্য (১০) ও বাস্তুক (১১) ইত্যাদি; ইহারা মল-মূত্রজনক, সক্ষার মধুর, অল্প বাত-শ্লেষ্মার প্রকোপকর, এবং রক্তপিত্তঘ্ন।

তণ্ডুলীয়কাশাক গুণ।

অর্থাৎ নটেশাক। অত্যন্ত শীতল, রুক্ষ, রসে ও পাকে মধুর, রক্তপিত্ত এবং মত্ততার শান্তিকর এবং বিষনাশক।

উপোদিকশাক গুণ।

অর্থাৎ কলম্বীশাক। রসে এবং পাকে মধুর, বৃষ্য, বাতপিত্ত ও মত্ততার পক্ষে হিতকর, সারক, স্নিগ্ধ, বলকর, শ্লেষ্মাজনক, এবং হিম।

বাস্তুকশাক গুণ।

অর্থাৎ বেতোশাক। কটুপাক, ক্রিমিঘ্ন, মেধ্য, অগ্নি এবং বলের বর্দ্ধনকর, সক্ষার, সকল প্রকার দোষের শান্তিকর, রুচিকর এবং সারক।

চিল্লীশাক গুণ।

বাস্তুক শাকের সম গুণ বিশিষ্ট।

পালক্যশাক গুণ।

অর্থাৎ পালঙশাক। নটেশাকের সম গুণকারী। অধিকন্তু বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্ররোধক, রুক্ষ, এবং পিত্ত শ্লেষ্মার পক্ষে হিতকর।

---

(৫) জয়ন্তী। (৬) এরণ্ড। (৭) গুড়চী। (৮) নটেশাক। (৯) কলম্বীশাক। (১০) পালঙশাক। (১১) বেতোশাক।

আম্ববলশাক গুণ।

রুক্ষ, এবং মলমূত্র ও বায়ুরোধক।

মণ্ডুকপর্ণী আদি গুণ।

মণ্ডুক-পর্ণী (১) সপ্তলা (২) সুনিষন্নক (৩) সুবর্চ্চলা (৪) ব্রাহ্মসু বর্চ্চলা, পিপ্পলী, গুড়ুচি, গোজিহ্বা (৫) কাকমাচী (৬) প্রপুন্নাড় (৭ অবল্গুজ (৮) শতীন (৯) বৃহতী ও কণ্টকারীর ফল, পটোল, বার্ত্তাকু কারবেল্লক, (১০) কটুকী, কাকেবুশ, উরুবুক (১) পর্পটক (১২) কিরাততিক্ত (১৩) কর্কোটক (১৪) অরিষ্ট (১৫) কোশাতকী (১৬) বেত্রকরীর (১৭) অটরূক (১৮) এবং অর্কপুষ্প ইত্যাদি।—ইহারা রক্ত-পিত্তঘ্ন হৃদ্য, লঘু এবং কুষ্ঠ, মেহ, জ্বর, শ্বাস, কাস, এবং অরুচির শান্তিকর।

মণ্ডুকপর্ণী গুণ।

অর্থাৎ মঞ্জিষ্ঠা কষায়, পিত্তঘ্ন, রসে এবং পাকে মধুর, হিম ও লঘু।

গোজিহ্বাশাক গুণ।

ইহা পুর্ব্বোক্ত মণ্ডুকপর্ণী তুল্য গুণ বিশিষ্টা।

সুনিষন্নকশাক গুণ।

অর্থাৎ সুষুণিশাক। অবিদাহী, ত্রিদোষঘ্ন, এবং সংগ্রাহী।

অবলগুজ গুণ।

অর্থাৎ সোমরাজ। তিক্ত, পাকেকটু এবং পিত্তশ্লেষ্মনাশক।

শতীনশাক গুণ।

অর্থাৎ ক্ষুদ্রমটরশাক। ঈষৎ তিক্ত, কটু, ত্রিদোষঘ্ন, অধিক উষ্ণ ও অধিক শীতল নহে এবং কুষ্ঠনাশক।

কাকমাচীশাক গুণ।

অর্থাৎ গুড়কামাইশাক। সতীন শাকের সম গুনকারী।

---

১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ পাকল। ৩ সুষুণিশাক। ৪ অতসী। ৫ গোজিহ্বালতা। ৬ গুড়কামাই। ৭ চাকন্দা বৃক্ষ। ৮ সোমরাজ। ৯ ক্ষুদ্রমটর। ১০ করলা ও উচ্ছে। ১১ এরণ্ড। ১২ ক্ষেৎপাপড়া। ১৩ চিরাতা। ১৪ কাঁকরোল ১৫ নিম্ব। ১৬ ঝিঙা। ১৭ বেতের ডাঁগা। ১৮ বাসক ফল।

বৃহতি ও কণ্ঠকারীর ফল গুণ।

কণ্ডু, কুষ্ঠ ও ক্রিমিঘ্ন কফ বাতের শান্তিকর, কটু, তিক্ত এবং লঘু।

পটোল গুণ।

কফপিত্তঘ্ন, ব্রণের হিতকর, উষ্ণ তিক্ত অথচ বায়ুর প্রকোপকর নহে; পাকে কটু, বৃষ্য রুচিকর, এবং অগ্নিকর।

বার্ত্তকী গুণ।

কফবাতঘ্ন, তিক্ত, রুচিকর, কটু লঘু এবং অগ্নিকর। বার্ত্তাকী পক্ক হইলে, ক্ষারবিশিষ্ট এবং পিত্তকর হইয়া থাকে।

কর্কোটক এবং কারবেল্লের গুণ।

অর্থাৎ কাকরোল এবং করলা-উচ্ছে। বার্ত্তাকীর তুল্য গুণকারী।

অটরূষক, বেত্রকরীর; গুড়ুচী নিম্ব, পর্পটক এবং কিরাততিক্ত গুণ।

অটরূষক অর্থাৎ বাসকফুল। বেত্রকরীর অর্থাৎ বেতের ডগা। পর্পটক অর্থাৎ ক্ষেতপাপড়া। কিরাততিক্ত অর্থাৎ চিরতা। এই সকল তিক্ত এবং পিত্তশ্লেষ্মার শান্তিকর।

বরুণ ও প্রপুন্নাড়শাক।

কফঘ্ন, রুক্ষ, লঘু, শীতল, এবং বাতপিত্তের প্রকোপকর।

কাসশাক গুণ।

ঐ রূপ গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু,—কটু অগ্নিকর, এবং গরলের শান্তিকর।

কৌসুম্ভশাক গুণ।

মধুর, রুক্ষ, উষ্ণ, শ্লেষ্ম নাশক এবং লঘু।

নালিকাশাক গুণ।

বায়ুর প্রকোপকর, মধুর এবং পিত্তনাশক।

চাঙ্গেরী গুণ।

গ্রহণী ও অর্শরোগের শান্তিকর, উষ্ণ, কষায়, মধুর, অগ্নিকর, এবং অম্লরসযুক্ত হইলে বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর হয়।

লোণিকাদি গুণ।

লোণিকা, জাতুকপর্ণী পত্তুর, জীরক সুবর্ষলা (১) কুরুবক (২) কঠিঞ্জর (৩) কুন্তলিকা (৪) কুরণ্টিকা এবং পীতঝিণ্টী আদি। এই সকল রসে এবং পাকে মধুর, শীতল; কফনাশক, অধিক পিত্তজনক নহে, পশ্চাত্ত লবন রস বিশিষ্ট, রুক্ষ, সক্ষার, বায়ুর প্রকোপকর এবং সারক।

কুন্তলিকাশাক গুণ।

অর্থাৎ গড়গড়ে, — মধুর, তিক্ত।

কুরুণ্টিকাশাক গুণ।

কষায় রসযুক্ত।

রাজক্ষবক এবং সটীশাক গুণ।

রাজক্ষবক অর্থাৎ রাইসরিষার শাক। ইহা সংগ্রাহী, শীতল এবং লঘু। ইহাদিগের দ্বারা কোন প্রকার দোষের হ্রাস কিম্বা বৃদ্ধি হয়না।

হরিমন্থশাকগুণ।

অর্থাৎ ছোলাশাক। রসে এবং পাকে মধুর, এবং দুর্জ্জর, অর্থাৎ শীঘ্র পাক হয়না।

কলায়শাক গুণ।

ভেদক মধুর, রুক্ষ এবং বায়ুর প্রকোপকর।

পূতিকরঞ্জের পত্র গুণ।

অর্থাৎ নাটাকরঞ্জের পত্র। — শিথিলকর, কটুপাক, লঘু, বাতশ্লেষ্মা নাশক শোথঘ্ন, এবং উষ্ণবীর্য্য।

তাম্বুলপত্র গুণ।

তীক্ষ্ণোষ্ণ, কটু এবং পিত্তবৃদ্ধিকর, সুগন্ধি, বিশদ, তিক্ত, স্বরের হিতকর বাতশ্লেষ্মা নাশক, শিথিলকর কটুপাক কষায়, অগ্নিকর, এবং বক্ত্র কণ্ঠ মলে ক্লেদ এবং দুর্গন্ধ আদি সংশোধন কর।

শাকবর্গ সমাপ্ত।

---

১ অতসী। ২ রক্তঝাঁটা। ৩ তুলসী। ৪ গড়গড়ে।

পুষ্প বর্গ।

কোবিদারাদি পুষ্প।

কোবিদার (অর্থাৎ রক্তকাঞ্চন) শণ এবং শাল্মলী পুষ্প; ইহারা মধুর, পাকে মধুর এবং রক্ত পিত্তঘ্ন।

বৃষাদি পুষ্প গুণ।

বৃষ অর্থাৎ বাসক, এবং অগস্ত্য অর্থাৎ বকপুষ্প ইহারা তিক্ত, পরিপাকে কটু, এবং ক্ষয়কাসঘ্ন।

মধুশিগ্রু আদির পুষ্প গুণ।

মধুশিগ্রু (অর্থাৎ রক্ত সজিনা) এবং করীর; ইহারা পরিপাকে কটু, বাতঘ্ন, এবং মলমূত্রের সঞ্চার কর।

অগস্ত্য পুষ্প গুণ।

অর্থাৎ বকপুষ্প।—অত্যন্ত শীতল অথবা অত্যন্ত উষ্ণ নহে। রাত্র্যন্ধ ব্যক্তির পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী।

রক্তপুষ্পাদির পুষ্প গুণ।

রক্তবৃক্ষ, নিম্ব, মুষ্কক, (অর্থাৎ ঘাটাপারুল) অর্ক এবং আসন; ইহাদিগের পুষ্প কফ এবং পিত্তঘ্ন।

কুটজ পুষ্প গুণ।

অর্থাৎ কুরচী। কুষ্ঠরোগ নাশক।

পদ্মপুষ্প গুণ।

ঈষৎতিক্ত, মধুর, শীতল, এবং পিত্ত ও কফঘ্ন।

কুমুদপুষ্প গুণ।

মধুর, পিচ্ছিল, স্নিগ্ধ, হর্ষজনক, এবং শীতল।

কুবলয় এবং উৎপল পুষ্প গুণ।

কুবলয় অর্থাৎ নীলকুমুদ এবং উৎপল অর্থাৎ নীলপদ্ম। ইহারা কুমুদ অপেক্ষা কথঞ্চিত ভিন্ন গুণ বিশিষ্ট।

সিন্ধুবারপুষ্প গুণ।

অর্থাৎ নিষিন্ধ পুষ্প। হিতকর, এবং পিত্তঘ্ন।

মালতী ও মল্লিকা পুষ্প গুণ।

তিক্ত রসযুক্ত, সদ্গন্ধ জন্য পিত্তঘ্ন।

বকুল পুষ্প গুণ।

সুগন্ধী বিশদ এবং হৃদ্য।

পাটলপুষ্প গুণ।

বকুলপুষ্পের সম গুণ বিশিষ্ট।

নাগ এবং কুঙ্কুম পুষ্প গুণ।

নাগ অর্থাৎ নাগকেশর। ইহারা শ্লেষ্ম পিত্ত, এবং বিষনাশক।

চম্পক পুষ্প গুণ।

রক্তপিত্তঘ্ন শীতল অথচ উষ্ণ এবং কফের পক্ষে হিতকর।

কিংশুক এবং কুরণ্টক পুষ্প গুণ।

কিংশুক অর্থাৎ পলাসপুষ্প এবং কুরণ্টক অর্থাৎ পীতঝিণ্টী। ইহারা কফ এবং পিত্তঘ্ন।

যে যে বৃক্ষের যে যে গুণ, সেই সেই পুষ্পের তদনুরূপ গুণ জানিবে।

মধুশিগ্রু এবং করীর গুণ।

কটু এবং শ্লেষ্মনাশক।

কবকাদি গুণ।

কবক, ক্ষুলেচর এবং বংশকরীর আদি। ইহারা [illegible] এবং মূত্রের সঙ্গ করে।

[illegible]বক গুণ।

কৃমিকর, পরিপাকে স্বাদু, পিচ্ছিল, বিদাহী, বায়ুবৃদ্ধিকর, এবং অত্যন্ত পিত্তশ্লেষ্মা কর নহে।

বংশকরীর গুণ।

অর্থাৎ বাঁসের কোঁড়া। কফকর, রসে এবং পাকে মধুর, বিদাহী, বা[illegible] কর, কষায় রসযুক্ত এবং রুক্ষ।

পলাল ইক্ষু, করীর, বেণু এবং ভূমিজাত উদ্ভিদ।

পলালজাত উদ্ভিদ গুণ।

অর্থাৎ খড়ের পোয়াজাত উদ্ভিত।—মধুর, পরিপাকে, মধুর, রুক্ষ এবং দোষঘ্ন।

ইক্ষুজাত উদ্ভিজ গুণ।

অর্থাৎ ইক্ষুর খোয়া চূর্ণ হইয়া থাকিলে তাহাতে যে কোরক উৎপত্তি হয়।—মধুর, পশ্চাৎ কষায় রস বিশিষ্ট, কটু এবং শীতল।

করীষজাত উদ্ভিদ গুণ।

অর্থাৎ ইক্ষুজাত উদ্ভিদের তুল্য শুষ্ক গোময় হইতে যে কোরক উৎপন্ন হয়।—ইহা ইক্ষুজাত উদ্ভিদের তুল্য গুণবিশিষ্ট, উষ্ণ, কষায় রস বিশিষ্ট এবং বায়ুর প্রকোপকর।

বেণুজাত উদ্ভিদ গুণ।

অর্থাৎ বাঁশের গায়ে শ্বেতবর্ণ ছাতার সম যে কোরক উৎপন্ন হয়। কষায় রস বিশিষ্ট এবং বায়ুর প্রকোপকর।

ভূমিজাত উদ্ভিদ গুণ।

গুরুপাক; এবং অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপকর নহে। ভূমি হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার ভূমির সম রস বিশিষ্ট হয়।

পিণ্যাক এবং তিল-কল্ক ইত্যাদির গুণ।

পিণ্যাক, তিল-কল্ক, স্থূলিকা এবং শুষ্ক শাক আদি, ইহারা সকল দোষের প্রকোপকর।

বটক গুণ।

সকল প্রকার বটক অর্থাৎ পিষ্টক বিশেষ, বিষ্টম্ভী ও বায়ুর প্রকোপকর।

সিণ্ডাকী গুণ।

বায়ুবৃদ্ধিকর, রুচিকর, সাস্র এবং অগ্নিকর।

সকল প্রকার শাক গুণ।

মলভেদক, গুরুপাক, প্রায়ই বিষ্টম্ভী, এবং রূক্ষ ঈষৎ কষায় রস বিশিষ্ট, মধুর রসও বলা যায়।

পুষ্প, পত্র, ফল নাল, এবং কন্দ গুণ।

ইহারা যথা ক্রমে গুরু। শর্কশ, অত্যান্তজীর্ণ, কীটক্ষত অবস্থান জাত এবং অকাল উৎপন্ন এ প্রকার পত্র ও শাক পরিত্যাগ করা বিধেয়।

কন্দ বর্গ।

বিদারীকন্দ, ভুমি কুষ্মাণ্ড, শতাবরী (১) বিস, মৃণাল, শৃঙ্গাটক (২) কশেরুক (৩) পিণ্ডালুক (৪) মধ্বালুক (৫) হস্ত্যালুক, কাষ্ঠালু, শঙ্খালুক (৬) রক্তালুক (৭) ইন্দিবর এবং উৎপলা কন্দ অর্থাৎ মুল ইত্যাদি। এই সকলের মুল,—রক্তপিত্তঘ্ন, শীতল, মধুর, গুরুপাক, শুক্র এবং স্তন্য বৃদ্ধিকর।

বিদারী কন্দ গুণ।

মধুর, বৃংহন, বৃষ্য, শীতল, স্বরের হিতকর, অত্যন্ত মুত্র বৃদ্ধিকর, বলকর এবং বায়ু-পিত্তঘ্ন।

শতাবরীকন্দ গুণ।

অর্থাৎ শতমুলী।—বাত-পিত্তঘ্ন, বৃষ্য, স্বদু, ও তিক্ত রসযুক্ত অত্যান্ত মুখপ্রিয়, মেধা, অগ্নি এবং বলের বর্দ্ধন কর। ইহার অঙ্কুর, গ্রহনী এবং অর্শ-বিকার শান্তিকর বৃষ্য, শীতল, এবং রসায়ন; কফ এবং পিত্তঘ্ন, এবং তিক্ত রস বিশিষ্ট।

বিস গুণ।

অর্থাৎ পদ্মাদির মৃনাল।—বিদাহী, রক্তপিত্তের শান্তিকর, বিষ্টম্ভী দুর্জ্জর রুক্ষ, বিরস এবং বায়ুবর্দ্ধনকর।

শৃঙ্গাটক এবং কশেরুক গুণ।

অর্থাৎ পানিফল এবং কেশুর। গুরুপাক, বিষ্টম্ভী এবং শীতল।

পিণ্ডালুক গুণ।

অর্থাৎ গোলআলু। কফকর গুরুপাক, এবং প্রকোপকর।

(১) শতমুলী। (২) পানিফল। (৩) কেশুর। (৪) গোলআলু (৫) মৌআলু (৬) শাঁখআলু। (৭) রাঙ্গাআলু।

সুরেন্দ্রকন্দ গুণ।

শ্লেষ্মানাশক, পরিপাকে কটু এবং পিত্তের বর্দ্ধককর।

বংশকরীর গুণ।

অর্থাৎ বাঁশের কোঁড়া।—গুরুপাক, কফ এবং বায়ুর প্রকোপকর।

স্থূল, সুরণ (১) এবং মানক (২) বর্গ॥

ঈষৎ কষায় রসযুক্ত, কটু, রুক্ষ, বিষ্টম্ভী, গুরুপাক, কফ এবং বায়ুর বৃদ্ধিকর। এবং পিত্তঘ্ন।

মানক গুণ।

অর্থাৎ মানকচু। স্বাদু, শীতল এবং গুরু। (মতান্তরে) স্বাদু, শীতল শোথনাশক এবং পাকে কটু।

স্থূলকন্দ গুণ।

অত্যন্ত উষ্ণ নহে।

সূরণ গুণ।

অর্থাৎ ওল। গুদকীল অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধরোগঘ্ন। (মতান্তরে) অগ্নি-বর্দ্ধক, রুচিকারক কফঘ্ন, লঘুপাক, ভোজনপথের পীড়াদায়ক, এবং অর্শ-রোগের হিতকর, বন্য ওল—ইহাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ বিশিষ্ট।

কচু গুণ।

সারক, কটু, আমবদ্ধ এবং বাত বৃদ্ধিকর।

কুমুদ, উৎপল, এবং পদ্মকন্দ গুণ।

ইহারা বায়ুর প্রকোপকর, কষায় রসযুক্ত, পিত্তঘ্ন, পরিপাকে মধুর এবং হিম গুণ সমন্ন।

বরাহীকন্দ গুণ।

শ্লেষ্মানাশক, রসে এবং পাকে কটু; মেহ, কুষ্ঠ এবং কৃমি-নাশক, বল-কর, বৃষ্য এবং রসায়ন।

---

১ ওল। ২ মানকচু।

তাল, নারিকেল এবং খর্জ্জুরাদি বৃক্ষের মস্তকের মজ্জা গুণ।

মজ্জা অর্থাৎ মাতি। ইহারা পাকে এবং রসে স্বাদু, রক্তপিত্তঘ্ন, শুক্রের বৃদ্ধিকর, বায়ুনাশক এবং কফের বৃদ্ধিকর।

নূতনজাত, ঋতু বিপর্য্যয়ে উদ্ভব, জীর্ণ, ব্যাধি বিশিষ্ট, কীটক্ষত, এবং যে সকল উত্তমরূপে বিরূঢ় না হয়, এ প্রকার কন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করা বিধেয়।

কন্দবর্গ সমাপ্তঃ।

লবণ বর্গ।

সৈন্ধব, সামুদ্র, বিড, সৌবর্চ্চক, রোমক এবং উদ্ভিদাদি লবণ সমস্ত পরং ক্রমে উষ্ণ, বাতঘ্ন এবং কফ ও পিত্তের প্রকোপকর। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে, স্নিগ্ধ, স্বাদু এবং মলমূত্রের সঞ্চয়কর।

সৈন্ধব লবণ গুণ।

নেত্রের হিতকর, মুখপ্রিয়, রুচিকর, লঘু, অগ্নি বৃদ্ধিকর, স্নিগ্ধ, মধুর রস বিশিষ্ট, বৃষ্য, শীতল, দোষঘ্ন এবং সর্ব্বপ্রকার লবণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বিট লবণ গুণ।

সক্ষার, অগ্নিকর, রুক্ষ, শূল এবং হৃদ্রোগঘ্ন, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও বায়ুর অনুলোম কর।

সৌবর্চ্চল লবণ গুণ।

অর্থাৎ কৃষ্ণ লবণ। পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, কটু, গুল্ম, শূল এবং বিবন্ধ হর, মুখপ্রিয়, সুরভি ও রুচিকর।

রোমক লবণ গুণ।

অর্থাৎ পাংশুলবণ। তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ, স্ত্রীসংসর্গের বর্দ্ধনকর, পাকে কটু, লঘু, বিষ্যন্দী, সূক্ষ্ম, মলভেদক এবং মূত্রকর।

উদ্ভিদ্ লবণ।

লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, উৎক্লেদী, সূক্ষ্ম, বায়ুর অনুলোমকর, তিক্ত কটু এবং দক্ষার।

গুটিকা লবণ গুণ।

কফ, বায়ু এবং ক্রিমির শান্তিকর, লেখনকর, পিত্তপ্রকোপকর, অগ্নিকর, পাচক এবং ভেদক।

উষক্ষার লবণ গুণ;

(অর্থাৎ ক্ষার মৃত্তিকা হইতে যে লবণ উৎপন্ন হয়) বালু.কর, ভলে মূল দেশস্থ আকর হইতে যে লবণ উৎপন্ন হয়) কটু এবং ছেদনকর।

যবক্ষারাদি গুণ।

যবক্ষার (অর্থাৎ যবের শূক ভস্ম করত যে লবণ প্রস্তত হয়) স্বর্জিকাক্ষার (অর্থাৎ সাজীমাটী) পাকিম, এবং টঙ্ক (অর্থাৎ সোহাগা) এই সকল গুল্ম, অর্শ গ্রহণী, কোষ, এবং শর্করাশ্মরী নাশক। সর্ব্বপ্রকার ক্ষারই পাচক এবং রক্তপিত্তকর।

স্বর্জিকা-ক্ষার এবং যবক্ষার গুণ।

অগ্নিতুল্য- শুক্র এবং শ্লেষ্মার দমনকারী অর্শ, প্লীহা এবং গুল্মরোগঘ্ন।

উষক্ষার গুণ।

উষ্ণ এবং বাতঘ্ন, প্রক্লেদী এবং [illegible]লনাশক।

পাকিম ক্ষার গুণ।

মূত্রবস্তি শোধনকর এবং মেদঘ্ন।

টঙ্কণ-ক্ষার গুণ।

রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধনকর, শ্লেষ্মনাশক, পিত্তকর, অগ্নিকর এবং তীক্ষ্ণ।

সুবর্ণ গুণ।

স্বাদু, হৃদ্য, বৃংহণ, রসায়ন, ত্রিদোষের প্রকোপকর, শীতল, নেত্রের হিতকর এবং বিষঘ্ন।

রূপ্য গুণ।

অম্ল-রসবিশিষ্ট, সারক, শীতল, স্নেহাক্ত এবং বায়ু-পিত্তঘ্ন।

তাম্র গুণ।

কষায়-রসবিশিষ্ট, মধুর, লেখনকর, শীতল এবং সারক।

কাংস্য গুণ।

তিক্ত-রসবিশিষ্ট, লেখনকর, নেত্রের হিতকর এবং কফ ও বায়ুর শান্তি-কর।

লৌহ গুণ।

বায়ুবর্দ্ধক, শীতল এবং তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফঘ্ন।

ত্রপু এবং সীসক গুণ।

ত্রপু অর্থাৎ রাং। ইহারা কটু এবং কৃমিনাশক, লবণ-রসবিশিষ্ট এবং লেখনকর।

মুক্তাদি গুণ।

মুক্তা বিদ্রুম (১) বজ্র (২) ইন্দ্রনীল, বৈদূর্য্য এবং স্ফটিক আদি মণি সমস্ত নেত্রের হিতকর, শীতল, লেখন এবং বিষঘ্ন।

উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিজ্ঞান।

অন্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

ষষ্টিকা, গোধূম, যব, লোহিত শালিধান্য, মুগ, আঢ়কী এবং মসূর। (ধান্য,-সংপূর্ণ এক বৎসরের হইলে) এবং অন্ন,—সংস্কৃত এবং অপর্য্যাসিত হইলে উৎকৃষ্ট জানিবে।

মাংসের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

লাব, তিত্তির, সারঙ্গ, কুরঙ্গ এণ, কপিঞ্জল, ময়ূর, বর্ম্মী এবং কূর্ম্ম। (মাংস,—মধ্যম বয়স্ক পশুর হইলে উৎকৃষ্ট জানিবে।

ফলের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

দাড়িম্ব, আমলক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জুর, পরূষক, পিয়াল এবং মাতুলুঙ্গ। (ফল,—যথাকালে উৎপন্ন হইলে উৎকৃষ্ট জানিবে।

১ পলা। ২ হীরক।

শাকের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

সতীন. বাস্তুক, চুচ্চুক, চিল্লী, মূলক, পোতিকা, মণ্ডুকপর্ণী এবং জীবন্তী। (শাক,—অশুষ্ক, তরুণ এবং নূতন হইলে উৎকৃষ্ট জানিবে।

ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

গব্য।

লবণের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

সৈন্ধব।

অম্লের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

আমলকী এবং দাড়িম্ব।

কটু রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

পিপ্পলী এবং শুণ্ঠী।

তিক্তরসের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

পটোল এবং বার্ত্তাকু।

মধুর রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

ঘৃত এবং ক্ষৌদ্র অর্থাৎ মধু।

কষায় রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

পূগফল এবং পরুষক।

ইক্ষু বিকারের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

শর্করা।

মদ্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট।

মধ্বাসব এবং মৈরেয়।

কৃতান্ন বিজ্ঞান।

লাজমণ্ড গুণ।

পাচক এবং অগ্নিকর। পিপ্পলী এবং শুণ্ঠী সংযুক্ত হইলে,—মুখপ্রিয় এবং বায়ুর অনুলোমকারী হয়। ঐ মণ্ড পেয় হইলে,—স্বেদ এবং অগ্নি-কর, লঘু, বস্তিশোধনকর; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি এবং গ্লানিনাশক এবং

অনুলোমকারী হইয়া থাকে। বিলেপী হইলে,—তৃপ্তিকর, মুখপ্রিয়, সংগ্রাহী, বলকর, স্বাদু, লঘু, অগ্নিকর এবং ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তিকর হয়।

যবমণ্ড গুণ।

হৃদ্য, তৃপ্তিকর, বৃষ্য, পুষ্টিকর এবং বলকর।

পায়স গুণ।

বিষ্টম্ভী (অর্থাৎ বায়ু এবং মলমূত্রাদির রোধক) বলকর, মেদ ও শ্লেষ্মাজনক এবং গুরুপাক।

কৃশরা গুণ।

অর্থাৎ খিচুড়ী।—কফ এবং পিত্তজনক, বলকর এবং বায়ুর শান্তিকর।

অন্ন প্রকরণ গুণ।

ধৌত, নির্ম্মল, শুদ্ধ, প্রিয়, সুগন্ধী, সুস্বিন্ন, উষ্ণ এবং সুপ্রস্রুত হইলে (অর্থাৎ নিঃশেষরূপে ফেন নিঃসারিত হইলে) অন্ন লঘু হয়। ধৌত প্রস্রুত অথবা স্বিন্ন না হইলে কিম্বা শীতল হইলে অন্ন গুরুপাক হইয়া থাকে।

অন্ন গুণ।

বলবৃদ্ধিকর, ধাতুপুষ্টিকর; প্রীতিজনক, শুক্রবৃদ্ধিকর, গুরু, ধাতু এবং ইন্দ্রিয় সকলের বলকারী, ক্ষুধা, কৃশতা এবং ক্ষয়তানাশক।

নূতন ভণ্ডুলান্ন গুণ।

শ্লেষ্মাকর, স্বাদু, সুস্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক এবং গুরুপাক।

পুরাতন ভণ্ডুলান্ন গুণ।

বিরস, রুক্ষ পথ্য এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

অতি উষ্ণান্ন গুণ।

বলনাশক এবং শীতল।

শুষ্কান্ন গুণ।

গুরুপাক এবং বিরস।

লপচ ও অসিদ্ধান্ন গুণ।

গ্লানিকর এবং গুরুপাক।

সদ্যোধৌতান্ন গুণ।

লঘুপাক, শীঘ্রপাকী এবং শীতল।

পর্য্যুসিতান্ন গুণ।

ত্রিদোষবর্দ্ধক এবং রুক্ষ।

ভাজা তণ্ডুল গুণ।

লঘুপাক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

চাউল ভাজা গুণ।

সুগন্ধি, কফনাক, রুক্ষ এবং পিত্তকর।

চিপিটক গুণ।

ভারি, স্নিগ্ধ, শুক্র, মল এবং কফবর্দ্ধক।

চিপিটক পরমান্ন গুণ।

বলকর, বায়ুনাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকর।

ভৃষ্টান্ন গুণ।

অর্থাৎ মুড়ী।—লঘু, সুগন্ধী এবং কফনাশক।

বাঙ্গুন গুণ।

সুস্বিন্ন, তুষহীনঃ ঈষৎ ভর্জ্জিত হইলে লঘু এবং হিতকর হইয়া থাকে।

শাক প্রকরণ।

সিদ্ধ এবং নিষ্পীড়িত (অর্থাৎ জল নিংড়াইয়া) ঘৃতে অথবা তৈলে সংস্কার করিলে হিতকর হয়। স্বিন্ন নিষ্পীড়িত এবং তৈল কি ঘৃত দ্বারা সংস্কৃত না হইলে অহিতকর হইয়া থাকে।

মাংস প্রকরণ।

মাংস স্বভাবতঃ রুচ্য, স্নিগ্ধকর এবং বলকর। স্নেহ, ঘোল, ধান্যাম্ল, অম্লাম্ল এবং কটুরসের সহিত পাক করিলে,—হিতকর, বলকর, রুচিকর, পুষ্টীকর এবং গুরুপাক হয়। ঘোল এবং গন্ধদ্রব্যের সংযোগে সংস্কৃত,

হইলে পিত্ত ও কফজনক এবং বল, মাংস এবং অগ্নির বর্দ্ধনকর হয়। মাংস পরিশুষ্ক হইলে,—স্নিগ্ধ, হর্ষজনক, প্রীতিকর এবং গুরুপাক হয়; এবং রুচিকর ও বল, মেধা অগ্নি, মাংস ওজঃ এবং শুক্রের বর্দ্ধনকারী হইয়া থাকে।

উল্লুপ্ত মাংস গুণ।

মাংস,—উল্লুপ্ত এবং পিষ্ট হইলে, উল্লুপ্ত কহে। উহা পরিশুষ্কের সম গুণবিশিষ্ট হয় বলিয়া অগ্নিপক হইলে লঘু হইয়া থাকে।

মাংস শূলকাগ্রথিত এবং প্রলিপ্ত করিয়া (অর্থাৎ মাংসে মসলাদি মাখাইয়া) অঙ্গারে পাক করিলে কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়।

যে মাংস উল্লুপ্ত, ভর্জ্জিত, পিষ্ট প্রতপ্ত কিম্বা কটাহ পক কি পরিশুষ্ক প্রদগ্ধ, শূলিকাগ্রথিত কিম্বা এই প্রকার অপর কোন মতে পাক করা যায়, তাহাও কিঞ্চিৎ গুরুপাক হয়।

তৈলপক্ক মাংস গুণ।

উষ্ণবীর্য্য, পিত্তকর এবং গুরুপাক হয়।

ঘৃতপক্ক মাংস গুণ।

লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর মুখপ্রিয় রুচিকর দৃষ্টির প্রসন্নকর, পিত্তঘ্ন, মনোজ্ঞ এবং উষ্ণবীর্য্য হয় না।

মাংসের যূষ গুণ।

তৃপ্তিকর, বলকর, শ্বাস, কাস এবং ক্ষয়রোগঘ্ন; বাত, পিত্ত এবং শ্রম-নাশক ও মুখপ্রিয়। মাংসের যূষ দাড়িমরস সংযুক্ত হইলে,—স্মৃতি, বল এবং স্বরহীন ব্যক্তিগণের, স্বল্পধারা ক্ষীণ এবং ক্ষতোরস ব্যক্তিগণের ভগ্ন এবং বিশ্লিষ্ট-সন্ধি ব্যক্তিগণের, কৃশ এবং অল্পরেতস ব্যক্তিগণের তৃপ্তিকর, সংঘাতকর, শুক্র, ওজঃ এবং বলের বর্দ্ধনকর, বৃষ্য এবং দোষঘ্ন হয়।

রসগ্রহীত মাংস গুণ।

অর্থাৎ যে মাংসের রস গ্রহণ করা হয়, তাহা সেবন করিলে পুষ্টিসাধন কি বলাধান হয় না। রসগ্রহীত অর্থাৎ শীটামাংস,—অজীর্ণকর, বিষ্টম্ভী,

রুক্ষ, বিরস এবং বায়ুর বৃদ্ধিকর। দীপ্তাগ্নি ব্যক্তিগণের পক্ষে (অর্থাৎ যাহাদিগের যঠরাগ্নি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ) তাহাদিগের পক্ষেও রসগ্রহীত মাংস অর্থাৎ শীটমাংস অত্যন্ত গুরুপাক জানিবে।

খানিক্কমাংস গুণ।

(অর্থাৎ অস্থিহীন সুস্বিন্ন এবং পুনর্ব্বার প্রস্তর দ্বারা চূর্ণিত) এমত মাংসই পথ্য।

বেসবার গুণ।

পিপ্পলী, শুণ্ঠী, মরিচ গুড় এবং ঘৃতের সহিত এককালেই উত্তমরূপে পাক হওয়া। ইহা গুরুপাক, স্নিগ্ধ, বলকর, বাতরোগঘ্ন এবং সকল ধাতুর পক্ষে এবং যে সকল ব্যক্তির মুখশোষ হয়, তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ তৃপ্তিকর এবং হিতকর।

সৌরার গুণ।

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার শান্তিকর; মধুর, শীতল, কফঘ্ন, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বমন অথবা বিরেচন দ্বারা শুষ্ক-শরীর ব্যক্তিদিগের মুখপ্রিয়। সৌরার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

যূষ বিজ্ঞান।

মুদ্গাযূষ গুণ।

অর্থাৎ মুগের যূষ,—কৃত অথবা অকৃতই হউক, ইহা বিশেষ সুপথ্য।

রাগষাড়ব গুণ।

অর্থাৎ মুদ্গাযূষ,—দাড়িম্ব এবং দ্রাক্ষা সহযোগে প্রস্তুত। মসুর, মুদ্গা, গোধূম এবং কুলথ, লবণ সহযোগে কৃত হইলে রুচিকর, লঘুপাক, এবং দোষের অবিরোধি হয়। উহা দ্রাক্ষা এবং দাড়িম্ব সংযুক্ত হইলে কফ এবং পিত্তের অবিরোধি হয়। ইহা বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ুরোগীর পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং লঘুপাক।

নিমঝোল গুণ।

পটোল এবং নিম্বের যুষ,—ইহা কফ এবং মেদের শোধনকর, পিত্তঘ্ন, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ এবং জ্বরের শান্তিকর।

মূলকের যুষ গুণ।

শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায় প্রসেক, অরুচি এবং জ্বরঘ্ন; এবং কফ, মেদ, ও গলরোগ নিবারক।

কুলত্থের যুষ গুণ।

বায়ুনাশক, শ্বাস ও পীনস রোগের শান্তিকর এবং তুনী, প্রতুনী, কাস, অর্শ গুল্ম এবং উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকর হয়।

দাড়িম্ব ও আমলকের যুষ গুণ।

মুখপ্রিয়, দোষের সংশমনকারী এবং লঘুপাক।

মুদ্গ ও আমলকের যুষ গুণ।

বল এবং অগ্নিজনক, মূর্চ্ছা, ও মেদনাশক এবং পিত্ত ও বায়ু দমনকারী। সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের পক্ষে হিতকর।

যব, কোল এবং কুলত্থের যুষ গুণ।

কণ্ঠশোধনকর এবং বায়ুনাশক।

সকল প্রকার ধান্যের যুষ গুণ।

যব, কোল এবং কুলত্থের সব গুণ সম্পন্ন, বৃংহণ এবং বলের বর্দ্ধন কর।

খল অর্থাৎ কল্ক গুণ।

হৃদ্য এবং ও বায়ু কফের হিতকর।

কাম্বলিক গুণ।

পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন।

দাড়িম্বাম্ল গুণ।

রুচ্য কফ এবং বায়ুনাশক ও অগ্নির দীপ্তিকর।

দধ্যম্ল গুণ।

কফকর, বলকর, স্নিগ্ধ বায়ুনাশক এবং গুরুপাক।

তক্রাম্ল গুণ।

পিত্তকর, বিষনাশক এবং রক্তের হানিকর।

অকৃত এবং কৃতবিজ্ঞান।

তৈল, লবণ এবং ঝাল; এই সকল দ্রব্য সহযোগে প্রস্তুত না হইলে তাহাকে 'অকৃত, বলে এবং গোরস, ধান্যাম্ল এবং ফলাম্ল সহযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে 'কৃত, বলে।

সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত যূষ গুণ।

সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ,—লঘুরসবিশিষ্ট ও হিতকর।

কাম্বলিক।

'(অর্থাৎ দধিমস্তু অম্ল সহযোগে পক হইয়া যেযূষ প্রস্তুত হয়)।

তিল কল্ক ইত্যাদি গুণ।

তিলকল্ক, তিলবিকৃতি, শুষ্কশাক, শাল্লাঙ্কুর এবং শিণ্ডাকী। এই সকল গুরুপাক এবং ও পিত্তবর্দ্ধনকর।

বটক গুণ।

তিলকল্কাদির সম গুণবিশিষ্ট এবং বিদাহী।

রাগষাড়ব গুণ।

লঘুপাক, বৃংহণ বৃষ্য, হৃদ্য, রোচক, অগ্নিকর, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, ছর্দ্দি এবং শ্রমঘ্ন।

রসালা গুণ।

'ঈষৎ অম্লদধি ৴৪ চারি সের, পরিষ্কার মিছরি ৴২ দুই সের, ক্ষৌদ্রমধু ৪ চারি তোলা; ঘৃত ২০ কুড়ি তোলা, শুণ্ঠী ৪ চারি মাষা, এলাইচ ৪ চারি

মাষা মরিচ ১৬ ষোল মাষা এবং লবঙ্গ ১৬ ষোল মাষা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে হস্ততল দ্বারা মন্থন করিয়া পরিষ্কার সূক্ষ্ম বস্ত্র খণ্ডে ছাঁকিবে। তৎপর মৃগনাভী, চন্দন, অগুরু এবং কর্পূরবাসিত মাটির পাত্রে উহা উত্তম রূপে আলোড়ন করিবে। ভগবান বাসুদেব এইরূপ রসালা প্রস্তুত করিয়া পান করিতেন।

অম্ল-রসবিশিষ্ট নির্জ্জল মহিষের দুগ্ধের দধি ৵৮ সের এবং শুভ্র চিনি ৴৪ চারি সের; এই দুই দ্রব্য প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিমাণে বস্ত্রে নিক্ষেপ করিবে, তৎপর অর্দ্ধ ঘন দুগ্ধের সহিত নূতন মাটির পাত্রে তাহা উত্তমরূপে ছাঁকিয়া রাখিবে, পশ্চাৎ এলাচ, লবঙ্গ, কর্পূর এবং মরিচের সহিত উহা মিশাইয়া আলোড়ন করিবে। ভোজনপ্রিয় বৃকোদর এইরূপে রসালা প্রস্তুত করিতেন।

রসালা,—বসন্ত বর্জ্জিত দিনে প্রতিদিন সেবন করিলে বীর্য্য এবং ইন্দ্রিয়ের বল বৃদ্ধি হয়। গ্রীষ্ম কিম্বা শরৎকালে সূর্য্যকিরণ দ্বারা শরীর বিশুষ্ক হইলে, প্রমত্ত স্ত্রীসম্ভোগে শরীর খিন্ন হইলে,—দূর পথ ভ্রমণ করিয়া শরীর শীর্ণ হইলে; এই রসালা পান করিলে শরীর সত্বরেই পরিপুষ্ট হয়। রসালা শুক্রবৃদ্ধিকর, বলকর, রুচিকর, বায়ু এবং পিত্তনাশক, অগ্নিকর, তেজস্কর, স্নিগ্ধ মধুর শীতল, সারক, এবং রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, দাহ এবং প্রতিশ্যায় রোগের শান্তিকর।

মিলিত দ্রব্য।

গুড় সংযুক্ত দধি কর্ম্ম।

স্নেহকর, মুখপ্রিয় এবং বায়ুনাশক।

মন্থগুণ

ঘৃতযুক্ত জলদ্বারা আপ্লুত এবং অত্যন্ত দ্রব নহে ও অত্যন্ত শীতল নহে এরূপ শক্ত প্রস্তুত করিলে মন্থ বলে মন্থ—সদ্য বলকর, পিপাসা এবং শ্রমঘ্ন।

অম্ল, তৈল এবং গুড়, একত্রে পক্ক হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র এবং উদাবর্ত্ত রোগের শান্তিকর হয়।

শর্করা, ইক্ষুরস এবং দ্রাক্ষা মিলিত হইলে পিত্তবিকার নাশক হয়।

দ্রাক্ষা এবং মধূক মিলিত হইলে, কফরোগ নাশক হয়।

ত্রিফলা মিলিত হইলে মলদোষের অনুলোমকর হয়।

অম্ল-রসবিশিষ্ট অথবা অম্ল বিহীন গৌড়পানক অর্থাৎ গুড়ের পানা,—গুরুপাক এবং মূত্রবৃদ্ধিকর। উহা মিছরি, দ্রাক্ষা এবং শর্করার সহ মিলিত হইলে অম্লরসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং শীতল হয়।

দ্রাক্ষাপানক গুণ।

শ্রমনাশক, মূর্চ্ছা, দাহ এবং তৃষ্ণানাশক।

পরূষক ও কোলের পানক গুণ।

মুখপ্রিয় এবং বিষ্টম্ভী।

দ্রব্যের সংযোগ, সংস্কার এবং মাত্রা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া সেই সংযোগের অনুসারে পানকের গুরু লাঘব উপদেশ প্রদান করা বিধেয়।

ক্ষীরজাত ভক্ষ দ্রব্য গুণ।

বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, অদাহী, পুষ্টিকর, অগ্নিকর, এবং পিত্তঘ্ন। উহা ঘৃতপক্ক হইলে,—বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাত পিত্তঘ্ন, শুক্রবৃদ্ধিকর, গুরুপাক এবং রক্তমাংসবৃদ্ধিকর।

গুড়জাত ভক্ষ্যদ্রব্য গুণ।

বৃদ্ধিকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, অদাহী, পিত্তঘ্ন শুক্র এবং কফের বৃদ্ধিকর।

ঘৃতাদি দ্বারা পক্ক গোধূমচূর্ণজাত পিষ্টক এবং মধুমিশ্রিত পিষ্টক গুণ।

বিশেষরূপ গুরুপাক এবং বর্দ্ধন।

মোদক গুণ।

অত্যন্ত দুর্জ্জর অর্থাৎ শীঘ্র পরিপাক হয়না।

সদ্‌ক গুণ।

রুচিকর, অগ্নিকর, স্বরের হিতকর, পিত্তঘ্ন, বায়ুনাশক, গুরুপাক, মৃষ্টতম এবং বলবর্দ্ধনকর।

বিষ্যন্দন গুণ।

মুখপ্রিয়, সুগন্ধী, মধুর, স্নিগ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, তৃপ্তিকর এবং বলকর।

গোধুমচূর্ণ সম্বন্ধীয় ভক্ষ্যদ্রব্য গুণ।

বৃংহন, বায়ু এবং পিত্তঘ্ন এবং বলকর। ইহা গুর্কমিশ্রিত হইলে ফেনক কহে। ফেনক,—অত্যন্ত মুখপ্রিয়, হিতকারক এবং লঘুপাক।

মুদ্গাদি বেসবার সমূহের মধ্যে,—পূর্ণা বিষ্টম্ভী। বেসবার,—মাংস সহিত হইলে সম্পূর্ণা কহে। সম্পূর্ণা—গুরুপাক এবং বৃংহন।

পালল গুণ।

অর্থাৎ পিষ্টক বিশেষ। শ্লেষ্মজনক।

শষ্কুলি গুণ।

অর্থাৎ বিষ্টক বিশেষ। কফ এবং পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী, অত্যন্ত বলপ্রদ নহে এবং বিশেষ গুরুপাক।

বৈদল গুণ।

পিষ্টকবিশেষ। লঘুপাক, কষায়-রসবিশিষ্ট এবং বায়ুর সঞ্চয়কর।

মাষকলাই সংক্রান্তি পিষ্টক গুণ।

বিষ্টম্ভী পিত্তগুণবিশিষ্ট, শ্লেষ্মানাশক, মলের সঙ্ঘাতিকর, বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং গুরুপাক।

কুর্চ্চিকা।

অর্থাৎ দুগ্ধ বিকারজাত খাদ্যদ্রব্য। গুরুপাক এবং অত্যন্ত পিত্তকর।

অঙ্কুরিত দ্রব্যোৎপন্ন ভক্ষদ্রব্যগুণ।

গুরুপাক, বায়ু এবং পিত্তের বর্দ্ধনকর, বিদাহী এবং উৎক্লেদজনক, রুক্ষ এবং দৃষ্টির দোষকর।

ঘৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্য গুণ

হৃদ্য, সুগন্ধী, শুক্রবৃদ্ধিকর এবং লঘুপাক; বায়ু এবং পিত্তঘ্ন, বলকর এবং বর্ণ ও দৃষ্টির পক্ষে হিতকর।

তৈলপক্ক খাদ্যদ্রব্য গুণ।

বিদাহী, গুরুপাক, পরিপাকে কটু-রসবিশিষ্ট, উষ্ণ, বায়ু এবং দৃষ্টি-নাশক; পিত্তকর এবং ত্বকের দোষ উৎপাদক।

ফল, মাংস, চিনি, তিল, মাষকলাই দ্বারা

উপসংস্কৃত ভক্ষ দ্রব্য গুণ।

বলকর, গুরুপাক, বৃংহণ এবং হৃদয়প্রিয়।

কপাল এবং অঙ্গার পক্ক খাদ্যদ্রব্য গুণ।

লঘুপাক এবং বায়ুর প্রকোপকর। ইহা সুপক্ক হইলে লঘু এবং পাৰ্বেও অত্যন্ত লঘু হয়।

কিলাট অর্থাৎ ছানাদি দুগ্ধবিকারজাত ভক্ষ্যদ্রব্য গুণ।

গুরুপাক এবং কফের বর্দ্ধনকর।

কুল্মাস গুণ।

অর্থাৎ অর্দ্ধ সিদ্ধ গোধূমাদি। বাতকর, রুক্ষ, গুরুপাক এবং মলের সঙ্গতিকর।

বাট্যগুণ।

অর্থাৎ ভৃষ্টযব। উদাবর্ত্ত, কাস, পীনস এবং মেহরোগনাশক।

ধালোলুম্ব গুণ।

লঘুপাক এবং কফ ও মেদের শোধনকর।

সর্ব্বপ্রকার শক্তু গুণ।

অর্থাৎ সকল প্রকার ছাতু।—বৃংহণ, বৃষ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত এবং কফঘ্ন। খাইবামাত্রে বলকর ভেদক এবং বায়ুনাশক। ছাতু তরল না হইয়া পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং খর অর্থাৎ কঠিন হইলে বিশেষ গুরুপাক হয়। শক্তুর অবলেহিকা অর্থাৎ জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা স্বাদয় যোগ্য ছাতু-কোমলত্ব হেতু আশু জীর্ণ হয়।

লাজ গুণ।

অর্থাৎ খই। ছর্দ্দি এবং অতিসার নাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর; কষায় এবং মধুর রসবিশিষ্ট, লঘুপাক, তৃষ্ণা এবং মলনাশক।

লাজশক্তু গুণ।

অর্থাৎ খয়ের গুঁড়া। তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, দাহ, ঘর্ম্ম এবং রোগঘ্ন। রক্তপিত্ত দাহ এবং জ্বরনাশক।

চিপিটক গুণ।

অর্থাৎ চিড়া। গুরুপাক, স্নিগ্ধ বৃংহণ, কফের বর্দ্ধনকর, ক্ষীরভাব জন্য বলকর, বায়ুনাশক এবং মলের সংহতিকর।

নূতন তণ্ডুল গুণ।

অত্যন্ত দুর্জ্জর, মধুর-রসবিশিষ্ট এবং বৃংহণ।

পুরাতন তণ্ডুল গুণ।

সন্ধানকর এবং মেহনাশক।

দ্রব্যের সংযোগ, সংস্কার এবং বিকার বিবেচনা পূর্ব্বক, কিম্বা কারণ বিদিত হইয়া ভোক্তার অভিলাষানুসারে বহু দ্রব্যের উৎপাদকত্ব হেতু শাস্ত্রানুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি নির্দ্দেশ করা বিধেয়।

অনুপান বিজ্ঞান।

কেহ কেহ অম্লরস ত্যাগকরিয়া কেবল মধুররসে আসক্ত হন, কেহ কেহবা অম্ল এবং মধুর উভয়বিধ রসেই পরিতৃপ্ত লাভ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের পথ্য বিবিধ প্রকার। শীতল এবং উষ্ণ জল, আসব এবং মদ্য, যুষ, ফলাম্ল এবং ধান্যাম্ল এবং দুগ্ধ; এই সমস্ত রসের মধ্যে যাহার পক্ষে যে অনুপান হিতকর হইবে, ব্যাধি, কাল এবং সেই সেই ভোজ্য নির্ণয় পূর্ব্বক মাত্রানুসারে তাহাকে তাহাই প্রদান করা ব্যবস্থেয়। নির্ম্মল, এবং পরিস্কার পাত্রস্থিত সলিলই সমস্ত অনুপানের মধ্যে উৎকৃষ্ট। লোকের জন্মাবধি তোয়াত্মক সমুদায় রসই প্রশস্ত পথ্য; অর্থাৎ শৈশব কাল হইতে বাল্যকাল অবধি সকল বয়সের ব্যক্তিকেই রসময় অনুপান সেবন করাইতে পারা যায়।

সমস্ত প্রকার তৈলাক্ত পদার্থ সেবনের পক্ষে উষ্ণ জল অনুপান ব্যবস্থেয়। কেবল ভল্লাতক অর্থাৎ ভেলা এবং তুবরক স্নেহ সেবনের পক্ষে উহা বিধেয় নহে। কেহ কেহ তৈলাক্ত পদার্থ সেবনের পক্ষে যুষ ও অম্ল কাঞ্জিক অনুপান নির্দ্দেশ করেন।

মধু ও সমস্তরূপ পিষ্টান্ন ভোজনের পক্ষে,—দধি, পায়স এবং মদ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং বিষপায়ী ব্যক্তিগণের পক্ষে, শীতল জল অনুপান ব্যবস্থেয়।

কেহ কেহ পিষ্টান্ন এবং শালী মুদ্গ আদি ভোজনকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে—শীতল জল, দুগ্ধ অথবা মাংসের রস অনুপান ব্যবস্থা করেন।

যুদ্ধ, পথশ্রম এবং আতপ জনিত রোগে এবং বিষ এবং মদ্যজনিত রোগে,—মাষকলাই আদি অনুপান অথবা ধান্যাম্ল কিম্বা দধিমস্ত অনুপান প্রসিদ্ধ।

সকল প্রকার মাংসের পক্ষে, মদ্যপানাভ্যস্ত অর্থাৎ মদ্যপায়ী ব্যক্তিগণের পক্ষে মদ্যই অনুপান এবং মদ্যপানে অনাভ্যস্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে শীতল সলিল অথবা ফলাম্ল পথ্য।

ঘর্ম্মাক্রান্ত, পথশ্রান্ত ও অধিক কথোপকথন এবং স্ত্রীসংসর্গে ক্লান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে ক্ষীরই অমৃত সম পথ্য।

স্থূরাকৃশ কিম্বা স্থূল ব্যক্তিগণের পক্ষে মধূদক অর্থাৎ মধুর পান অম্বু-পান বিধেয়।

নিরোগ ব্যক্তিগণের পক্ষে চিত্র অর্থাৎ চিতা পথ্য।

বায়ুপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে, স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণ দ্রব্য পথ্য।

কফপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে, রুক্ষ অথচ শীতল দ্রব্য পথ্য।

পিত্তপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে, মধুর অথচ শীতল দ্রব্য পথ্য।

রক্তপিত্তরোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে, দুগ্ধ এবং ইক্ষুরস পথ্য।

বিষপীড়িত ব্যক্তিগণের পক্ষে, অর্ক অর্থাৎ আকন্দ, সেলু অর্থাৎ শ্লেষ্মাত্মক এবং শিরীষের আসব পথ্য।

বর্গ সমূহের পৃথক২ অনুপান বিজ্ঞান

পূর্ব্বোক্ত শস্য জাতির এবং বদরাম্ল ও বৈদলের পক্ষে ধান্যাম্ল অনুপান প্রসস্ত।

জঙ্ঘাল ও ধন্বজ অর্থাৎ মরুদেশ জাত পশুর মাংসের পক্ষে পিপ্পলীর আসব অনুপান ব্যবস্থেয়।

বিষ্কির জন্তুর মাংসের পক্ষে, কোল এবং বদরের আসব অনুপান বিধেয়।

প্রতুদ জন্তুর মাংসের পক্ষে,—ক্ষীরবৃক্ষের আসব অনুপান প্রসিদ্ধ।

গুহাশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে,—খর্জ্জুর এবং নারিকেলের আসব অনু-পান বিধেয়।

প্রসহ জন্তুর মাংসের পক্ষে,—অশ্বগন্ধার আসব অনুপান ব্যবস্থাসিদ্ধ।

পর্ণমৃগের মাংসের পক্ষে,—কৃষ্ণগন্ধার অর্থাৎ সজিনা বৃক্ষের আসব অনুপান বিধেয়।

বিলেশয় জন্তুর মাংসের পক্ষে,—ফলসারের আসব অনুপান ব্যবস্থেয়।

একশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে,—ত্রিফলার আসব অনুপান প্রযোজ্য।

অনেকশফ জন্তুর মাংসের পক্ষে, খদিরের আসব অনুপান বিধেয়।

স্থলচর জন্তুদিগের মাংসের পক্ষে,—শৃঙ্গাটক অর্থাৎ পানিফল এবং কসেরুকের অর্থাৎ কেসুরের আসব অনুপান প্রযোজ্য।

কোশবাসী এবং পাদী অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদাবশিষ্ট জন্তুর মাংসের পক্ষে, পানীফল ও কেসুরের আসব অনুপান ব্যবস্থেয়।

প্লবজন্তুদিগের মাংসের পক্ষে,—ইক্ষুরসের আসব অনুপান বিধেয়।

নদীজাত জন্তুদিগের, মাংসের পক্ষে,—মৃণালের, আসব অনুপান প্রযোজ্য।

সমুদ্রজাত জন্তুদিগের মাংসের পক্ষে,—মাতুলুঙ্গের আসব অনুপান ব্যবস্থেয়।

অম্লফলের পক্ষে,—পদ্ম এবং উৎপলকন্দের আসব অনুপান।

কষায়ফলের পক্ষে,—দাড়িম্ব এবং বেত্রের আসব অনুপান—

মধুরফলের পক্ষে,—ত্রিকটুযুক্ত কন্দের আসব অনুপান—

তালফলাদির পক্ষে—ধান্যাম্ল অনুপান—

কটুক অর্থাৎ ঝাল ফলাদির পক্ষে,—দূর্ব্বা নল এবং বেত্রের আসব অনুপান—

পিপ্পল্যাদি ফলের পক্ষেঃ—শ্বদংষ্ট্রা (অর্থাৎ গোক্ষুর।) এবং বস্তুকের (অর্থাৎ অকবৃক্ষের আসব অনুপান—

কুষ্মাণ্ড আদি ফলের পক্ষে—দার্ব্বী (অর্থাৎ দারুহরিদ্রা) এবং করীরের আসব অনুপান—

চঞ্চু আদির পক্ষে,—লোধ্রের আসব অনুপান—

মণ্ডুকপর্ণী আদির পক্ষে,—মহাপঞ্চমূলের আসব অনুপান—

জীবন্তী আদির পক্ষে,—পূর্ব্বোক্ত অনুপান—

কুসুম্ভশাকের পক্ষে,—পূর্ব্বোক্ত অনুপান—

তালমস্তকাদির পক্ষে, (অর্থাৎ তাল খর্জ্জুর আদির মাথির পক্ষে) অম্লফলের আসব অনুপান—

সৈন্ধবাদির পক্ষে,—সুরাসব এবং কাঞ্জিক অনুপান—

সর্ব্ব দ্রব্যের পক্ষে জলই অনুপান ব্যবস্থেয়।

সমস্ত অনুপানের মধ্যে বৃষ্টির জলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যাহার পক্ষে যে জল হিতকর তাহার পক্ষে সেই জলই ব্যবস্থেয়।

বাত এবং কফে—উষ্ণ জল এবং পিত্ত ও রক্তে শীতল জল প্রায়

আহারদোষ বিশিষ্ট (অর্থাৎ গুরু কিম্বা পরিমিতই হউক) ক্ষুধিত অনুপানের দ্বারা সেই ভুক্তান্ন সহজেই পরিপাক হইয়া থাকে। অনুপান সম্যকরূপে সেবিত হইলে রুচির বৃংহণ, বৃষ্য, দোষ সংঘাতের ভেদক, তৃপ্তিকর, মার্দ্দবকর, শ্রম, এবং ক্লমঘ্ন, সুখজনক, অগ্নিকর, দোষের শান্তিকর, অত্যন্ত পিপাসার শান্তিকর, বলকর এবং বর্ণকর হয়।

অনুপান পূর্ব্বে পীত হইলে শরীর কর্ষিত করিয়া থাকে, মধ্যে সেবিত হইলে সমভাবে থাকে এবং পশ্চাৎ পান করিলে বর্দ্ধন করিয়া থাকে। এ কারণ বিশেষরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক অনুপান প্রয়োগ করা বিধেয়।

যে সকল ব্যক্তি দ্রব্যপদার্থ পান করে না, সেই সকল ব্যক্তির অন্ন অক্লিন্ন, স্থিরত্ব প্রাপ্ত এবং পীড়া জনক হইয়া থাকে, একারণ অনুপান সেবন করা কর্ত্তব্য।

শ্বাস এবং কাস রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে এবং জত্রুর অর্থাৎ স্কন্ধ এবং কক্ষের সন্ধি স্থানের, ঊর্দ্ধভাগ গতরোগ,—অনুপান সেবন কর্ত্তব্য নহে।

ক্ষতোরস ব্যক্তি প্রসেকী এবং যাহার স্বর ভঙ্গ হইয়াছে এইরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অনুপান অবিধেয়।

অনুপান সেবন করিয়া পথ ভ্রমণ, অধিককথোপকথন অধ্যয়ন, গান এবং নিদ্রা অবিধেয়। নিষিদ্ধের অন্যতর হইলে সেই অনুপান কণ্ঠ এবং বুক্ষঃস্থলে থাকিয়া আমাশয়কে দূষিত করে এবং কম্প, অগ্নির অবসন্নতা ছর্দ্দি, অর্থাৎ বমন আদি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে।

যে সমস্ত ব্যক্তি সুকুমার বিলাসী, এবং চিরসুখভাজ, সেই সকল ব্যক্তি পরিশ্রমিক কার্য্যে নিশ্চেষ্টতা জন্য মন্দাগ্নি এবং রোগাক্রান্ত হয়। একারণ কোন্ কোন্ দ্রব্য গুরুপাক এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য লঘুপাক ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া স্বভাব, সংস্কার মাত্রা এবং কালানুসারে অনুপান ব্যবস্থা করা তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ বিধেয়। কিন্তু যে সমস্ত ব্যক্তি বলিষ্ঠ পরিশ্রমী; দীপ্তাগ্নি বিশিষ্ট এবং খর অর্থাৎ কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করে, সেই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষে আহারীয় দ্রব্যের গুরুত্ব কি লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া অনুপান সেবনের কোন প্রয়োজন নাই।

সর্ব্বান্নপান বর্গ বিজ্ঞান।

বিশ্বস্ত জনসম্পূর্ণ আয়তন বিশিষ্ট, এবং পবিত্র এমত কহানস (অর্থাৎ পাকশালা) প্রস্তুত করা বিধেয়। বিশ্বস্ত লোক কর্ত্তৃক উত্তম এবং বিবিধ গুণ বিশিষ্ট ভক্ষ্য অন্ন পাক করাইয়া অতি পবিত্র স্থানে অতি গোপনে সেই অন্ন সংস্থাপন করিতে হইবে, তৎপর সেই সিদ্ধান্নে বিষঘ্ন ঔষধ স্পর্শ করাইয়া তাহার বিষনাশ করত, তালবৃন্ত দ্বারা বীজানন্তর তাহাতে জল প্রোক্ষণ করিবে; পশ্চাত সিদ্ধমন্ত্র দ্বারা অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত সিদ্ধাদি চক্রস্থিত সাধক নামের আদ্যক্ষর যুক্ত মন্ত্র দ্বারা পূত করিয়া আহার করিবে।

পরিবেশন পাত্র বিজ্ঞান।

কার্ষ্ণায়সে অর্থাৎ মণিময় পাত্রে ঘৃত, —রজতময়-পাত্রে পানীয় দ্রব্য। বৈদল পাত্রে, ফল সমূহ এবং অপর২ ভক্ষদ্রব্য সকল, —সুবর্ণময় পাত্রে পরিশুষ্ক এবং প্রদিগ্ধ (অর্থাৎ প্রলিপ্ত) দ্রব্য সমূহ—রজত পাত্রে, প্রদ্রব অর্থাৎ তরল ও রসময় পদার্থ সকল, —প্রস্তরময় পাত্রে, —কটার (অর্থাৎ তক্র, দধির সর এবং ব্যঞ্জন) এবং খড় অর্থাৎ পানীয় বিশেষ—তাম্রময় পাত্রে, সুশীতল এবং সুপক্ক দুগ্ধ মৃন্ময় অথবা কাংচ কিম্বা স্ফটিকময় শীতল ও সুন্দর পাত্রে, পানীয় জল পানক (অর্থাৎ গুড মধু এবং শর্করাদির পানা) এবং মদ্য—বৈদুর্য্যময় পাত্রে, —রাগষাড়ব, এবং সদৃক আদি খাদ্যদ্রব্য সম্মুখস্থ নির্ম্মল সুবিস্তীর্ণ মনোরমপাত্রে, —সূপোদন (অর্থাৎ সূপমিশ্রিত অন্ন) এবং সুসংস্কৃত প্রদেহ (অর্থাৎ প্রলেপ) সকল দিবে।

ফল এবং অপর২ ভক্ষ্য দ্রব্য সকল, ভোজন কর্ত্তার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং প্রদ্রব, রস, পানীয়, শাক, দুগ্ধ, খড, যূষ, এবং অপর পেয় দ্রব্য সমূহ বামপার্শ্বে সাজাইয়া দিবে। সর্ব্ববিধ গুড়জাত খাদ্য দ্রব্য রাগষাড়ব এবং শট্টক (অর্থাৎ ঘৃত এবং জল মিশ্রিত শালিচূর্ণ) আদি সম্মুখে কিম্বা দক্ষিণ বামের এই উভয়ের মধ্যে সাজাইয়া দিবে।

মনোরমা শুভজনক, পবিত্র, জনতারহিত এবং সুগন্ধি পুষ্প ভূষিত সমতল স্থানে ভোক্তা উপবেশন করিয়া সুসংস্কৃত সু সময়ের মত বিশুদ্ধ না অত্যন্ত শীতল না অত্যন্ত উষ্ণ সদ্য পক্ব হিতকর আহারীয় দ্রব্য ভোজন করিবে।

মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ অগ্রে, অম্ল এবং লবণ রসবিশিষ্ট দ্রব্য সকল মধ্যে এবং অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পরিশেষে ভোজন করিবে।

দাড়িম্বাদি ফল সকল অগ্রে ভক্ষণ করিয়া তৎপর পানীয় সকল সেবন করিবে, তৎপরে বিবিধ ভক্ষ্য ভোজন করা কর্ত্তব্য।

মলভেদে গাঢ় পদার্থ সমূহ অগ্রে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভোজনের প্রারম্ভে মধ্যে এবং শেষেই হউক ফলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর, দোষঘ্ন, আমলক ফল ভোজন করা ব্যবস্থেয়।

মৃণাল, বিস, শালুক, কন্দ এবং ইক্ষু আদি আহারের অগ্রে ভোজন করিবে, আহার সমাপ্ত হইলে এ সকল সেবন করা অবিধেয়।

ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি যথাসময়ে উচ্চ স্থানে সমভাবে সুখে উপবিষ্ট হইয়া মাত্রাদি বিবেচনা করতঃ আপন প্রকৃতির অনুগত, স্নিগ্ধ, দ্রবপ্রধান লঘু এবং উষ্ণ দ্রব্য সমূহ শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিবে। এরূপ অন্ন যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হইয়া থাকে এবং ভোক্তার পীড়াকর হয় না।

লঘু দ্রব্য সুত্বরই পরিপাক হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ দ্রব্য বলকর এবং অগ্নিকর।

শীঘ্র শীঘ্র ভোজন করিলে ভুক্তান্ন সমকালেই পরিপাক হইয়া থাকে।

রোগহীন, দ্রবপ্রধান দ্রব্য সমূহ সুখে জীর্ণ হয় এবং মাত্রানুসারে অন্ন সেবন করিলে ধাতুর সমতা বিধান হইয়া থাকে।

আহারের সময় নিরূপণ।

যে যে ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ অর্থাৎ বড় হয়, সেই সেই ঋতুতে ঋতুদোষ মোচনের উপযোগী ভোজন দ্রব্য প্রাতঃকালে ভোজন করা কর্ত্তব্য। যে যে ঋতুতে দিবা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, সেই সেই ঋতুতে তৎকালে উপযোগী ভোজ্য দ্রব্য সমূহ অপরাহ্নে ভোজন করা বিধেয়। যে যে ঋতুতে দিবারাত্র সমভাগ হইয়া তৎকালে দিবারাত্র সমান বিভাগ করিয়া

অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা হইবার অগ্রে এবং অতীত কালে অর্থাৎ ভোজনের সময় অতীত হইলে, ভোজন করা বিধেয় নহে। অপ্রাপ্ত কালে শরীর লঘু হয় না, তৎকালে ভোজন করিলে নানারূপ পীড়া উৎপন্ন হয়, এমত কি তাহাতে মৃত্যুও উপস্থিত হইয়া থাকে। অতীতকালে যঠরানল বায়ুদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে, তৎকালে আহার করিলে ভুক্তান্ন অত্যন্ত কষ্টে পরিপাক হয় এবং দ্বিতীয়বার ভোজনের প্রয়াস থাকে না।— তাৎপর্য্যার্থ, যথা সময় অর্থাৎ ক্ষুধার সময়েই ভোজন করিবে।

আহার করণের দিক নিরূপণ।

পূর্ব্বমুখে বসিয়া আহার করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি, দক্ষিণে যশ লাভ, পশ্চিমে ধনী এবং উত্তরে ঋণী হয়।

আহারের পরিমাণ।

অল্প অথবা অধিক পরিমাণে ভোজন করা বিধি নহে; পরিমিত আহারই বিধেয়। অল্প পরিমাণে আহার করিলে অসন্তোষ উৎপন্ন এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণে ভোজন করিলে আলস্য জন্মে, শরীর ভার হয়, আটোপ অর্থাৎ বায়ু জন্য উদর আধ্মাত হয় এবং শরীর অবসন্ন হইয়া থাকে।

দুই ভাগ অন্ন এবং এক ভাগ পানীয় পান করিয়া বায়ু সঞ্চরণের জন্য উদর মধ্যে এক ভাগ শূন্য রাখিলে পরিমিত আহার বলা যায়।

দিবারাত্রির সময় এবং দেবাদি বিভাগ করিয়া এই সমূহে দোষ রহিত, পূর্ব্বোক্ত গুণবিশিষ্ট সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাই কর্ত্তব্য।

পরিত্যাজ্য অন্ন।

নিঃসার, দোষবিশিষ্ট, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ অথবা লোষ্ট্রযুক্ত, দ্বিষ্ট (অর্থাৎ যে অন্নে ঘৃণা জন্মে) পর্য্যুষিত, স্বাদু-রসহীন এবং দুর্গন্ধযুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিবে। অধিক সিদ্ধ অথবা সিদ্ধ, অত্যন্ত শুষ্ক, এবং উপদগ্ধ (অর্থাৎ আঁকা) এবং স্বাদুরস রহিত অন্ন পরিত্যাজ্য জানিবে। শীতল অন্নকে দ্বিতীয়বার উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে না।

আহারের বিধি।

আহার করিতে বসিয়া উত্তরোত্তর স্বাদুতর দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। আহার করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু জিহ্বা বিশুদ্ধ হইলে অন্নে উত্তম রুচি জন্মে এবং প্রথম এক প্রকার স্বাদুদ্বারা জিহ্বা তর্পিত হইলে অন্যরূপ দ্রব্যের আস্বাদন উত্তমরূপে উপলব্ধি হয় না। অন্ন,—স্বাদু হইলে,—প্রিয়তা, বল, পুষ্টি, উৎসাহ, হর্ষ এবং সুখ উৎপন্ন হয়, অস্বাদু হইলে তাহার বিপরীত হইয়া উঠে—একবার যে দ্রব্য আহার করিয়া পুনর্ব্বার সেই দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা জন্মে, তাহাকেই স্বাদু ভোজন বলে। ভোজনের মধ্যে মধ্যে এবং আহারান্তে জল পান করা বিধেয়।

আচমন বিধি।

আচমনের সময়ে দন্তের অন্তর্গত অন্নাদি অল্পে অল্পে বহির্গত করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে মুখে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আহার করিলে কফ জীর্ণ হইলে, বায়ু বিদগ্ধ হইলে, পিত্ত বৃদ্ধি হয়। ভোজন না করিলে শ্লেষ্মার শান্তি হইয়া থাকে।

আহারান্তে মুখ সংশোধন বিধি।

ধূমের দ্বারা অথবা কষায় কটু এবং তিক্তরসের দ্বারা কিম্বা কক্কোল, কর্পূর লবঙ্গ এবং সুমনঃ ফলের সহিত অথবা কষায় কটু এবং তিক্ত মুখসংশোধনকর রসের সহিত সুগন্ধ তাম্বূলপাত্র সেবনের দ্বারা মুখ সংশোধন করা বিধেয়।

তাম্বুল গুণ।

মুখশোষনাশক এবং সুজীর্ণকর।

গুবাক গুণ।

শুষ্ক গুবাক,—অগ্নিকর, কষায়, মধুর এবং সারক। কাঁচা গুবাক, কফ, অজীর্ণকর, অগ্নিনাশক এবং মাদক।

তাম্বুলপত্র গুণ।

তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, কফ এবং বাতনাশক, পিত্তকর, অগ্নিদীপক এবং কোষ্ঠকর।

চূণের গুণ।

কফ, বায়ু এবং মেধনাশক। শঙ্খচূর্ণ,—কটু, ক্ষার, উষ্ণ এবং কৃমি-নাশক।

খদির গুণ।

কুষ্ঠ, বিসর্পরোগ, মেহ এবং কফপিত্তঘ্ন।

মোটা এলাইচ গুণ।

শূল, কোষ্ঠবদ্ধ, ছর্দ্দি এবং কফবায়ুনাশক।

লবঙ্গ গুণ।

উদরকম্প, আমরোগ এবং শূলঘ্ন ; পাচক ও লঘুপাক।

জয়িত্রী গুণ।

লঘু, তৃষ্ণা, গ্লানি এবং দুর্গন্ধনাশক।

কর্পূর গুণ।

সারর, শীতল, চক্ষের হিতকারী এবং কফনাশক।

মসলাদিযুক্ত তাম্বূল গুণ।

কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মধুর, ক্ষাবর, ক্ষার; কষায়, বাতঘ্ন, কৃমিনাশক, কন্দর্প বৃদ্ধিকর, স্ত্রীসম্ভাষণের ভূষণ, রতিকর এবং দুঃখ বিচ্ছেদক। তাম্বূলের এই ত্রয়োদশ গুণ আছে।

আহারান্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

আহার করিয়া ভোজনের শ্রমকাল অবধি রাজবৎ অর্থাৎ স্বচ্ছন্দে বসিয়া থাকিবে। তৎপর শতপদ গমন করিয়া বামপার্শ্বে শয়ন করিবে।

শারীরিক নিয়ম।

ভুক্ত-ব্যক্তি, ইচ্ছামত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ সেবন করিবেনা। অপ্রিয়জনক শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস এবং গন্ধ সেবন করিলে অথবা অশুচি

অন্ন ভোজন করিলে, কিম্বা, অতিশয় হাস্য করিলে বমন হয়।

দ্রব-প্রধান অন্ন (অর্থাৎ দ্রবদ্রব্য হইতে অন্নের পাক অধিক অল্প) আহার করিয়া শয়ন কিম্বা উপবেশন করা বিধেয় নহে।

আহার করিয়া তৎপরেই অগ্নি অথবা আতপ সেবন কিম্বা সন্তরণ কি যানবাহনের দ্বারা গমন করিবেনা।

শাক, নিকৃষ্ট অন্ন এবং অম্লরস ভোজন করা বিধি নহে।

একবারে কেবল একটী রস কিম্বা একত্রে সমুদায় রস সেবন করা কর্ত্তব্য নহে।

একবারে আহার করিয়া অগ্নির দীপ্তি না হইলে পুনর্ব্বার অন্নগ্রহণ করিবেনা।

ভুক্তান্ন বিদগ্ধ হইলে (অর্থাৎ অম্লরস হইয়া গলা জলিয়া) অগ্নি-নাশ হয়।

কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

পিষ্ঠান্ন ভোজন করিবে না অথবা অল্প পরিমাণে আহার করিয়া দ্বিগুণ জলপান করিবে তাহা হইলে সহজেই পরিপাক হইবে।

পেয় লেহ্য চুষ্য, এবং চর্ব্ব; এই চারিপ্রকার আহার উত্তরোত্তর গুরুতর।

গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে এবং লঘু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করা বিধেয়।

অত্যন্ত তরল দ্রব-দ্রব্যেই কোন পরিমাণেই গুরুপাক হয় না। দ্রবপ্রধান শুষ্ক হইলে সম্যক রূপ আহার করিলে বিরুদ্ধ হয় না।

অত্যন্ত শুষ্ক অন্ন অত্যাপ্ত হইলেও উত্তম পরিপাক হয় না।

পিণ্ডাকৃত অথবা অসম্যক রূপে ক্লিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হইয়া থাকে। কিম্বা পরিপাক সময়ে অন্নবাহীপথে (অর্থাৎ) যে পথের দ্বারা জঠর মধ্যে অন্ন প্রবিষ্ট হয়) পিত্ত থাকিলে, কিম্বা অপর কোন প্রকার বিদাহি অন্ন আহার করিলে অন্ন বিদগ্ধ হয়।

শুষ্ক, বিদগ্ধ, এবং বিষ্টম্ভী, (অর্থাৎ গুরুপাক) অন্নের দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপক্ব বিদগ্ধ এবং বিষ্টব্ধ অন্ন,—বাত, পিত্ত এবং শ্লেষ্মা সংযোগে অজীর্ণ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অধিক জলপান করিলে, অকালে আহার করিলে, মল মূত্রের বেগ ধারণ করিলে, অথবা সময়ে নিদ্রা না হইলে, লঘু এবং স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন যথাকালে আহার করিলেও পরিপাক হয় না।

ঈর্ষা, আতঙ্ক, অথবা ক্রোধ উৎপন্ন হইলে; লোভ, রোগ কিম্বা দৈন্য প্রভৃতির দ্বারা পীড়িত থাকিলে, অন্নে বিদ্বেষ জন্মিলে, অন্ন সম্যক রূপে পরিপাক হয় না।

ভুক্ত-অন্ন মাধুর্য্য ভাবাপন্ন হইলে আম, এবং অম্ল ভাবাপন্ন হইলে বিদগ্ধ বলা যায়।

ভুক্ত-অন্ন কিঞ্চিৎ পাক হইয়া যদি অত্যন্ত তোদ এবং শূল সহকারে বিষ্টব্ধ হয়, তাহা বদ্ধ এবং কুপিত বায়ুর কার্য্য। তৎকালে উদ্গার শুদ্ধি হইলেও (অর্থাৎ উদ্গারে কোনরূপ গন্ধ কিম্বা রস না থাকিলেও) যাবৎ হৃদয় দেশের ভার থাকে, তাবৎ আহারে রুচি জন্মায় না।

পাকস্থলীর অবশিষ্ট রস কর্ত্তৃক নাসিকা দ্বারা কফস্রাব সহকারে যে অজীর্ণ দোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে চতুর্থ প্রকার অজীর্ণ বলে। অর্থাৎ কোনরূপে পরিপাকের বিলম্ব ব্যাঘাত ঘটিয়া বায়ু কুপিত হইলে, যাবৎ অন্ন রসের দ্বারা পাকস্থলী ভার থাকে, তাবৎ সেই কুপিত বায়ু পাকস্থলীতে বদ্ধভাবে স্থিতি করে। পাকস্থলীর প্রায় সমুদায় রস শরীরে সঞ্চালিত হইবার পর, সেই কুপিতবায়ু অবশিষ্ট রস গ্রহণ করিয়া উর্দ্ধগামী হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে আস্রাব জন্মায়। ইহাকে সাধারণে পেটগ্লারম, বলে। মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমনেচ্ছা, প্রসেক, এবং শরীরের অবসন্নতা, অজীর্ণের দ্বারা এই সমস্ত উপদ্রব এবং মৃত্যুও উপস্থিত হয়।

আম,—অজীর্ণ হইলে লঙ্ঘন, এবং বিদগ্ধ হইলে বমন এবং বিষ্টব্ধ হইয়া থাকিলে স্বেদ করান বিধেয়।

পূর্ব্বোক্ত অবশিষ্ট রসদ্বারা অজীর্ণ উৎপন্ন হইলে শয়ন করিয়া থাকিবে, এবং লবণাক্ত উষ্ণ জল সেবন করত বমন করা বিধেয় এবং যাবৎ স্বাস্থ্যলাভ না হইবে তাবৎ অনশন থাকাই কর্ত্তব্য।

যে পর্য্যন্ত শরীর লঘু এবং প্রকৃতিস্থ না হইবে তাবৎ আহার করিবে না। হিতাহিত বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিলে "সমশন,, কহে অধিক হউক অথবা অল্প হউক অকালে আহার করিলে "বিষমাশন,, কহে এবং ভুক্ত

দ্রব্য পরিপাক না হইতে আহার করিলে "অধ্যশন" কহে। এই ত্রিবিধ অহিতাচারের দ্বারাই জীবন নষ্ট এবং বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

অন্ন বিদগ্ধ হইলে,—শীতল সলীল সেবন করিলে পরিপাক হইয়া থাকে। শীতলতারদ্বারা পিত্ত নষ্ট হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্লিন্ন হইয়া অধোদিকে গমন করে।

আহার করিবা মাত্রে হৃদয় কণ্ঠ এবং গলদেশ জ্বলিলে,—দ্রাক্ষা এবং হরিতকী কিম্বা মধু এবং হরিতকী লেহন করা বিধেয়।

স্নিগ্ধ বলিষ্ঠ ব্যক্তির অজীর্ণ হইবার আশঙ্কা জন্মিলে,—প্রাতঃকালে অথবা আহারন্তে, শুণ্ঠী এবং অভয়া হরিতকী ভক্ষণ করা বিধেয়।

অল্প বিবদ্ধিত অপক্ক দোষ লীন হইয়া থাকে, তাহাতে অগ্নির পথ আবৃত হয় না; তৎকালে অজীর্ণে ক্ষুধাও জন্মে; সেই ক্ষুধা অল্পবুদ্ধি ব্যক্তি বুঝিতে না পারিলে তাহার পক্ষে বিষ সম হইয়া থাকে।

দশবিধ দ্রব্যগুণের ক্রিয়া।

১ শৈত্যগুণ দ্বারা, হ্লাদন, স্তম্ভন, এবং মূর্চ্ছা, তৃষ্ণা, ও দাহের উপশম হয়।

২ উষ্ণগুণদ্বারা,—এই সমূহের বিপরীত ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। অধিক ইহা পাচন।

৩ স্নিগ্ধ গুণ,—স্নেহ, এবং মার্দবকর, বলকর ও বর্ণকর।

৪ রুক্ষ গুণ,—ইহার বিপরীত বিশেষত স্তম্ভন এবং খর।

৫ পিচ্ছিল গুণ,—জীবনীয়, বলকর, সন্ধানকর শ্লেষ্মাল এবং গুরু।

৬ বিশদগুণ,—ইহার বিপরীত এবং ক্লেদশোষক ও রোপণ কর।

৭ তীক্ষ্ণগুণ,—দাহ, পাক, এবং আস্রাবকর।

৮ মৃদুগুণ,—ইহার বিপরীত।

৯ গুরুত্ব গুণের দ্বারা,—অবসন্নতা, উপলেপ, বল, তৃপ্তি এবং উৎপন্ন হয়।

১০ লঘুগুণ,—ইহার বিপরীত, এবং লেখনকর ও রোপনকর।

দশবিধ দ্রবদ্রব্যের ক্রিয়া।

১। দ্রব,—ক্লেদকর।

২। সান্দ্র,—স্থূল, এবং বন্ধনকর।

৩। শ্লক্ষ্ণ,—পিচ্ছিলের সম গুণবিশিষ্ট।

৪। কর্কশ,—পূর্ব্বোক্ত বিশদের সম গুণ বিশিষ্ট, সুখানুবন্ধী এবং ক্ষ।

৫। সুগন্ধ,—রুচিকর এবং মৃদু।

৬। দুর্গন্ধ,—ইহার বিপরীত এবং হৃল্লাস, অরুচিকর, সারক, অনুলোম রক, মদকর, এবং মাত্রার পক্ষে মঙ্গলকর।

৭। ব্যবয়ী,—সমুদায় দেহ ব্যাপ্ত হইয়া পাক করে।

৮। বিকাসী,—প্রফুল্লতা সম্পাদনপূর্ব্বক ধাতুর বন্ধন সমুদায় শিথিল করে।

৯। আশুকারী,—দ্রুতগামী জন্য জলস্থ তৈল সম দেহে সত্বরেই ব্যাপ্ত য়।

১০। সূক্ষ্মগুণ,—সূক্ষ্মতা জন্য সূক্ষ্মশিরাতে গমন করে।

আহারের গতি নিশ্চয়।

পঞ্চভূতাত্মক দেহে পাঞ্চ ভৌতিক আহার পঞ্চরূপে পরিপাক হইয়া র্থাৎ বায়ু পিত্ত, কফ, মল এবং মূত্র; এই পঞ্চ প্রকারে পরিণত হইয়া) রীরস্থ স্বীয় স্বীয় গুণ বরিয়া থাকে।

কফ এবং পিত্ত অবিদগ্ধ এবং বায়ু বিদগ্ধ; আহার সম্যকরূপে পরিপাক য়া নিঃসার হইলে (অর্থাৎ ভুক্ত দ্রব্য হইতে সমুদায় সারাংশ নিসৃত ইলেও) শরীর পুষ্টি হয়।

আহারের মল ভাগ,—বিষ্ঠা এবং মূত্র, এবং সার ভাগ পূর্ব্বে বলা য়াছে।

সেই সারাংশ ব্যান বায়ু দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া সমুদায় ধাতু পোষণ করিয়া কে।

কফ, পিত্ত, মল,, স্বেদ, নখ, রোম, এবং নেত্রমল, এবং ত্বকস্থ স্নেহ, এই মুদায় গুলী ক্রমান্বয়ে সকলের মূল জানিবে।

সমাপ্ত।

আকারাদি ভেদে দ্রব্যগুণ।

অনন্তমূল। ধারক, রক্তপিত্তঘ্ন, এবং শীতল।

অপরাজিতা বিষরোগ এবং কুষ্ঠনাশক।

অর্জ্জক। পাকে কটু, মধুর রস বিশিষ্ট, কফ-বায়ুর শান্তিকর, পাচক এবং কণ্ঠশোধন কর।

অঞ্জনকাষ্ঠ। ক্ষয়রোগে, ভগ্নরোগে, রক্তাতিসারে এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে হিতকর;

অষ্টবর্গ। বায়ুনাশক, বলের হিতকারী ধাতু পুষ্টিকর।

আনন্দ কাঁঠা। ক্রিমি, অর্শ এবং কফঘ্ন ও তীক্ষ্ণ।

আতইচ। পাচক, তিক্ত, ধারক এবং দোষঘ্ন।

আদা। কফ এবং বায়ুনাশক।

আপাং। অগ্নি সম তীক্ষ্ণ, নিদ্রাকারক এবং অপসারক।

আমলা ধাতু পুষ্টিকর; শীতবীর্য্য, আমবাতঘ্ন, মধুর রস কষায় ভোজনের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে সেবন করিলে সকল দোষ নষ্ট হয়। উহার বীজশস্য—মত্ততাজনক এবং আমলার তুল্য—গুণ বিশিষ্ট।

আসন। কফ পিত্তঘ্ন।

ইন্দ্রযব। জ্বর, এবং রক্তপিত্ত নাশক।

উবলাফলা। কুষ্ঠ এবং ব্রণাদি নাশক।

উষক্ষার। উষ্ণ, এবং বাতঘ্ন; প্রক্লেদী এবং বলনাশক।

এরণ্ডমূল। শূলঘ্ন, ধাতুপুষ্টিকর এবং দমনাশক।

এলাইচ। (মোটা এলাইচ) শূল রুক্ষকোষ্ঠ, তৃষ্ণা, ছর্দ্দি এবং কণ্ঠর নাশক। (ছোটএলাইচ) তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটুপাক, রুচিকর কিন্ত এবং অগ্নির বর্দ্ধনকর।

ঔদ্ভিদ লবণ লঘু, তীক্ষ্ণ উষ্ণ, উৎক্লেদী, সূক্ষ্ম, বায়ুর অনুলোম কর তিক্ত কটু এবং সক্ষার।

কর্কটী। সারক, রুক্ষ, কফ ও পিত্তঘ্ন। (অপক্ক) গুরু, বটুল এবং তৃষ্ণানাশক।

কণ্টকারী। উষ্ণ, বায়ু, এবং শ্বাস কাসঘ্ন।

গান্তারিমূল। উগ্র।

গুলগুল। অগ্নিবৃদ্ধিকর।

গুঞ্জা। কুষ্ঠ ও ব্রণনাশক।

গুটিকালবণ। কফ, বায়ু এবং কৃমির শান্তিকর লেখনকর পিত্তপ্রকোপকর, অগ্নিকর, পাচক, এবং ভেদক।

গুড়কামাই। (কাকমাচি দেখ)

গুড়ত্বক। কফ বায়ুনাশক, শুক্র এবং আমবাতঘ্ন, এবং কটু।

গুলঞ্চ। ধারক, বলের হিতকারী এবং ত্রিদোষঘ্ন।

গোবরচাকুল। (বৈঁচ দেখ) মূত্রকৃচ্ছ্র এবং ক্ষীণরোগে-বিশেষ হিতকর

গোক্ষুরী। মূত্রকৃচ্ছ্র এবং বায়ুনাশক, বলের হিতকারী এবং ধাতুপুষ্টিকর।

ঘোড়া নিম। ধারক, কষায়, অম্ল এবং শীতল।

ঘোষাফল। অর্শনাশক, (পাকা হইলে) পবিত্র এবং তীক্ষ্ণ ও ব্রণ-বিস্ফোটকাদি নাশক।

ঘৃতকুমারি। কষায় তিক্ত অথচ স্বাদু, রক্তপিত্তঘ্ন, কফনাশক, বায়ু বর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী, এবং লঘু।

চই। (পিপ্পলী দেখ) এবং ধারক।

চাকুন্দা। (সোমরাজ দেখ) এবং গুল্ম, অর্শ ও উদররোগনাশক, এবং পাকে কটু।

চাঙ্গেরি। গ্রহণী ও অর্শরোগের শান্তিকর, উষ্ণ, কষায়, মধুর, অগ্নিকর; এবং অম্লরস হইলে বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর।

চিতামূল। পাকে অগ্নিতুল্য, শোথ, কৃমি কুষ্ঠ এবং অর্শনাশক।

চিরাতা। বায়ু বৃদ্ধিকর, রুক্ষ এবং কফ, পিত্ত ও জ্বর নাশক।

চুণ। কফ, বায়ু এবং মেদনাশক। শঙ্খচূর্ণ—কুষ্ঠ, বিসর্পরোগ, মেহ, এবং কফ পিত্তঘ্ন।

চোরপালিতা। কফ, বায়ু শোথ, মেহ, কৃমিনাশক।

ছাগলাদ্রী। কষায়, তিক্ত অথচ স্বাদু। রক্ত-পিত্তঘ্ন কফঘ্ন, বায়ুবর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী এবং লঘু।

জয়ন্তী। মল-মূত্র জনক, সক্ষার, মধুর, অল্প বাতশ্লেষ্মার প্রকোপকর, এবং রক্তপিত্তঘ্ন।

জয়িত্রী। তিক্ত, কটু, কফঘ্ন, লঘু, তৃষ্ণানাশক, এবং মুখের ক্লেদ এবং দুর্গন্ধ নাশক।

পরগাছা।

পলা। নেত্রের হিতকর, শীতল, লেখনকর, এবং বিষঘ্ন।

পাকিম ক্ষার। মূত্রবস্তি শোধন কম্ম এবং মেদঘ্ন।

পাঠা। অতিসার এবং ত্রিদোষ নাশক।

পানিফল। গুরুপাক, বিষ্টম্ভি এবং শীতল।

পারুলী। কফ-বায়ু নাশক।

পালো। ক্ষয়রোগ ও শ্বাস কাস নাশক এবং মধুর।

পিপ্পলী। মধুর, ধাতুপুষ্টিকর, কটু, অগ্নিকর, সারক, স্নিগ্ধ উষ্ণ এবং বায়ু, কফ, শ্বাস, কাসঘ্ন। (কাঁচা হইলে) স্বাদু, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ অথচ কফঘ্ন।

পিপ্পলী মূল।—ভেদক, অগ্নি বৃদ্ধিকর, এবং কফঘ্ন।

পিঁয়াজ। মধুর, ধাতুপুষ্টিকর, কটু অথচ স্নিগ্ধ এবং বায়ু নাশক, বলের হিতকারী, পিত্তঘ্ন, কফকারক, তৃপ্তিজনক এবং গুরুপাক।

পিয়ালফল। মধুর, স্নিগ্ধ, শুক্রবৃদ্ধিকর, এবং বায়ু পিত্তঘ্ন।

পুনর্নবা। কফবাতঘ্ন, শোফ, উদর এবং অর্শ রোগের শান্তিকর, কটু এবং তিক্তরস, ক্ষুধা রুচিকর এবং অগ্নিকর।

পুণ্ডারক কাষ্ঠ। চক্ষের হিতকারী, শীতল, ঘায়ের নিবারক।

ফঞ্জী। অল্পবলকর।

বকুল। মধুর, ধারক, দেহ স্থৈর্য্যকর, দন্ত দৃঢ়কারী।

বচ। রুক্ষ, এবং বায়ু নাশক, আয়ুর হিতকারী এবং স্মৃতি বৃদ্ধিকর।

বরুণবৃক্ষ। বায়ুজন্য শূল নাশক ভেদী অথচ উষ্ণ এবং অশ্মরী রোগঘ্ন।

বংশকরীর। গুরুপাক, কফ এবং বায়ুর প্রকোপকর।

বংশলোচন। কষায় মধুর, রুক্ষ এবং বায়ু নাশক।

বহেড়া। ভেদী, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিরস, কৃমিনাশক, চক্ষুর হিতকারী, পাকে স্বাদু, কষায়রস, কফ-পিত্তঘ্ন। (উহার বীজশস্য) পিপাসা, ছর্দ্দি, কফ, এবং বায়ুনাশক ও লঘুপাক।

বাকস। কাস, মুখের বৈরস্য, রক্তপিত্ত এবং কফঘ্ন।

বামনহাটী। শ্বাস-কাসঘ্ন।

বালা। ছর্দ্দি, হৃল্লাস, অতিসার ও তৃষ্ণানাশক। রুক্ষ, উষ্ণ, পরিপাকে লঘু এবং বায়ু কফঘ্ন।

বাসক। তিক্ত এবং পিত্ত শ্লেষ্মার শান্তিকর।

বিছুটি বিষরোগ, কাসরোগ কফ ও নাশক।

বিট্‌লবন। দুর্গন্ধ, অগ্নি এবং বল বৃদ্ধিকর। বাত, আম, ও অজীর্ণ জন্য পেটের বেদনা ও শব্দ নাশক।

বিড়ঙ্গ। রুক্ষ, উষ্ণ, পরিপাকে কটু, লঘু, এবং বায়ু ও কফঘ্ন। তিক্ত, বিষরোগ ও কৃমিনাশক।

বিদারিকন্দ। মধুর, বৃংহণ বৃষ্য, শীতল স্বরের হিতকর, অত্যন্ত মূত্র-বৃদ্ধিকর বলকর এবং বায়ুপিত্তঘ্ন।

বল্‌বমূল। বায়ু, কফ, ছর্দ্দি এবং পিত্তঘ্ন।

বিষতড়ক। শোথ এবং আমবাতনাশক।

বিস। (পদ্মাদির মৃণাল) অবিদাহী, রক্তপিত্তের শান্তিকর, বিষ্টম্ভী দুর্জর, রুক্ষ, বিরস, এবং বায়ুবৃদ্ধিকর।

বেড়েলা। স্নিগ্ধ, ধাতুপুষ্টিকর, এবং বায়ুপিত্তঘ্ন।

বেল। (কাঁচবেল) কষায়, পাকে উষ্ণ, অগ্নিকর, ধারক, তিক্ত, কটু স্নিগ্ধ, বায়ু এবং কফঘ্ন। (পাকবেল) সুগন্ধি, মধুর, গুরুপাক, আমনাশক (শুষ্কবেল) ধারক, কফ, বাত এবং আমশূল নাশক।

বৃহতি। ধারক, পাকে উগ্র, এবং বাতঘ্ন।

ব্রহ্মী। বয়স্থাপনকারী, এবং মেধা, স্মৃতি ও আয়ুবৃদ্ধিকর।

ভাড়ু লম্বা। কফ ও পিত্তঘ্ন।

ভূর্জপত্র। বল কফ এবং রক্তঘ্ন।

ভূতৃণ। পাকে কটু মধুর রসবিশিষ্ট, কফ বায়ুর শান্তিকর, পাচক এবং কণ্ঠশোধন কর।

ভেলা। স্নিগ্ধ, কৃমি এবং অর্শনাশক অস্থির স্থৈর্য্যকারক; কষায় এবং মধুর

ভেলার ডাঁটি। মধুর, কষায় এবং বায়ুবকোপকারক।

ভৃঙ্গরাজ। চক্ষু এবং কেশের হিতকারী পাণ্ডুরোগ এবং কফঘ্ন।

মঞ্জিষ্ঠা। কুষ্ঠ এবং বিষঘ্ন শোথনাশক লাবণ্যকর।

মধুশিগ্রু। সারক, তিক্ত, শোথনাশক, অগ্নিকর কটু, বিদাহী, মলমূত্র রোধক, রুক্ষ, এবং তীক্ষ্ণোষ্ণ ও বীর্য্যশালী।

মধুক পুষ্প। পুষ্টিকর, মুখের অপ্রিয়, এবং গুরু। ইহার ফল,—বায়ু এবং পিত্তঘ্ন।

মরিচ। (কাঁচামরিচ) পাকে স্বাদু. গুরু, এবং শ্লেষ্মানাশক (শুষ্ক-মরিচ) রুচিকর, অগ্নিকর, রুক্ষ, উষ্ণ লঘু, এবং শুক্রঘ্ন। (শ্বেত-

মরিচ), অধিক উষ্ণবীর্য্য, সর্ব্বপ্রকার মরিচাপেক্ষা গুণকারী, এবং নেত্রের হিতকারী।

মল্লিকা। মালতী পুষ্প সম গুণ বিশিষ্টা।

মালতীপুষ্প। তিক্তরস বিশিষ্ট, সদ্গন্ধ, পিত্তঘ্ন।

মুক্তা। নেত্রের-হিতকর, শীতল, লেখনকর, এবং বিষঘ্ন।

মুথা। তিক্ত, কটু, বাতঘ্ন, এবং অগ্নির দ্ধকর।

মৌরি। রুচিকর, ধাতুপুষ্টিকর, এবং দাহ ও রক্তঘ্ন।

যমানি। কুষ্ঠ, এবং শূলঘ্ন, শ্লেষ্ম, অগ্নিদ, পিত্তকর, এবং বায়ু কফ, এবং ক্রিমি নাশক।

যবক্ষার। অগ্নিতুল্য, শুক্র, শ্লেষ্মা দমনকারী অর্শ, প্লীহা এবং গুল্মনাশক।

রক্তচন্দন। কফ এবং শোথঘ্ন ও লঘু।

রক্ততেউড়ী। স্বাদু, কষায়, অল্পভেদক, রুক্ষ, কটু, পাকে তিক্ত এবং কফঘ্ন।

রক্তসজনা। (মধু শিগ্রু দেখ)

রসুন। ক্ষার মধুর রস, কণ্ঠের হিতকারী ধাতু পুষ্টিকর, উষ্ণ অথচ সারক ভগ্নযোড়া দায়ক, বর্ণের হিতকারী রক্তপিত্ত বৃদ্ধিকর, এবং বাত-বেদনাদিনাশক।

রাং। কটু, ক্রিমিঘ্ন, লবণ রসবিশিষ্ট, এবং লেখনকর।

রাস্না। শোথ এবং আমবাত নাশক।

রূপা। অম্লরসবিশিষ্ট, সারক, শীতল, তৈলাক্ত, এবং বলী পলিতঘ্ন।

রেণুক। কফ এবং বায়ুনাশক, পিত্তকর এবং লঘুপাক।

রোমক লবণ। তীক্ষ্ণ, অত্যন্ত উষ্ণ গ্রাহী সংসারের বৰ্দ্ধন কর। পাকে কটু, বাতঘ্ন, লঘু, বিষ্যন্দি, সূক্ষ্ম, মলভেদক এবং মূত্রকর।

রোহিত বৃক্ষমূল। প্লীহা, গুল্ম এবং উদরীরোগঘ্ন।

লতাকস্তুরী। কর্পূরের তুল্যগুণবিশিষ্ট, শীতল এবং বস্তির শোধনকর।

লাহা। ভগ্নরোগ, ত্বকদোষ, এবং বিসর্পনাশক ও বলকর।

লোধ। কফপিত্ত এবং শোথঘ্ন ও সারক।

লৌহ। বায়ুবৰ্দ্ধক, শীতল, এবং তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফঘ্ন।

শতমূলী। বায়ু, পিত্ত, মেহ এবং কুষ্ঠনাশক ও সারক।

শালপাণী। কাসঘ্ন ধারক এবং কফরোগঘ্ন।

শিগ্রু। কটু, ক্ষার, মধুর, তিক্ত, এবং পিত্তকর।

শুবী। বিষরোগ, বিসর্পরোগ ; ঘর্ম্ম, ত্বকদোষ এবং শোথঘ্ন।

শিংশপা। বাতঘ্ন।

শুক্লপত্র। জ্বর, শ্লেষ্মা, এবং পিত্তঘ্ন ; এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

শুক্লতেউড়ী। রক্ত তেউড়ীর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প গুণ বিশিষ্ট।

শুণ্ঠী। কফ ও বায়ুনাশক লঘুপাকি, অগ্নিকর, পাকে মধুর, ধাতু পুষ্টিকর,
স্নিগ্ধ, উষ্ণ, কটু এবং রুচিকর।

শুনক। বায়ু, দাহ, আমশূল তৃষ্ণা ও ছর্দ্দিনাশক।

শ্যামালতা। পিত্ত, তৃষ্ণা ছর্দ্দি এবং জ্বরঘ্ন।

সচল লবণ। রুচিকর, উষ্ণবীর্য্য, কটুপাক, গুল্ম, শূল ও কোষ্ঠ বদ্ধকর, কিঞ্চিৎ
পিত্তকর এবং লঘু।

সজিনার ছাল। তীক্ষ্ণ; কটু এবং বাতগণ্ড ও উদর বেদনা নাশক।

সিজের আঠা। স্বল্পদোষযুক্ত, অগ্নির তুল্য দাহকর।

সিদ্ধি। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, মত্ততাকারক, কুষ্ঠনাশক, বল, মেধা এবং অগ্নিকর এবং
শ্লেষ্মানাশক।

সীসক। কটু কৃমিঘ্ন, লবণরস বিশিষ্ট এবং লেখনকর।

সুবর্ণ। স্বাদু, হৃদ্য, বৃংহণ, রসায়ন, ত্রিদোষ প্রকোপকর শীতল, নেত্রের
হিতকর এবং বিষঘ্ন।

সুপুণ। সুরসের সম গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু বিষঘ্ন।

সুরসা। কফ, বায়ু, শ্বাস, কাস এবং দুর্গন্ধ নাশক, পিত্তকর এবং
পার্শ্বশূলঘ্ন।

সৈন্ধব-লবণ। ত্রিদোষঘ্ন, ধাতুপুষ্টিকর, চক্ষুর হিতকারী, পাচক, অগ্নিকারক
স্নিগ্ধ, রুচিকর, মধুর রস এবং লঘুপাক।

সোঁদালী। জ্বর, হৃদ্রোগ, বায়ু এবং উদাবর্ত্তাদি রোগঘ্ন এবং শীতল।

সোঁদালী ফল। মধুর, ধাতুপুষ্টিকর, সারক এবং বাতপিত্তঘ্ন।

সোনা। ধারক এবং অগ্নিকর।

সোমরাজ। বাত, কফ, কৃমি, কুষ্ঠ এবং ত্বকদোষ নাশক।

সোহাগা। কফঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, অগ্নিকর, স্বর্ণাদিধাতু পোষক এবং পিত্ত
বৃদ্ধিকর।

সৌবর্চ্চল লবণ। পরিপাকে লঘু, উষ্ণবীর্য্য, বিশদ, কটু, গুল্ম, শূল ও বিবন্ধ
হর, মুখপ্রিয়, সুবাস এবং রুচিকর।

সৌবীর। কফ এবং বায়ুর হিতকর।

সর্জ্জিকাক্ষার। অগ্নিতুল্য, এবং বাতশ্লেষ্মার দমনকর, অর্শ, প্লীহা এবং গুল্ম রোগঘ্ন।

স্বরপত্র। তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পবিত্র এবং কৃমি ও বিষরোগঘ্ন।

হরিদ্রা। কফ, পিত্ত, কণ্ডু এবং ত্বক দোষঘ্ন।

হরীতকী। ইহা সাত প্রকার। জীবন্তী,—স্নেহপানে। রোহিনী-ক্ষয়রোগে বিজয়া,—লেপনে। পুতনা,—বিরেচনে। অমৃতা—নেত্ররোগে অভয়া,—গন্ধার্থে। কলিকা,—সকল রোগে ব্যবস্থেয়। হরীতকী লবণ সংযুক্ত বায়ুনাশক। মধু সংযোগে পিত্তঘ্ন। শুণ্ঠী সংযোগে কফঘ্ন এবং গুড় সংযোগে হয় সকল রোগের শান্তিকর।

হরীতকী বীজ শস্য। চক্ষুর হিতকারী এবং বাত পিত্তঘ্ন।

হাড়ভাঙ্গা। অস্থিভগ্নের ও বলের হিতকর ও বায়ু নাশক।

হিং। তীক্ষ্ণ, কটুরস, শূলঘ্ন, বর্দ্ধ এবং অজীর্ণনাশক, লঘু, উষ্ণ, পাচক, স্নিগ্ধ; দীপক এবং কফ বাতঘ্ন।

হুড়হুড়্যা। কফঘ্ন।

ক্ষবক। কৃমিকর, পরিপাকে স্বাদু, পিচ্ছিল বিস্যন্দি, বায়ু বৃদ্ধিকর। এবং অত্যন্ত পিত্ত শ্লেষ্মাকর নহে।

ক্ষীরবৃক্ষ। শীতল, সংগ্রাহী এবং রক্ত পিত্ত রোগের হিতকর।

ক্ষেৎপাপড়া। পিত্ত, দাহ, জ্বর তৃষ্ণা এবং কফ নাশক।

সমাপ্তঃ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বৃন্দাবন বসাকের লেন ১৭ নং ভবনে কবিতা-রত্নাকর যন্ত্রে শ্রীফকিরচাঁদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।